এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

আফিয়া সিদ্দিকী

দাউদ গজনভী

রূপান্তর

মাহজাবিন খান

প্রজন্ম

দাউদ গজনভীর জন্ম পাকিস্তানের শিয়ালকোটে, সাঈদ গজনভী পরিবারে। সাঈদ গজনভী পরিবারকে আফগানিস্তানের সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা হয়। দাউদ গজনভী ইউনাইটেড কিংডমের ইউনিভার্সিটি অফ ল' থেকে এল.এল.বি তে অনার্স করেন এবং আইনজীবী হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন।

এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

আফিয়া সিদ্দিকী

এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

আফিয়া সিদ্দিকী

মূল

দাউদ গজনভী

রূপান্তর

মাহজাবিন খান

সম্পাদনা

আহমদ মুসা

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

আফিয়া সিদ্দিকী

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Aafia Siddiqui: FBI's Most Wanted Women by Dawood Ghazanavi, Transformed by Mahzabin Khan, Edited by Ahmod Musa
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95187-2-3

একজন উচ্চশিক্ষিত পাকিস্তানি নারী এবং তিন সন্তানের জননী, কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যার প্রতিমুহূর্ত কেটেছে অসহ্য যন্ত্রণায়। এই বইটি সেই নারীর হৃদয়বিদারক উপাখ্যান। আফিয়ার মামলা তদন্তের মাধ্যমে জন্ম নেয় কিছু প্রশ্ন। এসব প্রশ্ন ছিল মামলার বিচার ও প্রমাণকে ঘিরে।

আমি, সিনেটের মানবাধিকার সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ৭ জুলাই ২০০৮ সালে ইভন রিডলি ও পিটিআই চেয়ারম্যান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন পর্যবেক্ষণ করেছি।

ফরেন অফিস কর্তৃপক্ষ ও নিউইয়র্কে দূতাবাসের সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠকের পর অবশেষে আমরা কয়েদী নম্বর ৬৫০ ড. আফিয়া সিদ্দিকী সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি। টেক্সাস ফেডারেল মেডিক্যাল সেন্টার (এফএমসি)'তে ৬ই অক্টোবর, ২০০৮ সালে সিনেটরদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে গিয়ে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আমি।

এফএমসিতে আমি একজন দুর্বল, জড়োসড়ো নারীকে দেখতে পেলাম। ড. আফিয়া আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তার উত্তর দেয়ার ভঙ্গি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং ধীরস্থির। ড. আফিয়া আমাদেরকে জানালেন, বাগরাম কারাগারে আফগান প্রহরী এবং পরবর্তীতে বিদেশিদের দ্বারা তার উপর নির্যাতনের কথা। তার মূল অভিযোগ ছিল 'স্ট্রিপ সার্চ' বিষয়ে অর্থাৎ বিবস্ত্র করে তল্লাশী। তার সেল থেকে বেরিয়ে আসা বা সেলে ফিরে যাবার সময় প্রতিবার এই স্ট্রিপ সার্চের মুখোমুখি হতে হতো তাকে।

কয়েদী নম্বর ৬৫০ এই মোস্ট ওয়ান্টেড নারীকে ঘিরে ব্যক্তিগত এবং আইনি রহস্য উন্মোচন করেছেন দাউদ গজনভী।

আদালতে বিচার কার্যক্রম এবং সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মিস্টার গজনভী চেষ্টা করেছেন পাঠকদের সেই যন্ত্রণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যে যন্ত্রণার থাবায় প্রতিমুহূর্তে জর্জরিত হয়েছেন ড. আফিয়া সিদ্দিকী।

সিনেটর ড. এস এম জাফর

সূচিপত্র

ভূমিকা

২০১৮ সালে থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাতে আটক থাকা পাকিস্তানিদের মৌলিক অধিকার এবং তাদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবাসনের জন্য লড়াই করছিলাম ইসলামাবাদ হাইকোর্ট এবং পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে। সেই সময়টায় এফবিআই এর মোস্ট ওয়ান্টেড পলাতক নারী ড. আফিয়া সিদ্দিকীর মামলা আমার নজরে আসে।

২০০৩ সালে তার তিন সন্তানের সাথে পাকিস্তান থেকে নিখোঁজ হন ড. আফিয়া সিদ্দিকী। ২০০৮ সালে আফগানিস্তানের গজনীতে আমেরিকান কর্মকর্তাদের হত্যা চেষ্টার অভিযোগে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে তার বিচার কাজ শুরু হয়। ৮৬ বছর সাজা দেয়া হয় আফিয়াকে। বর্তমানে তিনি টেক্সাসে ফোর্ট ওয়ার্থের কার্সওয়েলে ফেডারেল মেডিক্যাল সেন্টারে কারারুদ্ধ আছেন।

জীবন এবং স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকার এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবন করতে আমার আগ্রহ থাকায় ড. আফিয়া সিদ্দিকীর মামলা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। আফিয়া সিদ্দিকীর মামলা যেন আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে।

আমি ড. আফিয়া সিদ্দিকীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। এফএমসি, কার্সওয়েলে বন্দি অবস্থায় তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করেছি।

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী (ড. আফিয়ার বোন) আমার আইনি সহায়তার আওতায় পাকিস্তান সংবিধানের ১৮৪(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে।

পাকিস্তান সরকার তার নাগরিকদের, বিশেষ করে ড. আফিয়াকে সহায়তা করার জন্য এতে আবেদন জানানো হয়। আফিয়া অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বন্দি ছিলেন বিদেশি কারাগারে।

ড. আফিয়া সিদ্দিকী, যিনি এমআইটি থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন এবং নিউরোসাইন্সে পিএইচডি করেছেন ব্র্যান্ডিজ থেকে। তার মামলা ছিল

অত্যন্ত জটিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফ্ট মোস্ট ওয়ান্টেড সাতজন পলাতক আল-কায়েদা সদস্যের মধ্যে তার নাম তালিকাভুক্ত করার পর থেকেই আফিয়াকে "লেডি আল-কায়েদা" এবং "আল-কায়েদার মাতা হরি" সহ বেশকিছু ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছে।

তাকে আল-কায়েদার একজন কর্মী এবং সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে তার শিক্ষাদীক্ষাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। অনেক কাউন্টার টেরোরিজম সার্কেল তাকে ৯/১১ এর মূল হোতা খালিদ শেখ মুহাম্মাদের সাথে সম্পৃক্ত দাবি করেছে। এছাড়া তারা বিশ্বাস করে ওসামা বিন লাদেনের পক্ষ থেকে হামলার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

তবে, অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য উৎস এসব অভিযোগ খণ্ডন করেছে। এই 'পক্ষে ও বিপক্ষে' মতামত এই নারীকে করে তুলেছে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে রহস্যময় এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বজুড়ে অনেক অনুসন্ধানী ব্যক্তিদের মতো আমার মনেও অনেক প্রশ্ন ছিল।

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে আফিয়ার বিরুদ্ধে মামলায় কী ছিল? ২০০৩-২০০৮ সালে নিঁখোজ থাকার সময় তাকে কি আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল? তার অ্যাটর্নিদের কঠোর অবস্থানের পরেও কেনো তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন? তিনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত ছিলেন? আল-কায়েদা বা অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে আফিয়ার সম্পৃক্ততা কি প্রমাণিত হয়েছে? আফিয়াকে কি আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাইয়ের অনুমতি ছাড়াই আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল? আমেরিকায় তৎকালীন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসেইন হক্কানী কি বিচারকের চেম্বারে বিচারকার্য চলাকালে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন? এছাড়াও আছে আরো অনেকরকম প্রশ্ন।

আমি নিরপেক্ষভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। যদিও এই মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রচুর ক্লাসিফাইড তথ্য রয়েছে। তবু চেষ্টা করেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্ট ফাইল থেকে তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরার জন্য।

আমার এই রিসার্চে উল্লেখ করা হয়েছে "08 CR 826" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম আফিয়া সিদ্দিকী মামলা এবং "14 CV 3437" আফিয়া সিদ্দিকী বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলার ডকুমেন্ট, শুনানির ট্রান্সক্রিপ্ট, বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং কোর্ট অর্ডার।

ড. আফিয়ার সাক্ষ্য ও বক্তব্য এর আগে জনসম্মুখে লিখিত বা আলোচিত হয়নি। আফিয়ার বক্তব্য একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তবে তা অন্য কোনো বই বা ডকুমেন্টারিতে উদ্ধৃত হয়নি। আমি এ অবস্থায় পরিবর্তন আনতে চাই। চাই আফিয়ার কণ্ঠকে একটি প্ল্যাটফর্মে উপহার দিতে। এজন্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পাশাপাশি ড. আফিয়ার বক্তব্যকে সমান গুরুত্ব দেয়ার।

আশা করি, এর ফলে আপনারা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং এই মামলা সম্পর্কিত তথ্যবহুল উপসংহারে পৌঁছাতে পারবেন।

দাউদ গজনভী
এপ্রিল ২০১৯

প্রথম অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর শিক্ষাজীবন (১৯৯১-২০০২)

একজন মানুষের ব্যাপারে জানতে হলে তার জীবনের শুরু থেকে জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ড. আফিয়া সিদ্দিকী, মার্কিন কারাগারে আটক থাকা এই নারীর মামলাকে ঘিরে জন্ম হয়েছে বিতর্ক ও রহস্যের। তাই তার ব্যাপারে আমাদের প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। এতে আপনারা বুঝতে পারবেন আইন তার সাথে কেমন আচরণ করেছে। বুঝতে পারবেন কেনো মানুষের মনে আফিয়াকে ঘিরে এত প্রশ্ন। আফিয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা আপনাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। আমেরিকায় আফিয়ার ছাত্রজীবন থেকে কোর্টে আফিয়ার সাক্ষ্য সবই এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ড. আফিয়া সিদ্দিকীর জন্ম পাকিস্তানে। তার ছেলেবেলা কাটে জাম্বিয়ায়। আফ্রিকান দেশ জাম্বিয়ায় তার বাবা একজন ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করতেন। সেকেন্ড গ্রেড পর্যন্ত জাম্বিয়ায় জীবন কেটেছে আফিয়ার। তার মা ছিলেন সমাজকর্মী। তিনি All Pakistan Women's Association এর সাথে কাজ করেছেন। কোর্টে আফিয়া জানান, ১৭ বছর বয়সে তিনি পাকিস্তানের করাচীতে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করেন। তারপর তিনি আমেরিকা আসেন ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনে পড়াশোনার জন্য। ১৯৯১ সালে যেদিন তিনি হিউস্টনে আসেন সেদিন বেশ তুষারপাত হচ্ছিল। প্রথম বর্ষে সায়েন্সের ফিল্ডে, বিশেষ করে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে বেশ কয়েকটি কোর্স করেন আফিয়া।

আফিয়া কেমিস্ট্রিতে ছিলেন বেশ দুর্বল। একমাত্র সি গ্রেড তিনি পেয়েছেন কেমিস্ট্রিতেই। এতে তার সম্পূর্ণ সিজিপিএ'তেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। তিনি হিউস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে ট্রান্সফার হতে

চাচ্ছিলেন। তাই সেখানে কেমিস্ট্রি কোর্স নিয়েছিলেন। তার মনে হতো অন্য কোথাও সহজ লাগবে না এই কেমিস্ট্রি।

আফিয়ার মূল আগ্রহ ছিল সোশ্যাল সায়েন্সে। ট্র্যাডিশনাল সায়েন্সে নয়। কিন্তু পারিবারিক চাপে বিশেষ করে মায়ের কারণে তিনি সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। মা চাইতেন তিনি ডাক্তার হবেন। কারণ আফিয়ার ভাই ও আফিয়া ছাড়া পরিবারের মোটামুটি সবাই ছিল ডাক্তার। হিউস্টনে থাকাকালীন তিনি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে অংশ নেন। রচনা প্রতিযোগীতায় জাতীয় পুরস্কার পান তিনি। রচনার বিষয় ছিল, "How Intercultural Attitudes in America Helped Shaped a Multinational World".

এছাড়াও তিনি আরো বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করেছেন।

এক বছর হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে তিনি ক্যাম্ব্রিজের এমআইটি বা ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি'তে ট্রান্সফার হন তার আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়াশোনা শেষ করার জন্য। সেখানে পাবলিক সার্ভিস সেন্টারের সাথে বেশ সক্রিয় ছিলেন আফিয়া। সেখান থেকে দুটি এওয়ার্ড পান তিনি।

শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন আফিয়া। ক্যাম্ব্রিজের এমএ'তে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র স্কুলে বাচ্চাদের সায়েন্স পড়াতেন। বাচ্চাদের জন্য তিনি এমআইটিসহ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি স্কুলে সায়েন্স বিষয়ক কারিকুলাম তৈরীতেও সাহায্য করেছেন। কারণ নির্দিষ্ট কোনো কারিকুলাম ছিল না তাদের। আফিয়া তার অবসর সময় স্কুলেই কাটাতেন।

এডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রামও তৈরী করেন আফিয়া। সেটা ছিল জনগণের জন্য উন্মুক্ত। এটি বেশ জনপ্রিয় হয় এবং মানুষজন এতে অংশ নিতে শুরু করে। শিক্ষাক্ষেত্রে তার ভূমিকার জন্য এমআইটি থেকে এওয়ার্ড পান আফিয়া। এছাড়া পাকিস্তানের নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে এমআইটি'র স্পন্সরশিপে তিনি রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করেছেন। এমআইটি থেকে মেজর সাবজেক্ট হিসেবে বায়োলজিতে তিনি গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। জেন্ডার ইস্যু, সোশ্যিওলজি ও এনথ্রোপলজিতে তার আগ্রহের কারণে বেশ কিছু সোশ্যাল সায়েন্স কোর্স করেন তিনি। মলিকিউলার বায়োলজি, নিউরন ও গতিবিজ্ঞানেও কোর্স করেছেন তিনি।

সোশ্যাল সায়েন্সের মোটামুটি সব কোর্সেই তিনি 'এ' পান। এমআইটি'তে থাকাকালে এক সেমিস্টার কাজ করেছেন নোবেল বিজয়ী নোয়াম চমস্কির সাথে। চমস্কি চাচ্ছিলেন আফিয়া তার কাজ যেন চালিয়ে যান। কিন্তু আফিয়া একাডেমিক চাপের কারণে পারেননি। আফিয়া হিউম্যান অরিজিন, ধর্ম ও সায়েন্সের পাশাপাশি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, বিশেষ করে এশিয়ান রিলিজিয়ন এবং এথিকস নিয়েও পড়াশোনা করেন। এমআইটি থেকে গ্রাজুয়েশনের পর ম্যাসাচুসেটস এর ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন তিনি, একইসাথে করেন মাস্টার্স। দুটোই ছিল কগনিটিভ নিউরোসায়েন্সের উপর। সাইকোলজি প্রফেসর ড. রবার্ট সেকুডা ছিলেন তার এডভাইজার। আফিয়ার কাছে তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ। আফিয়ার তার কথা এখনো মনে পড়ে বলে জানিয়েছিলেন। তার পিএইচডি থিসিসের বিষয় ছিল 'কীভাবে বাচ্চারা অনুকরণ করে শিখে'।

তিনি জানান, তার হাইপোথিসিস ছিল বাচ্চারা অনুকরণ করে শিখে বনাম তাদেরকে বলে শিখাতে হয়। তার হাইপোথিসিস প্রমাণের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবে কম্পিউটার, ট্যাবলেট ও স্টাইলাস ব্যবহার করেন। বাচ্চারা সেখানে কম্পিউটার স্ক্রিনে বল ও ডিস্কের মুভমেন্ট দেখে একই কাজ অনুকরণ করবে। অর্থাৎ দেখে দেখে শিখা। তার উপসংহার ছিল বাচ্চাদেরকে দেখে শিখার পরিবেশ করে দিলে তারা পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত শিখে ফেলবে। এমনকি যাদের শিখতে সমস্যা হয় তারাও। তার হাইপোথিসিস সঠিক প্রমাণিত হয়। ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে আহমদ ও মারিয়াম নামে দুই সন্তানের জন্ম হয় তার। ডক্টরেট করার পর ২০০২ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য পাকিস্তান চলে যান। তারপর আবার আমেরিকা ফিরে আসেন। কিছুদিন একটি সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি। তিনি জানান, dyslexic ও ডিজেবল বাচ্চারা যারা ভালো করে লিখতে ও পড়তে পারে না তাদেরকে সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন তিনি। আফিয়া তাদেরকে বুদ্ধিমান মনে করেন। বিশ্বাস করেন তারা শিখতে পারবে। তিনি এমন উপায় বের করতে চাচ্ছিলেন যাতে এই বাচ্চারা ভালো করে শিখতে পারে।

ড. আফিয়া তার নিজের একটি স্কুল খুলতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে শেখানোর জন্য। তারপর আফিয়া আবার তার স্বামীর কাছে চলে যান পাকিস্তানে। সেখানে তাদের তৃতীয় সন্তান সুলাইমানের জন্ম হয়।

আদালতে আফিয়ার সাক্ষ্য থেকে বুঝা যায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী একজন নারী। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তিনি। তিনি এমন পরিবেশে বড় হয়েছেন যেখানে নারী-পুরুষের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার উপর জোর দেয়া হতো। এছাড়া আফিয়া নিজেই শিক্ষাকে সবার জন্য সহজ করতে চাচ্ছিলেন।

এরকম একজন নারী কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হলেন? বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে? তার সাথে যেসব আচরণ করা হয়েছে তা কী উচিত ছিল?

উপরের প্রশ্নসমূহ বা এর চেয়েও বেশি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি এই বইয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত কোথায় নিখোঁজ ছিলেন ড. আফিয়া?

কোর্টের প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা

ড. আফিয়ার নিখোঁজ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে ট্রায়াল কোর্টে তার মামলা শুরু হয়। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ড. আফিয়া নিখোঁজ ছিলেন। কোর্ট এ ব্যাপারে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই অধ্যায়ে কোর্ট ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে তথ্য উল্লেখ করেছি যেন পাঠকের জন্য কোর্টের প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়।

বিচারক বারম্যান প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স অ্যাটর্নি উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন তাদের কাছে ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত আফিয়ার নিখোঁজ থাকা বিষয়ক কোনো তথ্য আছে কি না। থাকলে তা কোর্টকে অবহিত করতে বলেন তিনি। এই বিষয়গুলো কোর্টের জানা প্রয়োজন ড. সিদ্দিকীর চিকিৎসা এবং আদালতে আফিয়া উপস্থিত হওয়ার মতো যথেষ্ট উপযুক্ত কি না এ বিষয়ে মূল্যায়ন করার জন্য।

ড. আফিয়ার তিন সন্তানের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যও চেয়েছিলেন বারম্যান। প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি মিস্টার লাভিগন আদালতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ড. আফিয়া আল-কায়েদার সদস্য বা অন্য কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য কি না তা নিয়ে সরকার বিতর্ক করবে না। ড. আফিয়া তালিবান সদস্য ছিলেন বা ওসামা বিন লাদেনের সাথে তার যোগসূত্র আছে কি না এ ব্যাপারেও তারা কোনো বিতর্ক উপস্থাপন করবেন না।

আরেকজন প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি, মিস্টার রাসকিন ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ড. আফিয়ার অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে আদালতকে কোনো পৃথক শুনানি না রাখার পরামর্শ দেন। তিনি রেকর্ডে উল্লেখ করেন যে, ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আফিয়ার সাথে কী ঘটেছে এ ব্যাপারে তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারা পত্র-পত্রিকা পড়েছেন এবং

বিভিন্ন তর্কবিতর্ক ও পরামর্শ শুনেছেন। কিন্তু ড. আফিয়াকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং নির্যাতন করা হয়েছে এ ব্যাপারে তারা কোনো প্রমাণ পাননি।

মার্কিন সরকার তার বিভিন্ন এজেন্সির সাথে যত্ন সহকারে এ ব্যাপারে কাজ করেছে। কিন্তু তারা এমন একটা প্রমাণও খুঁজে পায়নি যাতে এই অভিযোগগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জানান, তাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে আফিয়ার বড় ছেলেকে আফগানিস্তানে তার সাথেই আটক করা হয়। শিশুটি স্থানীয় আফগান পুলিশদের দ্বারা আটক হয়। স্থানীয় আফগান পুলিশ ও এফবিআই তার ইন্টারভিউ নেয়। ছেলেটি আফিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক অস্বীকার করে এবং নিজেকে এতিম বলে দাবি করে। তবে সে এটা জানায় যে, আফগানিস্তানে আফিয়ার সাথেই ছিল সে। এফবিআই এজেন্ট আলমোডোভার ড. আফিয়ার ইমিগ্রেশন ফাইল, আমেরিকায় তার আবাসস্থল এবং ছেলেটির ডিএনএ পরীক্ষায় মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে সে ড. আফিয়ারই ছেলে। ড. আফিয়া কখনোই ছেলেটিকে তার ছেলে বলে দাবি করেননি।

সরকারকে আফগান কর্তৃপক্ষের সাথে এই ছেলের জন্য একটি উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, ছেলেটি আফগান কারাগারে ছিল এক সময়। তবে সে কখনো মার্কিন হেফাজতে ছিল না।

মিস্টার রাসকিন আরো বলেন, ছেলেটি বর্তমানে পাকিস্তানে ড. আফিয়ার পরিবারের সাথে রয়েছে। সরকার সমস্ত ফাইল পর্যালোচনা করেছে। অন্য দুটি শিশু সম্পর্কে কোন তথ্য খুঁজে পায়নি। তাদেরকে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপহরণ করেনি।

মিস্টার রাসকিন এটাও বলেছেন, ড. আফিয়া নিজেই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন এবং আম্মার আল বালুচি নামে একজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। আম্মার আল বালুচি একজন আল-কায়েদা সদস্য। সে ৯/১১ হাইজ্যাকিং এবং সন্ত্রাসী হামলার সহযোগী ছিল।

তিনি বলেন, খালিদ শেখ মুহাম্মাদের সাথেও আফিয়ার যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানা গেছে। খালিদ শেখ মুহাম্মাদ, যিনি আল-কায়েদার সব অপারেশনের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন।

রাসকিন আরো বলেছিলেন, উজাইর পারাচা নামের এক ব্যক্তির একই কোর্টরুমে একটি মামলা চলছিল। আল-কায়েদার সাথে ম্যাটেরিয়াল সাপোর্ট

কন্সপিরেসিতে অংশ নেয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় উজাইর পারাচাকে। ড. আফিয়াকে সেই মামলায় একজন অন্যতম চক্রান্তকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়।

রাসকিন বলেছিলেন যে, আফিয়ার উপর এই ধরনের অভিযোগ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালেই। তারপর এ কারণেই তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান। পাকিস্তানে একের পর এক গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে ২০০৩ সালের মার্চ, এপ্রিলের দিকে। ড. আফিয়া নিখোঁজ হওয়ার ঠিক পরপরই।

মিস্টার রাসকিন বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের প্রেসে অভিযোগ রয়েছে ড. আফিয়াকে সেই সময়েই অপহরণ করা হয়। ধারণা করা হয় ড. আফিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। কারণ হঠাৎ করেই তার আশপাশের সবাইকে গ্রেফতার করা শুরু হয়। আর তাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই বা তিনজনকে পাঠানো হয় গুয়ান্তানামোতে।

মিস্টার রাসকিন আদালতকে অবহিত করেন যে, ড. আফিয়া সেই বছরগুলোতে কোথায় ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো শক্ত প্রমাণ নেই। তবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা এজেন্সিসমূহের কাছে অনেক প্রমাণ ক্লাসিফাইড থাকে। যদি আদালতের প্রয়োজন হয়, সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করার একটি উপায় আছে।

ডিফেন্স অ্যাটর্নি মিস ফিংক কোর্টকে জানান, ড. আফিয়ার বড় ছেলের নাম আহমাদ। মাত্র ১২ বছর বয়স তার। সে সাইকিয়াট্রিক কেয়ারের অধীনে আছে। মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত হওয়ায় তাকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। আহমাদ মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। সে বলেছে ড. আফিয়া তার কেউ নন। ভূমিকম্পে তার বাবা-মা মারা গিয়েছেন।

তিনি বলেন, ড. আফিয়ার দ্বিতীয় সন্তান মারিয়াম। সে আহমাদের মতোই আমেরিকান নাগরিক। মারিয়াম কোথায় আছে তা কেউই এখনো জানে না। অনেক বিদেশি মানবাধিকার সংস্থা এবং কর্মী আছেন যারা পাকিস্তানের ভিতরে এবং বাহিরে মারিয়ামের সন্ধান করছেন।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফিংক জানান, তার বিশ্বাস ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ড. আফিয়া তার তিন সন্তানকে নিয়ে করাচী বিমানবন্দরে একটি ট্যাক্সি

ক্যাবে করে যাচ্ছিলেন। ড. আফিয়ার চাচাকে দেখতে তারা যাচ্ছিলেন ইসলামাবাদ। তখন তাদেরকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়।

ফিংক জানান, ড. আফিয়াকে যখন ২০০৩ সালে অপহরণ করা হয় তখন সবচেয়ে ছোট শিশুটির বয়স ছিল ছয় মাস। ছেলে শিশুটি বেঁচে আছে নাকি বন্দি অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ড. আফিয়া এসব তথ্য সম্পর্কে অবগত নন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে তার কেবল দুটি সন্তান জীবিত রয়েছে।

ফিংক ইসলামাবাদ হাই কোর্টের মামলা সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করেন। ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত ড. আফিয়া এবং তার সন্তানরা কোথায় ছিল তারা সেটা খতিয়ে দেখছে। গাফফার নামে একজন পাকিস্তানি মানবাধিকার আইনজীবী এই মামলা দায়ের করেছেন এবং তিনি অত্র আদালতে কিছু তথ্যও প্রেরণ করেছেন।

ফিংকের দৃঢ়বিশ্বাস ড. আফিয়াকে অপহরণ করা হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারছেন না ড. আফিয়া কখন আম্মার আল বালুচির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আফিয়া ২০০২ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতে ছিলেন ও ব্র্যান্ডিজে তার পিএইচডি'র কাজ করছিলেন।

ফিংক বলেন, ড. আফিয়া উজাইর পারাচা মামলায় একজন কো-কন্সপিরেটর। ফিংক মনে করেন, ড. আফিয়ার স্বামী আমজাদ খান এই মামলার সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। এফবিআই এর তদন্তাধীনও ছিলেন আমজাদ। ড. আফিয়া শুধু আমজাদ খানকেই বিয়ে করেছিলেন। আমজাদ ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট। পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় তাদের। ড. আফিয়া তাকে দেশের বাইরে আমেরিকায় পড়ার অনুমতি দেওয়া হবে সেই শর্তে এই বিয়েতে রাজি হন। তার পড়াশোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালিয়ে যান আফিয়া। এই দম্পতির ছিল তিনজন সন্তান। ২০০২ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাদের। তাদের বিয়ে কেনো টিকেনি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাবেন না জানান ফিংক। তবে এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল তাদের বাচ্চাদের কীভাবে শিক্ষিত করা উচিত সে সম্পর্কে। আমজাদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাদের সন্তানদের মুসলিম শরীআহ অনুযায়ী শিক্ষিত করতে

চাইতেন তিনি। ড. আফিয়া চেয়েছিলেন তার সন্তানেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষিত হোক।

মিস ফিংক বলেছেন, ড. আফিয়ার পরিবার আমজাদের অবস্থান সম্পর্কে ছিল একেবারেই অজ্ঞ। কিছুদিন আমজাদ লুকিয়ে ছিলেন এমন খবর শোনা যাচ্ছিল। আফিয়ার ছেলে আহমাদ আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছে। সে ড. আফিয়ার বোন ফাওজিয়া সিদ্দিকীর সাথে বসবাস করছে। ফাওজিয়া আহমাদ এবং তার তিন সন্তানের দেখভাল করছেন। ড. আফিয়ার মা মিসেস সিদ্দিকীও তাদের সাথে আছেন। ড. আফিয়ার পরিবার একটি শিক্ষিত পরিবার। তার বাবা ছিলেন একজন ডাক্তার। তিনি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছিলেন। ফাওজিয়া এবং তাদের ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

২০০৩-২০০৮ সাল: ড. আফিয়া কী গোপন কারাগারে ছিলেন?

ড. আফিয়া ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত কোথায় ছিলেন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেই সময়ে তাকে কী আফগানিস্তানে কোনো গোপন কারাগারে রাখা হয়েছিল?

আফিয়াকে কিডন্যাপ করা হয়েছে আফিয়ার এমন দাবিকে সমর্থন করার মতো কোনো বিতর্কিত প্রমাণ আছে কী?

এই প্রশ্নসমূহ এবং আরো বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ে পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছি যা ডা. আফিয়া'র অপহরণ বিষয়ক বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে পারে।

আফিয়ার দাবি তাকে অপহরণ করা হয় এবং বহু বছর আফগানিস্তানের গোপন কারাগারে আটক রাখা হয়। সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ চলাকালে আফিয়া নিখোঁজ হন। প্রসিকিউশনের মতে, মার্কিন গোয়েন্দা এজেন্সির কাছে থাকা অনেক প্রমাণ এখনো ক্লাসিফাইড। সুতরাং, ড. আফিয়া'র বক্তব্য সম্পর্কে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করার জন্য বইয়ের এই অংশে নির্ভর করতে হয়েছে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর।

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার ঘটনা ঘটে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২১ সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন আহবান করেন ও জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

বুশের ভাষণ ও প্রতিক্রিয়া

"১১ই সেপ্টেম্বর, স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমেরিকানরা যুদ্ধ সম্পর্কে জানে। তবে বিগত ১৩৬ বছর আমেরিকানরা বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ করেছে, শুধু ১৯৪১ সালের এক রবিবার ছাড়া। আমেরিকানরা ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবগত। তবে একটি একটি সুন্দর সকালে

শান্তিপূর্ণ একটি শহরের কেন্দ্রে হামলার সাথে তারা অভ্যস্ত নয়। আমেরিকানরা সারপ্রাইজ এ্যাটাকের কথা জানে। তবে তারা কখনোই হাজার হাজার নাগরিকের উপর হামলা প্রত্যক্ষ করেনি। এসব আমাদের সাথে ঘটেছে একই দিনে। সেই রাত আমাদেরকে নিয়ে গেল ভিন্ন এক জগতে। নিয়ে গেল এমন একটি বিশ্বে যেখানে স্বাধীনতা ছিল হামলার সম্মুখীন।

আজ রাতে আমেরিকানদের মনে অনেক প্রশ্ন। আমেরিকানরা জানতে চাইছে, আমাদের দেশে কারা আক্রমণ করেছে? সংগৃহীত প্রমাণ ইশারা করছে এসব আল-কায়েদা নামে পরিচিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কাজ।

তারা সেই একই হত্যাকারী যাদের উপর তানজানিয়া ও কেনিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসগুলোতে বোমা ফেলার অভিযোগ আছে। এছাড়াও তারা USS Cole এ বোমা হামলার জন্য দায়ী। এই দল এবং এর নেতা ওসামা বিন লাদেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জঙ্গী সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত। আল-কায়েদার নেতৃত্বের প্রভাব রয়েছে আফগানিস্তানে। তারা সেখানে তালিবান সরকারকে সহায়তা করছে আফগানিস্তানের বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণের জন্য।

আফগানিস্তানে সমগ্র বিশ্বের প্রতি আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাচ্ছি আমরা। আজ রাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালিবানের কাছে উক্ত দাবি জানাচ্ছে।

- আল-কায়েদার যেসব নেতা তোমাদের দেশে লুকিয়ে আছে সেসব নেতাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দিতে হবে।
- মার্কিন নাগরিকসহ সকল বিদেশি নাগরিককে মুক্তি দিতে হবে। যাদেরকে অন্যায়ভাবে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে।
- আপনাদের দেশে বিদেশি সাংবাদিক, কূটনীতিবিদ এবং মানবিক সহায়তা কর্মীদের রক্ষা করতে হবে।
- অবিলম্বে এবং স্থায়ীভাবে আফগানিস্তানে প্রত্যেকটি সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবির বন্ধ করতে হবে।
- প্রত্যেক সন্ত্রাসী এবং তাদের সমর্থনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবিরে সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার দিতে হবে। যাতে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে তারা আর কার্যক্রম পরিচালনা করছে না।

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, এই দাবিসমূহ আলোচনার জন্য উন্মুক্ত নয়। তালিবানকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করতে হবে এবং তাদেরকে হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায়, তারাও আল-কায়েদার মতো ভাগ্য বরণ করবে।

বুশ প্রত্যেক দেশের কাছে সহায়তা চেয়ে অনুরোধও করেন। তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগ দিতে অনুরোধ করেন তাদের। বুশ সারা বিশ্বের পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা এজেন্সি এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সহায়তা আশা করেন।

পাকিস্তানে তালিবানের রাষ্ট্রদূত আবদুল সালাম জইফ রাষ্ট্রপতি বুশের ভাষণের ঠিক পরেই সংবাদ সম্মেলন আহবান করেন। তিনি বলেন যে, প্রমাণ ছাড়া আফগানিস্তানের তালিবান শাসকরা ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করবেন না। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে আত্মঘাতী হামলায় মানুষ হতাহতের ঘটনায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, আমেরিকার কাছে যদি প্রমাণ থাকে তবে তাদের সরকার প্রমাণের আলোকে ওসামা বিন লাদেনের শাস্তির ব্যাপারে প্রস্তুত থাকবে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানের সম্পৃক্ততা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি আর্মিটেজ পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর চিফ জেনারেল মাহমুদকে তলব করেন। ১৫ মিনিটের মিটিংয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তান হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, নতুবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কোনো আলোচনার সুযোগ নেই।"

জেনারেল মাহমুদ তার এবং রাষ্ট্রপতি মুশাররফের পক্ষ থেকে এই ট্র্যাজেডির জন্য সমবেদনা জানান। তিনি পাকিস্তানের সমর্থনের প্রস্তাব দিয়ে জানান ইসলামাবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যা প্রয়োজন তাই করবে।

তখন সেক্রেটারি আর্মিটেজ জেনারেল মাহমুদকে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও পার্টনারশিপ চায়। আর্মিটেজ জেনারেল মাহমুদের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট অনুরোধ উপস্থাপন করেন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। তিনি প্রেসিডেন্ট মুশাররফের অনুমোদনের জন্য এই অনুরোধ তার কাছে পেশ করতে বলেন।

- পাকিস্তান সীমান্তে আল-কায়েদা কর্মীদেরকে রুখে দিতে হবে। পাকিস্তানের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করা বন্ধ করতে হবে এবং বিন লাদেনের উদ্দেশ্যে সমস্ত লজিস্টিক সাপোর্ট রোধ করতে হবে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সামরিক এবং গোয়েন্দা অভিযান পরিচালনার জন্য উড্ডয়ন এবং ল্যান্ডিংয়ের অধিকার দিতে হবে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্র সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন অনুসারে পাকিস্তানের নৌবন্দর, বিমানবন্দর এবং সীমান্তে কৌশলগত অবস্থানসহ আঞ্চলিক প্রবেশাধিকার দিতে হবে। যাতে সন্ত্রাসী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা যায়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া রুখতে সহায়তা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা মিত্রদের বিরুদ্ধে যে কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণের ব্যাপারে প্রকাশ্যে নিন্দা জানাতে হবে।
- তালিবানকে জ্বালানী এবং অন্য কোনো দ্রব্য সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবীদের আফগানিস্তানে প্রবেশ রোধ করতে হবে। তারা সামরিক আক্রমণ বা সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ওসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক আফগানিস্তানে আছে। তালিবানরা তাকে এবং এই

> নেটওয়ার্ককে আশ্রয় দিয়েছে এ ব্যাপারে জোড়ালো প্রমাণ যুক্ত করতে হবে। পাকিস্তান তালিবান সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। পাকিস্তান তালিবানদের সমর্থন করা বাদ দিয়ে উল্লিখিত উপায়ে ওসামা বিন লাদেনকে ধ্বংস করতে আমাদেরকে সহায়তা করবে।

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে প্রেসিডেন্ট মুশাররফ জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদের কারণে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানির কথা উল্লেখ করেন। তিনি নিজের, পাকিস্তান সরকার এবং পুরো জাতির পক্ষ থেকে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেন। তিনি প্রথম থেকেই বলেন, ওসামা বিন লাদেন এবং তারপরে আল-কায়েদা আন্দোলন আমেরিকার মূল লক্ষ্য ছিল। তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো তালিবান। তালিবান ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়েদা নেটওয়ার্ককে আশ্রয় দিয়েছে। আমেরিকার তৃতীয় লক্ষ্য হলো, তারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘায়িত যুদ্ধ শুরু করার মনস্থির করেছে। এই পুরো ক্যাম্পেইনে সমর্থন দেয়া হয়েছে পাকিস্তান থেকে। তিনটি বিষয়ে পাকিস্তানের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

১. গোয়েন্দা তথ্য এবং তথ্য বিনিময়
২. পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার
৩. পাকিস্তানের যৌক্তিক সমর্থন

তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের পর এটিই সবচেয়ে নাজুক সময়। এই মুহূর্তে পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তগুলো হতে পারে সুদূরপ্রসারী। এতে প্রতিকূলতা থাকবে। পাকিস্তানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তিনি পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি এবং কাশ্মীর বুঝাতে চাচ্ছিলেন।

কাবুলে তালিবান সরকারের পক্ষে সমর্থন ত্যাগ করে পাকিস্তান। মার্কিনীদের পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অধিকার অনুমোদন করে করা হয়। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করে তাদের গোয়েন্দা সহায়তা দিয়ে এবং সীমান্ত অঞ্চলে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করা হয় ওসামা বিন লাদেনের সন্ধানে। রাষ্ট্রপতি মুশাররফ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু

দাবি, যেমন বর্ডার পোস্ট এবং ঘাঁটিসমূহ মার্কিন বাহিনীকে দেয়ার দাবি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আফগানিস্তানে হামলা

২রা অক্টোবর, ২০০১ সালে রাষ্ট্রপতি বুশ আবার তালিবানদের আলোচনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, তালিবানদের কোনো সময়সীমা দেয়া হয়নি, তাদের জন্য কোনো আলোচনার সুযোগ নেই।

৭ই অক্টোবর ২০০১ সালে মার্কিন বাহিনী হামলা শুরু করে আফগানিস্তানে আল-কায়েদার সন্ত্রাসী শিবির এবং তালিবানদের সামরিক ঘাঁটিতে। প্রায় ৪০টি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সদ্য সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জোটে যোগ দেয়। তারা সবাই বিভিন্ন সাহায্য প্রদান করে।

রাষ্ট্রপতি বুশ অনেক ওয়ার্ল্ড লিডারের সাথে টেলিফোন কল করে কথা বলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল মুশাররফের সাথেও কথা হয় তার। ২০০১ সালের ১০ই অক্টোবর বুশ প্রশাসন একটি নতুন "মোস্ট ওয়ান্টেড" সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রকাশ করে। এফবিআই এর মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীদের তালিকায় ২২ জন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে কেবল ওসামা বিন লাদেনই ছিলেন না। বরং তার শীর্ষ মিত্রদের কয়েকজনও ছিলেন। তারাও এই তালিকায় ছিলেন যারা অন্যান্য মারাত্মক হামলার জন্য দায়ী। আনুষ্ঠানিকভাবে, এফবিআই সদর দফতরে রাষ্ট্রপতি বুশ এই তালিকা ঘোষণা করেন। তার সাথে ছিলেন এফবিআই এর পরিচালক রবার্ট মুয়েলার, অ্যাটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফ্ট এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট কলিন পাওয়েল।

অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফ্ট বলেছেন, নতুন "মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্ট" সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী প্রচার জোরদার করবে। সন্ত্রাসীরা লুকিয়ে থাকার কোনো জায়গা পাবে না। তবে তালিকাটি কেবল পূর্ব অভিযুক্ত আসামীদের চিহ্নিত করেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে আক্রমণকারী কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে এতে চিহ্নিত করা হয়নি।

অ্যাটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফ্ট বিচার বিভাগে "৯/১১ টাস্ক ফোর্স" গঠন করেন এই এজেন্সির সেন্ট্রাল কমান্ড স্ট্রাকচার হিসেবে কাজ করার জন্য। যাতে এই টাস্ক ফোর্স ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার সাথে জড়িত সন্ত্রাসী মামলাসমূহের বিচার করতে পারে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে আরো সহিংস ঘটনা রোধে সহায়তা করতে পারে। প্রসিকিউশন টিমকে দায়িত্ব দেয়া হয় বিশ্বজুড়ে থাকা তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। এতে করে যাতে ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে তোলা যায়।

প্রেসিডেন্ট মুশাররফ তার *'ইন লাইন অব ফায়ার'* বইয়ে লিখেছেন, ৯/১১ এর পরই আল-কায়েদার অনেক সদস্য আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। তাদের সাথে ইঁদুর-বিড়াল দৌঁড় খেলতে হয় পাকিস্তান সরকারের। এই বই লিখার সময়েও আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। তবে আল-কায়েদার বেশ কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়।

মুশাররফ বলেন, "আমরা ৬৮৯ জনকে আটক করেছি এবং ৩৬৯ জনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছি। লক্ষ লক্ষ ডলার এভাবে উপার্জন করেছি।"

২০০৩ সালের ১লা মার্চ, খালিদ শেখ মুহাম্মাদকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদের বাইরে একটি বাড়িতে সিআইএ'র নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। ধারণা করা হয় তিনি ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হামলার নেপথ্যে মূল পরিকল্পনাকারী। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে সে সময় খালিদ শেখ মুহাম্মাদের গ্রেফতারকে এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে অজানা কোনো জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থানের ব্যাপারে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা কিছুই জানতেন না।

২০০৩ সালের ৫ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা মজিদ খানকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আল-কায়েদা কর্মী, এবং খালিদ শেখ মুহাম্মাদের সরাসরি অধীনস্থ। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে তাদের হেফাজতে

রাখে। একই দিন এফবিআই ম্যারিল্যান্ডে মজিদ খানের বাসভবনে ইলেক্ট্রনিক সারভেইল্যান্স অনুমোদন করে।

মজিদ খানের পিতার সাক্ষ্য অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানি এজেন্টরা তার ছেলেকে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ পাকিস্তানের করাচীতে গোপন ডিটেনশন সেন্টারে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

এফবিআইয়ের জেরার মুখে আফিয়া

১০ মার্চ ২০০৩ সালে এফবিআই যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে ড. আফিয়ার বোন ফাওজিয়া সিদ্দিকীর দরজায় উপস্থিত হয়। ফাওজিয়া হিউস্টনে তার ভাই মুহাম্মাদ সিদ্দিকীকে ফোন করে জানান, এফবিআই ড. আফিয়ার অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান করছে। ফাওজিয়ার ভাই টেক্সাস ভিত্তিক আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের অ্যাটর্নি অ্যানেট ল্যামোরাক্স এর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। ল্যামোরাক্স জানান, কর্তৃপক্ষ তার সাথে আবার যোগাযোগ করলে তিনি তার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১৮ই মার্চ ২০০৩ সালে এফবিআই একটি এলার্ট নোটিশ জারি করে। এতে ড. আফিয়া সিদ্দিকী সম্পর্কে তথ্য চেয়ে অনুরোধ জানানো হয়। এফবিআই তাদের ওয়েবসাইটে জানায়, ড. আফিয়া সিদ্দিকীর বর্তমান অবস্থান অজানা। এফবিআই বিশ্বাস করত তিনি পাকিস্তানে আছেন। ড. আফিয়া সিদ্দিকী নির্দিষ্ট কোনো সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত এ ব্যাপারে কোনো তথ্য এফবিআই এর কাছে নেই বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এফবিআই আফিয়ার অবস্থান জানতে চায় এবং প্রশ্ন করতে চায় তাকে।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ২০০২ সালে ড. আফিয়া এবং তার প্রাক্তন স্বামী আমজাদ খান তাদের সন্তানদের নিয়ে উইকএন্ডে ক্যাম্পিং ট্রিপে গিয়েছিলেন বোস্টনের কেপ কড এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার পর্বতমালায়। শিকার করার জন্য গিয়ার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বোস্টনের একটি ক্যাম্পিং স্টোরে যান আমজাদ। সেখান থেকে সার্ভাইভাল গাইড, একটি গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, একটি নাইট ভিশন ডিভাইস ও একটি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট কিনেনে।

ক্যাম্পিং স্টোরে যাওয়ার তিন-চার সপ্তাহ পর এফবিআই তাদের দরজায় উপস্থিত হয়। ড. আফিয়া বাসাতেই ছিলেন। দরজায় এফবিআই আছে শুনার পর তিনি দরজা খুলতে রাজি হননি। আমজাদ তার কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। তাকে ফোন করেন আফিয়া। তিনি ফোন রাখতে না রাখতেই দুজন এফবিআই এজেন্ট আমজাদের কর্মক্ষেত্রে হাজির হয়। এফবিআই এজেন্টরা থেকে ছোটখাটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

তারপর আমজাদ বোস্টনের একজন অ্যাটর্নি, জেমস মেরবার্গকে ফোন করলেন। তিনি ড. আফিয়া এবং তার স্বামীর জন্য এফবিআই এজেন্টদের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেন। এফবিআই এজেন্টরা ড. আফিয়া এবং আমজাদের কাছে কিছু প্রশ্ন করে। ক্যাম্পিং সরঞ্জাম এবং নাইট ভিশন ডিভাইস সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল তারা যা আমজাদ ক্রয় করেছিলেন।

এফবিআই জানতে চাইল, আমজাদ কখনো ওসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা করেছেন কিনা। তিনি উত্তরে না বললেন।

এজেন্ট ড. আফিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম সংস্থাকে চ্যারিটি সহায়তা প্রদান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। ড. আফিয়া জানালেন চ্যারিটি অফার করা তার কর্তব্য। এজেন্টরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করার জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। এই সময়ে ড. আফিয়ার বাবা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্প্রতি কয়েক বছরের ব্যবধানে দুইবার হার্ট অ্যাটাক হয় তার। এবার ড. আফিয়ার পাকিস্তানে বাবার সাথে থাকা প্রয়োজন ছিল। আফিয়া তখন ছিলেন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তাই যদি তিনি আরো অপেক্ষা করতে যান তাহলে বিমান ভ্রমণের জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। জেমস মেরবার্গ ড. আফিয়া এবং আমজাদ খানকে পরামর্শ দিলেন তাদের পাকিস্তান ভ্রমণ স্থগিত করার জন্য। যেন দ্বিতীয় মিটিংয়ে উপস্থিত হতে পারেন তারা। তবে ২০০২ সালের জুনের শেষের দিকে দুজনেই পাকিস্তানে চলে যান।

বিচার চলাকালীন প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি ড. আফিয়াকে কতগুলো প্রশ্ন করেন। এফবিআই সদস্যদের সাথে ২০০২ সালে মিটিং সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় আফিয়াকে। প্রথম প্রশ্ন ছিল, ২০০২ সালে পাকিস্তান

চলে যাওয়ার কিছু আগে এফবিআই ড. আফিয়াকে জেরা করেছে কিনা। উত্তরে হ্যাঁ বলেন আফিয়া।

তিনি জানান, এফবিআই তার প্রাক্তন স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। এই সুবাদে তারা তার সাথেও কথা বলেছে। কিন্তু তারা আফিয়াকে জেরা করার জন্য সেখানে যায়নি।

দুই নম্বর প্রশ্নটি ছিল, তিনি এফবিআই এর সাথে মিটিংয়ের এক সপ্তাহ পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছেন কিনা। আবার ড. আফিয়া হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলেন। তিনি বলেন যে, তারা ওই সময়ের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন। তবে সেটা ছিল কাকতালীয়। তখন এমনিই তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার কথা ছিল।

তিন নম্বর প্রশ্নটি হলো, এফবিআই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল বলেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন কিনা। আফিয়া জানালেন, বিষয়টা এরকম নয়।

২০০৮ সালের ২৮শে মার্চ বা তার আশেপাশে, উজাইর পারাচা নামে এক পাকিস্তানি নাগরিককে নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রেফতার করা হয়। অজানা লোকদের সাথে ষড়যন্ত্রের কারণে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক কোর্টে তার নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারা সবাই একটি বিদেশি জঙ্গী সংগঠনের সাথে বিভিন্ন সম্পদ ও ম্যাটেরিয়াল সাপোর্ট দিয়ে সহায়তা করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ ছিল।

২০০৩ সালের মার্চ মাসে ড. আফিয়া ও তার স্বামী আমজাদ খানের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। তার তিন সন্তান আহমাদ, মারিয়াম এবং ছয় মাস বয়সী সুলাইমানকে নিয়ে মা ইসমাত সিদ্দিকীর বাড়িতে থাকছিলেন আফিয়া।

নিখোঁজ

২৬শে মার্চ, ২০০৩ সালে মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ড. আফিয়া জানান যে, তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ড. আফিয়ার মা তার জন্য কান্নাকাটি করেন, আফিয়াকে থাকতে বলেন। তবুও একটি মিনিক্যাবে করে আফিয়া সেখান থেকে চলে গেলেন। ইসমাত সিদ্দিকী পরে জানান যে, "আফিয়া তার তিন সন্তানকে নিয়ে যান সেদিন তার সাথে।" ড. আফিয়া তাকে বলেছেন, তার

তিন সন্তানকে নিয়ে তার আঙ্কেল ফারুকীর ওখানে থাকার জন্য ইসলামাবাদ যাচ্ছেন।

ইসমাত আরো জানান, আফিয়ার পরিকল্পনা ছিল যাওয়ার পথে রাওয়ালপিন্ডিতে বন্ধুদের সাথে দেখা করে যাবেন। কার সাথে আফিয়া দেখা করবেন সেটা তিনি জানতেন না। ড. আফিয়া তাকে ফোন করেছিলেন। তার মনে হয়েছিল আফিয়া করাচী ট্রেন স্টেশন থেকে ফোন করেছিলেন। তবে ড. আফিয়া কখনোই তার আঙ্কেল ফারুকীর বাসায় যাননি।

ড. আফিয়ার আঙ্কেল এস.এইচ.ফারুকী 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত তার চিঠিতে জানান, এফবিআই তার ব্যাপারে ক্যাম্পেইন করছে জেনে করাচীতে লুকিয়ে পড়েন আফিয়া এবং তার অপহরণ অবধি এভাবেই ছিলেন। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ২০০৩ সালে মার্চের শেষদিকে এফবিআই অপহরণ করার জন্য পাকিস্তানে গোয়েন্দা কর্মীদের নিয়োগ করেছিল।

তিনি আরো জানান, ২৫ মার্চ ২০০৩ সাল থেকে ৩১ মার্চ ২০০৩ সালের মধ্যে ড. আফিয়া করাচীর কিছু লোকেশন থেকে তার মাকে ফোন করে তার রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার কথা জানান।

ফারুকী আরো বলেন, সেই সময়ে উর্দু দৈনিক পত্রিকা থেকে খবর প্রকাশিত হয় যে, আফিয়াকে করাচী বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আফিয়ার অপহরণের সময় তার বাচ্চারা তার সাথে ছিল। তাদের বয়স যথাক্রমে ছিল সাত বছর, তিন বছর ও ছয় মাস।

২৯শে মার্চ, ২০০৩ সালে পাকিস্তানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সমূহ আবারো বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার করতে থাকে যে, ড. আফিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩১শে মার্চ, ২০০৩ সালে সংবাদ প্রতিবেদক আজফারুল আশফাক *"দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল"* পত্রিকায় একজন নারীর ব্যাপারে একটি রিপোর্ট করেন। এতে তিনি জানান, আল-কায়েদার সাথে সন্দেহজনক সম্পৃক্ততার জন্য একজন নারী এফবিআইয়ের তালিকায় ছিলেন। পাকিস্তানের করাচীতে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের হেফাজতে নেয়া হয়েছে তাকে।

তিনি জানান, প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে সন্দেহ করা হচ্ছে সেই নারী হলেন ড. আফিয়া সিদ্দিকী। ২৮শে মার্চ শুক্রবার তাকে গুলশান-ই-ইকবাল এলাকার একটি বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

তিনি রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, কায়েদ-আজম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আইন প্রয়োগকারী এজেন্সি কর্মী ড. আফিয়াকে চিহ্নিত করে। তাকে অনুসরণ করা হয় এবং তার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রথমে তাকে স্থানীয় তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপরে ২০০৯ সালের ২৯শে মার্চ এফবিআই এজেন্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেয়া হয়। পাকিস্তানের করাচী ও ইসলামাবাদে পাকিস্তানের সরকারি কর্মকর্তারা ড. আফিয়ার আটকের সংবাদ নিশ্চিত করতে অনীহা প্রকাশ করে।

৩১শে মার্চ, ২০০৩ সালে *কুয়েত নিউজ এজেন্সি (কুনা)* নামে আরো একটি সংবাদ সংস্থা পাকিস্তানের এক নারীর কথা জানায়। এই নারী ছিলেন মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। ধারণা করা হয়, আল-কায়েদা সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ আছে তার। তাকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বন্দর নগর করাচী থেকে আটক করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, একজন সিকিউরিটি কর্মকর্তা *কুনা*-কে করাচী থেকে টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মীরা করাচীর শহরতলির একটি বাড়ি থেকে আটক করেছে।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, করাচী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আইন প্রয়োগকারী কর্মী তার সন্ধান পায়। তিনি দেশের বাইরে থেকে ফিরে এসেছিলেন। পরে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিকভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রথমে স্থানীয় তদন্তকারী এবং তারপরে এফবিআই এজেন্টরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

ইসমাত সিদ্দিকী *বিবিসি নিউজ* সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আফিয়া এবং তার তিন সন্তান নিখোঁজ হবার দুদিন পর হেলমেট পরা এক ব্যক্তি করাচীতে তাদের বাড়িতে আসে। লোকটি হেলমেট খোলেনি। লোকটি তাকে

জানায়, তিনি তার মেয়ে এবং নাতি-নাতনিদের আবার দেখতে চাইলে তার চুপ করে থাকা উচিত।

একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত, ২০১৮ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তার কাছে ২০০৩ সালে আফিয়ার আঙ্কেল এস.এ.ফারুকী সহায়তা চাওয়ার পর থেকে ইমরান ড. আফিয়ার মামলার ব্যাপারে সহায়তা করে আসছেন। ইমরান খান ইসমাত সিদ্দিকীর সাথে তার কথাবার্তা সম্পর্কে জানান পাকিস্তানের একটি টিভি টক শো তে। "অফ দ্য রেকর্ড" নামে এই টক শো প্রচারিত হয় ২০১০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারিতে *ARY Digital* চ্যানেলে।

তিনি বলেন, ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ড. আফিয়া নিখোঁজ থাকাকালীন সময়ে ইসমাত সিদ্দিকীকে ফোন করেছিলেন তিনি। তার পরিবারের সাথে সংবাদ সম্মেলন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং পাকিস্তান সরকারকে ড. আফিয়ার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বলেছিলেন তিনি। তবে ড. আফিয়ার মা খুব আতংকে ছিলেন। ইসমাত সিদ্দিকী বলেছিলেন, নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ফোনে তাদের হুমকি দিচ্ছে যে, যদি তাদের পরিবার একটা টু শব্দ করে তাহলে তার মেয়েকে মেরে ফেলবে তারা।

২১ এপ্রিল ২০০৩ সালে *এনবিসি নাইটলি নিউজ* চ্যানেলটি *এনবিসির* সিনিয়র তদন্তকারী প্রতিবেদক লিসা মেয়ার্স থেকে আফিয়ার অবস্থানের ব্যাপারে তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে। একজন উর্ধতন মার্কিন কর্মকর্তা তাকে জানিয়েছেন, ৩১ বছর বয়সী ড. আফিয়া এমআইটি ও ব্র্যান্ডিজ থেকে পড়ালেখা করেছেন এবং তিনজন সন্তানের জননী পাকিস্তানের হেফাজতে রয়েছেন এবং পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আল-কায়েদার সাথে তার সম্ভাব্য সম্পৃক্ততার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তিনি বলেন, এফবিআই এক মাস আগে তাদের টেরোরিজম ওয়েবসাইটে ড. আফিয়ার নাম এবং ছবি পোস্ট করেছে। সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের উগ্রবাদী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে ড. আফিয়ার। প্রকৃত সদস্য না হলেও আল-কায়েদা তাকে অর্থ লেনদেন এবং অন্যান্য লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট সরবরাহ করতে ব্যবহার করেছিল।

তিনি আরো বলেন যে, সেই কর্মকর্তা জানান ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি এবং তার পরিবারের আইনজীবী সন্ত্রাসবাদের সাথে আফিয়ার সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি যদি আল-কায়েদাকে সহায়তা করে থাকেন তাহলে তিনি হবেন আল-কায়েদার সাথে জড়িত প্রথম নারী।

এই সংবাদ প্রকাশের পরদিন, মার্কিন কর্মকর্তারা জানান ড. আফিয়া হেফাজতে আছেন এ ব্যাপারে তারা সন্দিহান। তারা এই বিভ্রান্তির কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। ড. আফিয়ার ছবি এফবিআই ওয়েবসাইটে তখনো ছিল।

২৪ এপ্রিল, ২০০৩ সালে এফবিআই আরো একটি সতর্কতা জারি করে জানায় যে, আল-কায়েদা হামলার ক্ষেত্রে নারীদেরকে ব্যবহার করা শুরু করতে পারে।

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে, ৯/১১ মাস্টারমাইন্ড খালিদ শেখ মুহাম্মাদের ভাগ্নে আম্মার আল বালুচিকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান থেকে আটক করে মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করে। মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা কমিটির এক রিপোর্টে জানা যায়, আম্মার আল বালুচিকে কাবুলের কাছাকাছি অবস্থিত সল্ট পিট নামে পরিচিত একটি কুখ্যাত সিআইএ ব্ল্যাক সাইটে নেয়া হয়েছে। গ্রেফতারের সময়কালে মার্কিন সরকার দাবি করে আম্মার আল বালুচি ও ড. আফিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বালুচির আটক হওয়ার কিছু আগে।

২০০৩ সালের জুন মাসে, *ওয়াশিংটন টাইমস* এফবিআই এর বাল্টিমোর ভিত্তিক বিশেষ এজেন্ট ব্যারি ম্যাডডক্সের সাক্ষাৎকার নেয়। সাক্ষাৎকারের সময়, ব্যারি ম্যাডডক্স *নিউজউইক* ম্যাগাজিনের কভার স্টোরি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ড. আফিয়াকে পাকিস্তানে আটক করা হয় বলে দাবি করেছিল এই ম্যাগাজিন।

পাকিস্তানে দেশটির ইন্টারিওর মিনিস্ট্রি তার মুখপাত্রের মাধ্যমে ড. আফিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করে। এছাড়াও জানানো হয়, পাকিস্তান তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। কিন্তু আল-কায়েদার সাথে তার সংযোগ জানা যায়নি।

২০০৩ সালের জুন মাসে, প্রেসিডেন্ট বুশ এবং প্রেসিডেন্ট মুশাররফের মধ্যে 'ক্যাম্প ডেভিড প্রেস টক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে বুশ মন্তব্য করেন যে, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের হামলার পর পাকিস্তান পাঁচ শতাধিক আল-কায়েদা ও তালিবানকে গ্রেফতার করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে উপযুক্ত সীমান্ত সুরক্ষা এবং সারা দেশে কার্যকর আইনি সহযোগিতার জন্য। তারপর বুশ পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানান, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট মুশাররফের নেতৃত্বকে।

২০০৪ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফ্ট এবং এফবিআই পরিচালক রবার্ট মুয়েলার জানান, একাধিক গোয়েন্দা উৎস থেকে জানা গেছে, ভবিষ্যতে আল-কায়েদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণ করার পরিকল্পনা আছে।

তারা জানান, তারা আমেরিকান জনগণের সাহায্য প্রত্যাশা করছেন ড. আফিয়া সিদ্দিকীর মতো সাতজন ব্যক্তির সন্ধান পেতে। এই সাতজন আল-কায়েদার সাথে যুক্ত। তারা জনগণকে অনুরোধ করেন কারো কাছে সাতজনের যেকোনো একজন সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য থাকে তবে সেটা অবশ্যই আইন প্রয়োগকারী বাহিনীকে জানাতে হবে।

২০০৩ সালের ২৩ মার্চ মাসে নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রেফতার হওয়া উজাইর পারাচাকে ২০০৫ সালে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট দোষী সাব্যস্ত করে।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আল-কায়েদাকে ম্যাটেরিয়াল সাপোর্ট প্রদান ও আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদি কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট জালিয়াতি। "ইউনাইটেড স্টেট অ্যাটর্নি সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক" থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়:

"বিচারে প্রমাণিত হয়েছে উজাইর পারাচা (২৬) তার পিতা সাইফুল্লাহ পারাচা, এবং আল-কায়েদার দুই সদস্য মজিদ খান এবং আম্মার আল-বালুচি আল-কায়েদাকে সহায়তা সরবরাহ করেছেন। মজিদ খানকে ভ্রমণের ডকুমেন্ট পেতে সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন তারা। এই ট্রাভেল ডকুমেন্টের মাধ্যমে মজিদ খান সন্ত্রাসবাদী হামলা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় প্রবেশের অনুমতি পাওয়া সম্ভব ছিল।

গুয়ান্তানামো বে-তে আটককৃত অবস্থায় মজিদ খান স্বীকারোক্তি দেন যে, একবার মজিদ খানের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডের গ্যাসোলিন স্টেশনসমূহে আক্রমণ চালানোর। উজাইর পারাচাও মজিদ খান সেজে ইমিগ্রেশন এন্ড নিউট্রালাইজেশন সার্ভিস (বর্তমান ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) এবং মজিদ খানের ব্যাংকে ফোন করে কথা বলেন। পারাচা ইন্টারনেটের মাধ্যমে খানের ইমিগ্রেশন কাগজপত্রের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। উজাইর পারাচা মজিদ খানের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন যাতে বুঝা যায় খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। বাস্তবে খান ছিলেন পাকিস্তানে। উজাইর পরাচা ও তার বাবা আল-কায়েদার কাছ থেকে পারাচা ২০০,০০০ ডলার প্রাপ্তির সম্ভাবনার ব্যাপারে মজিদ খান এবং আল বালুচীর সাথে কথা বলেন। কারণ পারাচা খানকে সহযোগিতা সরবরাহ করছিলেন। পারাচা আশা করছিলেন এই অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ২০০৩ সালে নিউইয়র্ক জয়েন্ট টেরোরিজম টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা উজাইর পারাচাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় উজাইর পারাচার কাছে বেশ কয়েকটি আইডেন্টিফিকেশন ডকুমেন্টস পেয়েছে। এসব ডকুমেন্টসের মধ্যে ছিল মজিদ খানের ও তার চালকের লাইসেন্স, মজিদ খানের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড, মজিদ খানের ব্যাংক কার্ড এবং একটি হাতে লিখা তালিকা যেখানে উজাইর পারাচাকে মজিদ খান নির্দেশনা দিচ্ছিলেন আইএনএস এর অনুসন্ধানকালে মজিদ খান হয়ে কীভাবে আচরণ করতে হবে। টাস্ক ফোর্স উজাইর পারাচার কাছে মাজিদ খানের নামে একটি পোস্ট অফিস বক্সের চাবি পায়। এই পোস্ট অফিস বক্সটি মজিদ খানের নামে ম্যারিল্যান্ডে খুলেছিলেন আফিয়া সিদ্দিকী। এতে উজাইর পারাচা মজিদ খানের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত ডকুমেন্টস পাঠানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার কথা।

ড. আফিয়াকে উজাইর পারাচা মামলায় কো-কন্সপিরেটর হিসেবে অব্যাহতি দেয়া হয়। তবে ২০০৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউটররা একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি দায়ের করেছিলেন। এতে বলা হয়, ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে মজিদ খানের পোস্ট অফিস বক্স খোলার ব্যাপারে ফেডারেল কোর্ট অভিযোগ দায়েরের সম্ভাবনা আছে। অবশ্য তারা কখনো সেটা করেনি।

ড. আফিয়ার আঙ্কেল এস.এইচ.ফারুকী 'ডন'কে আরো একটি চিঠি লিখে জানান, ২০০২ সালে আফিয়া পাকিস্তান ফিরে আসার পর উপযুক্ত চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। তিনি আবার ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি বৈধ ভিসার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। আফিয়ার উদ্দেশ্য ছিল চাকরি সন্ধান করা এবং মার্কিন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি এপ্লিকেশন জমা দেয়া। আফিয়া অবাধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলাফেরা করেন এবং করাচী ফিরে আসেন ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে। করাচীতে ফিরে আসার আগে তার মেইলের জন্য ম্যারিল্যান্ডে নিজের নামে পোস্ট অফিস বক্স ভাড়া করেন তিনি।

ব্ল্যাক সাইটের তথ্য ফাঁস

২০০৫ সালে, 'ওয়াশিংটন পোস্ট' স্টাফ রাইটার ডানা প্রিস্ট একটি গল্প ফাঁস করেন। তিনি জানান, সিআইএ তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আল-কায়েদা বন্দিদের বিদেশে বিভিন্ন সিক্রেট ফ্যাসিলিটিতে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এসব ফ্যাসিলিটিকে "ব্ল্যাক সাইট" হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং এই সাইটগুলো প্রায় চার বছর আগে সিআইএ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিক্রেট প্রিজন সিস্টেমের একটি অংশ ছিল। আটটি দেশে এই সাইটসমূহের অস্তিত্ব আছে বলে ইঙ্গিত করেন ডানা।

এর মাঝে আছে থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান এবং পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি গণতান্ত্রিক দেশ। এছাড়া কিউবার গুয়ান্তানামো বে কারাগারের একটি ছোট্ট সেন্টার। তাছাড়া লুকানো কারাগারগুলো ছিল বিদেশি গোয়েন্দা সার্ভিসের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এই সিস্টেম সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য জনগণ থেকে গোপন রাখার জন্য বিদেশি কর্মকর্তা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের প্রায় সকল কর্মকর্তার উপর সিআইএর গোপন কার্যক্রম তদারকির করার অভিযোগ আনা হয়।

মানবাধিকার সংস্থাসমূহ আবিষ্কার করে এসব ব্ল্যাক সাইটে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা "বর্ধিত জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল" ব্যবহার করে। সিআইএ নিজেই জিজ্ঞাসাবাদের কৌশলসমূহের একটি তালিকা করেছে। এর মধ্যে আছে স্লিপ ডিপ্রাইভেশন, চড় মারা, ঠাণ্ডা পানিয়ে ডুবিয়ে দেয়া যা

ওয়াটারবোর্ডিং নামে পরিচিত। দুজন মনোবিজ্ঞানীকে সিআইএ ৮০ মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করে এই বর্ধিত জিজ্ঞাসাবাদ কৌশলের ক্ষেত্রে বিকাশ সাধন করার জন্য।

সিআইএ নির্যাতনের বিষয়ে সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এইরকম বর্ধিত জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল অত্যন্ত নির্মম। সিআইএ নীতিপ্রণেতাদের কাছে যেভাবে এসব উপস্থাপন করছিল তার থেকেও অনেক জঘন্য ছিল এসব নির্যাতন।

কমিটির তদন্তে পাওয়া যায়, সিআইএ নিয়মিত হোয়াইট হাউস এবং কংগ্রেসকে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে এবং বিশ্বজুড়ে থাকা গোপন কারাগার সমূহের ব্যাপারে প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ড. আফিয়া বিচারের সময় গোপন কারাগারে তার থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আদালতের ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে ড. আফিয়ার বক্তব্য নিম্নরূপ—

আদালত: রিল্যাক্স। আপনি কী বলতে চান?

ড. আফিয়া: কখনোই না...আমাকে আমেরিকানরা এখানে নিয়ে আসার আগে...তারা আমাকে পুনরায় গ্রেফতার করার আগে...যারা আমাকে আটক রেখেছিল তারাও আমেরিকান ছিল। তারা আমেরিকান বলেই মনে হয়েছিল। তারা আমেরিকানদের মতো কথা বলত। আমি তাদের নকল আমেরিকান বলি। তারা আমেরিকান সেজে আমেরিকার বিরুদ্ধে কাজ করছিল।

মিস শার্প: ইওর অনার।

ড. আফিয়া: তবে তারা এত বছর আমাকে তথ্য দিচ্ছিল। তারা আমাকে জানায়, এটি একটি গেইম। আপনি কেবল একাই নন ডক্টর, যারাই...

মিস শার্প: অবজেকশন

ড. আফিয়া: তারা বলত, আমরা জানি কীভাবে আপনার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। তারা আমাকে তথ্য জানাত। তারপরে আমাকে সেসব তথ্য পুনরাবৃত্তি করতে বলত বিভিন্ন গ্রুপের লোকের কাছে যারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ

করবে। এরা আমাকে শখানেক বার প্রশ্ন করেছে। আমি ভুল করলে তারা নির্যাতন করত। আমি ভাবতাম এটা ছিল সেই একই গেইম।

আদালত: অবজেকশন ইস সাস্টেইন্ড। আমরা এটি বর্জন করব।

মিস শার্প: না, ইওর অনার। আমি চাইব মামলা খারিজ হোক। কারণ সরকার গত পাঁচ বছর ধরে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ক্লাসিফাইড তথ্য দিতে অস্বীকার করেছে।

আদালত: আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। প্লিজ কন্টিনিউ।

মিস শার্প: আপনাকে ধন্যবাদ, ইওর অনার।

আদালত: তো আমরা বলছিলাম—

ড. আফিয়া: অ্যাঞ্জেলা তা জানে না। আমি আবারো ভাবছিলাম এটি একটি গেইম। আমি কার সাথে কথা বলছিলাম তা আমি জানতাম না। আমি যদি জানতাম যে তারা প্রকৃত এফবিআই আর আমি সত্যিকারের অফিসিয়াল আমেরিকান এজেন্সিগুলোর হাতে আছি, তাহলে আমার সন্তানদের খুঁজে পেতে সহায়তা করার কথা খুশি হয়ে বলতে পারতাম। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? তখন থেকে আমি আপনাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। আমি আপনাদেরকে এসব ব্যাখ্যা জানিয়ে স্টেটমেন্ট দিতে চাইছিলাম।

আদালত: পরবর্তী প্রশ্ন।

ড. আফিয়া: সুতরাং, আমি আপনাদের যা কিছু বলেছি, তা বুঝতে হবে। আমার মেয়েকে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি দিত এই লোকেরা। আমার কাছে মনে হতো একটি একটি গেইম। এটি কখনোই বাস্তব ছিল না। কিন্তু এই সময়টায় এসে আমি বুঝতে পারছি এসব ছিল বাস্তব। আমি এত ভালো বুঝতে পারছি না, তবে বর্তমানে যুদ্ধ মূলত এভাবেই কাজ করে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, সিআইএ ইউরোপে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য গোপন আটক কেন্দ্র পরিচালনা করছে। ইউরোপ কাউন্সিলের সংসদ সদস্যরা একটি তদন্ত শুরু করেন। ২০০৬ সালে চূড়ান্ত

তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে পোল্যান্ড এবং রোমানিয়া সহ ২০টিরও বেশি দেশের নাম এসেছে। তারা ব্ল্যাক সাইট থেকে সিআইএ'র ফ্লাইটে করে সন্দেহভাজনদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রামে সহযোগিতা করত।

২০০৬ সালের জানুয়ারিতে, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট একটি পৃথক তদন্ত শুরু করে। ইতালির এমপিই ক্লোদিও ফাভা এর নেতৃত্ব দেন। তার রিপোর্টে জানা যায়, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সালে সিআইএ ইউরোপীয় আকাশপথে প্রায় ১২৪৫টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে।

ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট

ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন ওপেন সোসাইটি জাস্টিস ইনিশিয়েটিভ গঠন করে। এটি Globalizing Torture of CIA Secret Detention and Extraordinary rendition নামে একটি রিপোর্ট তৈরি করে। রিপোর্টে ৫৪টি দেশকে দেখানো হয়েছে যারা সিআইএ'র গোপন আটক এবং হস্তান্তরকরণ ব্যবস্থায় অংশ নিয়েছিল।

এই দেশগুলোর মধ্যে আছে আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, আজারবাইজান, বেলজিয়াম, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কানাডা, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, জিবুতি, মিশর, ইথিওপিয়া, ফিনল্যান্ড, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, জার্মানি, গ্রীস, হংকং, আইসল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জর্দান, কেনিয়া, লিবিয়া, লিথুয়ানিয়া, ম্যাসেডোনিয়া, মালাউই, মালয়েশিয়া, মৌরিতানিয়া, মরোক্কো, পাকিস্তান, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, সৌদিআরব, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, সিরিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন এবং জিম্বাবুয়ে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস বলেছিলেন, রেন্ডিশন বা হস্তান্তর করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম ট্রান্সন্যাশনাল সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায়। এটি সন্ত্রাসীদেরকে তাদের কার্যক্রম থেকে সরিয়ে নিয়েছে এবং জীবন বাঁচাচ্ছে।

২০০৬ সালে রাষ্ট্রপতি বুশ সিআইএর গোপন কারাগারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি জানিয়েছেন ১৪ জন মূল সন্ত্রাসী সন্দেহভাজনকে সিআইএ হেফাজত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিচারের সম্মুখীন করা হবে তাদের। এই সন্দেহভাজনদের মধ্যে আছেন ৯/১১ হামলায় মাস্টারমাইন্ড হিসেবে অভিযুক্ত খালিদ শেখ মুহাম্মাদ। তাকে সিআইএ হেফাজত থেকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে প্রেসিডেন্ট বুশ "মিলিটারি কমিশন সন্দেহভাজন জঙ্গিদের জেরা করা" বিষয়ে ভাষণ দেন। "এই নতুন যুদ্ধে তথ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সন্ত্রাসীরা নিজেই। তারা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে এবং তারা কী পরিকল্পনা করছে তা সন্ত্রাসীরা জানে। সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলো কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে বন্দি সন্ত্রাসীদের ধারনা রয়েছে। তাদের জ্ঞান আছে কোথায় তাদের কর্মী নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং কোন ব্যাপারে পরিকল্পনা চলছে। এই গোয়েন্দা তথ্য অন্য কোনো জায়গা থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের সুরক্ষা নির্ভর করে এরকম তথ্যর উপর। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে হলে আমাদের অবশ্যই তাদেরকে আটকে রাখা, জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং উপযুক্ত মনে হলে আমেরিকাতে বা বিশ্বের যেকোনো জায়গায় আটক হওয়া সন্ত্রাসীদের বিচার করা উচিত।

৯/১১ এর হামলার পরে, আমাদের জোট বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল অপসারণ এবং সন্ত্রাসী ও তাদের নেতাদের আটক বা হত্যা করার কার্যক্রম শুরু করে। আমাদের মিত্রদের সাথে একজোট হয়ে আমরা আফগানিস্তান, ইরাক এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে হাজারো সন্ত্রাসী এবং শত্রু যোদ্ধাকে আটক করেছি।"

২০০৭ সালে মার্কিন কংগ্রেসের ফরেন হাউজ কমিটিতে একটি ব্রিফিংয়ে সিআইএর বিন লাদেন ইউনিটের সাবেক প্রধান মাইকেল এফ. স্কিউয়ার সিআইএর রেন্ডিশন বা হস্তান্তরকরণ প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলেন।

এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "৯/১১ এর পরে রাষ্ট্রপতি বুশের অধীনে হস্তান্তরকৃত আল-কায়েদা কর্মীদের বেশিরভাগই মার্কিন হেফাজতে রাখা হয়। কোনো হস্তান্তরকৃত আল-কায়েদা নেতাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো অপহরণ

করেনি। তাদের স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী বা গোয়েন্দা সার্ভিস গ্রেফতার বা আটক করে।

আফিয়ার অপহরণে পাকিস্তান জড়িত থাকার প্রমাণ

ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্ক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি অলাভজনক সংস্থা। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি ও পরিবারকে তাদের আইনি সহায়তা প্রদান করে। তারা একটি ট্রান্সক্রিপ্ট প্রকাশ করেছিল। এই ট্রান্সক্রিপ্ট ছিল গোপনে রেকর্ড করা একটি কথোপকথনের।

পাকিস্তানের সিন্ধুর পুলিশ সুপার ইমরান শওকতের সাথে টেক্সাসে বসবাসরত আমেরিকান নাগরিক সৈয়দ বিলালের মধ্যে এই কথোপকথন হয়। শওকত বিলালকে বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ২০০৩ সালে মার্চ মাসে ড. আফিয়ার অপহরণে অংশ নিয়েছিলেন।

তিনি জানান, আফিয়া বেশ হালকা পাতলা গড়নের। তাছাড়া আমেরিকানদের সাথে তার হাবভাব অস্বাভাবিক ছিল। তার হাতে ছিল গ্লাভস। ইসলামাবাদ ভ্রমণ করার সময় তিনি ধরা পড়েন। আমরা তাকে আইএসআই এর কাছে হস্তান্তর করি এবং তার সন্তানদের আমাদের সাথে নিয়ে যাই।

এছাড়াও তিনি বিলালকে বলেন, ড. আফিয়াকে অবশেষে আমেরিকান এজেন্সিগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হার্পার ম্যাগাজিনের "ইন্টেলিজেন্স ফ্যাক্টরি

হার্পার ম্যাগাজিনে পেট্রা বার্টোসিউইকজের "ইন্টেলিজেন্স ফ্যাক্টরি" নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এতে পেট্রা তার সাথে জড়িত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তানি আইএসআই কর্মকর্তার সাথে দেখা হয়েছিল তার। তিনি জানান, "ইসলামাবাদে এক বিকেলে তার সাক্ষাৎ হয় সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত এক প্রবীণ পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তার সাথে। সেই কর্মকর্তা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নাম প্রকাশিত না হলে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন তিনি।

শহরের অন্যতম ধনী এলাকায় একটি গেইট দেয়া বাড়িতে তাদের কথা হয়। সেই কর্মকর্তার চুল ও গোঁফ ছিল রুপালী রঙয়ের। তিনি একটি বড় সবুজ পাথর লাগানো স্বর্ণের গোলাপী আংটি পরে ছিলেন।

পেট্রা যখন ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করার জন্য ফোন দিয়েছিলেন, তিনি প্রথমে বলেছিলেন তিনি জানেন না কেনো আফিয়া নিখোঁজ হয়েছেন। তবে সিদ্দিকী ২০০৩ সালে নিখোঁজ হবার সময় তিনি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থায় এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি ছিলেন পদের দিক থেকে বেশ সিনিয়র।

অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা তার আইএসআই বন্ধুর সাথে তার কথোপকথনের বিবরণ দেন এবং জানান যে, আফিয়াকে আসলে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ধরে নিয়ে গেছে এবং সিআইএ'র হাতে তুলে দিয়েছে।

বাগরামের সাবেক বন্দি মোয়াজ্জেম বেগের বক্তব্য

মোয়াজ্জেম বেগ, একজন ব্রিটিশ নাগরিক। তাকে পাকিস্তান থেকে ২০০২ সালে অপহরণ করা হয়। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাকে। বেগকে পাঠানো হয় বাগরাম ডিটেনশন সেন্টারে। সেখান থেকে পাঠানো হয় গুয়ান্তানামো বে। তিন বছর বন্দি জীবন কাটান তিনি। কোনো অভিযোগ না পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৫ সালে তাকে মুক্তি দেয়। মোয়াজ্জেম বেগ প্রথম কোনো বন্দি যিনি ২০০৬ সালে *এনিমি কমব্যাট্যান্ট* নামে বই লিখে প্রকাশ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার অন টেররের উল্টোপিঠে থাকার অভিজ্ঞতা।

বেগ তার স্মৃতিকথায় আফিগানিস্তান ও গুয়ান্তানামোতে তিন বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দি হিসেবে থাকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। আফগানিস্তানের বাগরাম ডিটেনশন সেন্টারে আটক থাকাকালীন একজন নারীর আর্তচিৎকার শুনতে পেতেন মোয়াজ্জেম বেগ। নিজের স্মৃতিকথায় সেই নারীর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন তিনি।

---

১. *এনিমি কমবাট্যান্ট* প্রজন্ম পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

"পাশের সেল থেকে আসা এক নারীর ভয়ানক আর্তচিৎকার শুনতে পেতাম। কে সেই নারী? কী তার পরিচয়? এই প্রশ্নগুলো আমাকে স্বস্তি দিত না। নিজের সাথে যুদ্ধ করতাম। উত্তর জানতে প্রচন্ড ভয় হচ্ছিল আমার। সেই নারী যদি হয়...আমার স্ত্রী?

টানা দুদিন এবং দুরাত চিৎকারের শব্দ শুনলাম। আমার মাথা কাজ করছিলনা। নানানরকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। একবার ভাবলাম, নিজের শিকলবন্দি হাত দুটোকে মুক্ত করে গার্ডকে আঘাত করব। তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পাশের সেলে গিয়ে সেখানে যা ঘটছে তা চিরতরে বন্ধ করে দিব। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবলাম তাদের যা ইচ্ছা করুক।

শেষমেশ সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা পাশের সেলে একজন নারীকে কেনো রেখেছ?'

তারা আমাকে বলল, পাশের সেলে কোনো নারী নেই। তাদের উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। দীর্ঘ একটা সময় ধরে সেই আর্তনাদ আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করত। পরবর্তীতে আমাকে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে অন্যান্য বন্দিদের কাছ থেকে জেনেছি তারাও এই চিৎকার শুনেছে।

তারা নিশ্চিত সেই নারী আমার স্ত্রী। তারা তার মুক্তির জন্য প্রতিনিয়ত দুআ করত। সেই লোমহর্ষক চিৎকার নির্মম শারীরিক অত্যাচারের চেয়েও জঘন্যভাবে স্মৃতিতে তাজা হয়ে আছে।"।

ডাইরেক্ট এক্সামিনেশন

ড. আফিয়া তার বিচারকালে তিনবার ডাইরেক্ট এক্সামিনেশন ও ক্রস এক্সামিনেশনের সময় স্পষ্টভাবে একটি গোপন কারাগারে তার আটকের ব্যাপারে উল্লেখ করেন।

মিস শার্প: ড. সিদ্দিকী, আপনি একটি গোপন কারাগারে আটক থাকার কথা বলেছেন। আপনাকে কী সেই গোপন কারাগারে নির্যাতন করা হয়েছিল?

ড. আফিয়া: হ্যাঁ।

মিস শার্প: আপনি যখন বাগরাম ক্রেগ জয়েন্ট থিয়েটার হাসপাতালে ছিলেন তখন কী আপনার ভয় হচ্ছিল যে আপনার সাথে আবারো একই জিনিস ঘটবে?

ড. আফিয়া: হ্যাঁ।

মিস শার্প: আপনাকে নির্যাতন করা হবে বা আপনাকে অন্য কারো হাতে তুলে দেবে, সেটাই আপনি ভয় পাচ্ছিলেন?

ড. আফিয়া: আমি কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। এটি ছিল আমার গোপন কারাগারে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন। আমি অবশ্যই ভয় পাচ্ছিলাম। বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। তবে হ্যাঁ, এটিই আমার ভয় ছিল।

মিস শার্প: আমি লক্ষ্য করছি আপনি আপনার মাথার ঘোমটা সামলাচ্ছেন।

ড. আফিয়া: কারণ আমার কাছে কোনো পিন নেই। এটা আটকে রাখার মতো কিছুই নেই।

মিস শার্প: এটাকে কী বলা হয়?

ড. আফিয়া: ম্যাটেরিয়ালটি বেশ সুন্দর...

মিস শার্প: এই আবরণটি কী? এটাকে কি বলে?

ড. আফিয়া: আমি জানি না। এটি একটি স্কার্ফ। আমি জানি না এর কোনো নাম আছে কিনা।

মিস শার্প: এটি কী আপনার ধর্মের অংশ?

ড. আফিয়া: হ্যাঁ।

মিস শার্প: এটি আপনার ধর্মের অংশ কীভাবে? আমি চাই জুরির নারী ও পুরুষরা যেনো বুঝতে পারেন মাথায় এই আবরণ আপনি কেনো দিয়েছেন।

ড. আফিয়া: ঠিক আছে। গোপন একটি কারাগারে আপনার উপর নির্যাতন করা হলে আপনি নিশ্চয়ই পোশাকের ব্যাপারে অধিক সচেতন হয়ে থাকতে চাইবেন।

ক্রস এক্সামিনেশন

মিস ড্যাবস: এই নথিতে বোমা তৈরীর বিষয়ে লিখা তাই না?

ড. আফিয়া: আমার মনে হয় না।

মিস ড্যাবস: আচ্ছা...

ড. আফিয়া: আমি জানি না। দেখুন, এসব আমি লেখিনি। আপনাকে বুঝতে হবে, কাউকে গোপন কারাগারে রাখা হয়েছে এবং সেখানে তার সামনে তার বাচ্চাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না তাদেরকে যা করতে বলা হয়েছে সেটা তারা কীভাবে করবে। এখন তারা যদি একটি ম্যাগাজিন থেকে কিছু কপি করে দিয়ে দেয়, এটা কী তাদের অপরাধ?

আদালত: প্রতিক্রিয়া যথার্থ নয়। আমরা এটি বর্জন করব।

ইভন রিডলির অনুসন্ধান

ইভন রিডলি একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। *সানডে টাইমস, অবজারভার এবং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট* এর হয়ে বৈশ্বিক যুদ্ধ সম্পর্কে সংবাদ কভার করেছেন তিনি।

সাইপ্রাস, দামেস্ক, লকার্বি, আফগানিস্তান এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে সংবাদ প্রচার করেছেন রিডলি। ৯/১১ এর পরপরই তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের একটি আন্ডার কভার অ্যাসাইনমেন্টের প্রধান রিপোর্টার। রিডলি আন্তর্জাতিক শিরোনামের বিষয় হয়ে উঠেন যখন তাকে তালিবানরা আটক করে।

মোয়াজ্জেম বেগের স্মৃতিকথা '*এনিমি কমব্যাটান্ট* পড়ে বাগরাম কারাগারে একজন নারীর চিৎকার সম্পর্কে জানতে পারেন রিডলি। তিনি এই দাবির সত্যতা জানার জন্য পুনরায় অনুসন্ধান শুরু করেন। এ ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের খোঁজ শুরু করেন।

সিআইএ তার গোপন কারাগারে কোনো মহিলা কয়েদীকে আটকে রেখেছে কি না তা জানতে চাইলেন তিনি। এমনকি তাকে একজন আরব লোকের রেকর্ড করা ইন্টারভিউয়ের একটি কপিও দেয়া হয়। সেই লোক ২০০৫ সালের জুলাই মাসে বাগরাম কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টডিতে একজন মহিলাকে দেখার বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দেয় সেই লোক। ইন্টারভিউয়ে দেয়া বক্তব্য রেকর্ড করা হয়।

"বাগরাম কারাগারে এক নারী দুই বছর নির্জন কারাবাসে বন্দি ছিলেন। পাঁচ শতাধিক পুরুষ কারাবন্দির মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র নারী। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি। সারা দিনরাত দরজায় আঘাত করতেন এবং চিৎকার করতেন সেই নারী।"

তারপর ২০০৭ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং আরো বেশ কয়েকটি মানবাধিকার গ্রুপ ড. আফিয়া সিদ্দিকীর নাম সেইসব মানুষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে যারা সিআইএ হেফাজতে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

সিআইএ কোনো নারীকে গোপন কারাগারে আটক রেখেছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাব পেতে ইভন রিডলি দীর্ঘ তদন্ত শুরু করেন। এক ব্যক্তির খোঁজ পেয়ে যান তিনি। সেই ব্যক্তি বাগরাম কারাগারে বন্দি ছিলেন। সেই বন্দিও জানান যে, তিনি একজন নারীকে গোপন কারাগারে দেখেছিলেন।

আমেরিকানরা তাকে ৬৫০ নম্বর দিয়েছিল। রিডলির সন্দেহ হয় ড. আফিয়াই কয়েদী নম্বর ৬৫০ হতে পারেন। তবে যেই ৬৫০ নম্বর কয়েদী হোক তার ব্যাপারে রিডলি আরো জানতে চাচ্ছিলেন।

রিডলি সেই নারীকে "গ্রে লেডি অব বাগরাম" নামে ডাকতে শুরু করেন। রিডলি তখন পেন্টাগনে লে. কর্নেল মার্ক রাইটের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। তিনি প্রিজনার ৬৫০ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। রিডলি লে. কর্নেল মার্ক রাইটকে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন মার্ক মিথ্যা বলছেন না। তবে রিডলি তাকে পরামর্শ দিলেন আফগানিস্তানের সিআইএ সম্ভবত তার সাথে মিথ্যা কথা বলছে। রিডলি মার্ককে সবকিছু স্পষ্টভাবে জানার পর তাকে জানাতে বলেন।

পরে রিডলি জানান, মার্ক রাইট রিডলির ফোন ধরাই বন্ধ করে দেন ও রিডলি যে পালিয়ে আসা বন্দির ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন সেটা দুই বছর ইউটিউবে থাকার পর সরিয়ে দেয়া হয়।

কেজপ্রিজনার্সের প্রচেষ্টা

'cage' যা পূর্বে Cageprisoners নামে পরিচিত ছিল। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি স্বাধীন সংস্থা এটি। অন্যায় ও নিপীড়ন মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা করছেন তারা। ইভন রিডলি এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

কেজপ্রিজনার্স ড. আফিয়া ২০০৩ সালে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই তার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে আসছে। ২০০৮ সালের জুলাইয়ে রিডলি পাকিস্তান সফর করেন। একজন পাকিস্তানি নারী, যাকে চার বছর

আমেরিকা বাগরামে গোপন কারাগারে নির্জন কারাবাসে আটক রেখেছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তার ব্যাপারে সহায়তা চেয়ে কেইজপ্রিজনার্সের পরিচালক সাগির হুসেইনের সাথে পাকিস্তান গেলেন তিনি।

তিনি প্রত্যেক পাকিস্তানিকে আহবান জানান, আমেরিকাকে জিজ্ঞাসা করুন কে এই কয়েদী ৬৫০? কী তার অপরাধ? আর কাকে অবৈধভাবে আটক রাখা হচ্ছে? কতটি গোপন ডিটেনশন সেন্টার আছে?

৬ জুলাই ২০০৮ সালে রিডলি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এর চেয়ারম্যান ইমরান খানের (বর্তমানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) সাথে। শতাধিক সাংবাদিক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ইমরান খান রিডলির মিশনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানান।

কয়েদী ৬৫০-এর খোঁজ

১১ জুলাই, ২০০৮ সালে লে. কর্নেল রুমি নীয়েলসন গ্রিন বাগরাম ঘাঁটিতে কোনো মহিলা বন্দি আটক রাখার বিষয় অস্বীকার করেন। তিনি আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটিতে মার্কিন বাহিনীর পাবলিক এফেয়ার্স উইংয়ের ডিরেক্টর। কর্নেল রুমি দাবি করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেয় এবং তাদের আটক কার্যক্রম আমেরিকান আইন মেনে চলে। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস (আইসিআরসি) আটককৃতদের নিয়মিত পরিদর্শন করে।

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ২০০২ সাল থেকে কোনো মহিলাকে আটক রাখা হয়েছে কিনা বা আছে কিনা কিংবা আফগানিস্তানের অন্যান্য ডিটেনশন ফ্যাসিলিটিতে নারীরাও আছে কিনা। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তাকে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগে বা সম্ভবত আইসিআরসি'তে অভিযোগ উল্লেখ করতে হবে। কর্নেল রুমি বন্দিদের রেকর্ড চেক করার ব্যাপারে এবং "কয়েদী ৬৫০" চিহ্নিত করার ব্যাপারে কোনো অনুরোধে সাড়া দেননি।

তারপর, পাঁচ বছর আগে করাচী শহর থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ড. আফিয়া সিদ্দিকী, ২০০৮ সালের ১৭ জুলাই হঠাৎ তার ছেলের সাথে

আফগানিস্তানের গজনীর গভর্নরের কমপাউন্ডে আবির্ভূত হন। ১৮ জুলাই, ২০০৮ সালে আফিয়াকে গজনীতে আফগান পুলিশ সদর দফতরে গুলি করা হয়। বলা হয়, তিনি মার্কিন সেনা এবং কর্মকর্তাদেরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন।

বাগরামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কুখ্যাত গোপন কারাগারে ড. আফিয়ার উপস্থিতি নিয়ে ইসলামাবাদে গুজব ছড়িয়েছিল। অনেকে ধরে নিলেন ড. আফিয়াই রিডলির "কারাবন্দি ৬৫০"। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রসচিব সৈয়দ কামাল শাহ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তারা বাগরামে কোনো নারীর উপস্থিতির বিষয় অস্বীকার করেন। মিডিয়া রিপোর্ট বলছিল, তাকে করাচী থেকে তার সন্তানদের সাথে আফগান কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

১লা আগস্ট ২০০৮ সালে লন্ডনে ব্রিটিশ হাউস অফ লর্ডস সদস্য লর্ড নাজির আহমেদ পাকিস্তান দূতাবাসের বাইরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করেন এবং পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন "আমরা জানতে চাই ড. আফিয়ার সাথে ৩১শে মার্চ, ২০০৩ সাল থেকে ১৭ই জুলাই, ২০০৮ অবধি কী ঘটেছে?"

৮ই আগস্ট, ২০০৮ সালে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন একটি ছবি প্রকাশ করে বিধ্বস্ত আফিয়ার। চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন আফিয়া। তার ঠোঁট ছিল ফোলা, নাক ভাঙা।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন দাবি করে, ছবিটি ভালো করে দেখলে বছরের পর বছর অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যাবে। তার চোখের নীচে কালো দাগ। অবশ্যই নির্যাতনের কোনো পর্যায়ে তার নাক ভেঙে গিয়েছে। বেশ বাজেভাবে সেট করা হয়েছে নাকটা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর পারিবারিক আইনজীবী এ্যালেইন হুইটফিল্ড শার্প *সিএনএন*-কে জানান, "আফিয়া খুব বুদ্ধিমান মহিলা। তিনি গভর্নরের বাসভবনের বাইরে কী করছেন? একজন পিএইচডিধারী মহিলা সত্যিই কী এত বোকা হবে? এটা অসম্ভব। এখানে বেশ অসংগতি আছে। সরকারের দাবি মেনে নিতে সমস্যা হচ্ছে আমার।

ইভন রিডলি তার ডকুমেন্টারি "ইন সার্চ অফ প্রিজনার 650[২]" এ জানিয়েছেন, ড. আফিয়ার গ্রেফতারের পরে হঠাৎ পেন্টাগন 'কয়েদী ৬৫০' এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। তারা জানায়, জানুয়ারি ২০০৫ সালে তার দেশে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

রিডলি বলেন, এটি একটি বড় অগ্রগতি। কিন্তু তখন আমেরিকা জানায় এই কয়েদী ড. আফিয়া সিদ্দিকী নন। এছাড়াও রিডলি বলেছেন, কর্মকর্তারা তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বলেন, বাগরামের 'গ্রে লেডি' সম্পর্কে রিডলির গবেষণা শেষ হলো তাহলে। তবে রিডলি আশ্বস্ত হতে পারেননি। তার জন্য এটি কেবল শুরু।

তিনি ২০০৮ সালের অক্টোবরে আবার পাকিস্তানে ফিরে আসেন। পাকিস্তানের জনগণের কাছে বাগরামের 'গ্রে লেডি' খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য চান। জামায়াতে ইসলামীর আয়োজিত বিশাল মুসলিম সমাবেশে তিনি অংশ নেন এবং পাকিস্তানিদের কাছে 'কয়েদী ৬৫০' এর সন্ধান করতে আবেদন জানান।

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতের ইন্টারভিউ

রিডলি ড. ঘাইরাত বহিরের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত। পাকিস্তান থেকে তাকেও অপহরণ করা হয়েছিল ২০০২ সালের এক মধ্যরাতে এবং ছয় বছর বিনা অভিযোগে আমেরিকার হাতে আটক ছিলেন তিনি।

তাকে হাই প্রোফাইল বন্দি হিসেবে বিবেচনা করা হতো আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ারের সাথে তার সম্পর্কের জন্য। তাকে বেশ কয়েকটি ডার্ক সাইটে রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে বাগরামে একটি গোপন কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ইন্টারভিউয়ের সময় তিনি বাগরামের একটি ঘটনা জানান।

"আমি বাগরামের গোপন কারাগারে বন্দি ছিলাম। সেখানে এক মহিলা কয়েদী থাকতেন। কারাগারে তার উপস্থিতি ছিল আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত

---

২. https://www.youtube.com/watch?v=TxHJ0IyKZ2Q

হৃদয়বিদারক। তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে পারিনি আমি। তবে তিনি ছিলেন নির্জন কারাবাসে।

কয়েক সপ্তাহ তিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী। তাকে গোসল করতে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ডাক্তার দেখানো, জিজ্ঞাসাবাদ এসবকিছুই করা হতো অন্যান্য বন্দিদের সামনে।

অবশেষে সব কারাবন্দিই বুঝতে পারল এই নারী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন। তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণ করতেন। সেই নারী ছাড়া আমি আর কোনো নারীকেই বাগরাম কারাগারে দেখতে পাইনি।"

বিনয়াম মুহাম্মাদের ইন্টারভিউ

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউকে সরকারের হস্তক্ষেপের পর ব্রিটেনের অধিবাসী বিনয়াম মুহাম্মাদকে মার্কিন হেফাজত থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

২০০২ সালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাকে মার্কিন হেফাজতে হস্তান্তর করে। সিআইএ'র প্লেনে করে গোপনে মরক্কো স্থানান্তর করা হয় তাকে। ২০০৪ সালে তাকে স্থানান্তর করা হয় আফগানিস্তানের গোপন কারাগারে। সেখানে দীর্ঘদিন তাকে নির্যাতন করা হয়। কখনো তাকে উল্টোদিকে ঝুলিয়ে রাখা হতো। কখনো বেঁধে রাখা হতো। আবার কখনো কানের কাছে অবিরাম মিউজিক বাজানো হতো। ২০০৪ সালে তাকে পাঠানো হয় গুয়ান্তানামো বে কারাগারে। সেখানে নির্জন কারাবাসে ছিলেন তিনি। কেইজপ্রিজনার্স ২০০৯ সালে বিনয়াম মুহাম্মাদের একটি ইন্টারভিউ প্রকাশ করে।

ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন মোয়াজ্জেম বেগ। ইন্টারভিউয়ের একটি অংশে মোয়াজ্জেম বেগ সেইসব ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন যাদের সাথে বাগরামে আমেরিকার গোপন কারাগারে বন্দি থাকাকালে বিনয়াম মুহাম্মাদের দেখা হয়েছে। বিশেষ করে "কয়েদী ৬৫০"।

বিনয়াম মুহাম্মাদ জানান, তিনি 'কয়েদী ৬৫০'-কে বেশ কয়েক বার দেখেছেন। গার্ডদের "কয়েদী ৬৫০" এর ব্যাপারে একাধিকবার কথা বলতে শুনেছেন তিনি। অন্যান্য কয়েদীদের তার সাথে কথা বলা ছিল নিষিদ্ধ। কারণ সেই কয়েদী ছিলেন পাকিস্তানি গুপ্তচর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে বাগরামে নিয়ে

এসেছে। তারা জানতেন সেই কয়েদী একজন পাকিস্তানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি।

মোয়াজ্জেম বেগ বিনয়াম মুহাম্মাদকে ড. আফিয়ার একটি ছবি দেখান। বিনয়াম তখনই সনাক্ত করেন এই সেই নারী যার পরনে ছিল ৬৫০ নাম্বার লিখা শার্ট। সেই নারী ছিলেন নির্জন কারাবাসে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি।

প্রেসটিভি-তে ইভন রিডলি বিনয়াম মুহাম্মাদের একটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। বিনয়াম আবারো জানান 'কয়েদী ৬৫০' হলেন ড. আফিয়া সিদ্দিকী। তিনি জানান, বাগরামে ড. আফিয়া ব্যতীত আর কোনো মহিলা কয়েদী আসেনি।

আফিয়ার কন্যার সন্ধান

২০১০ সালে নিউইয়র্ক সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ড. আফিয়া দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঠিক পরপরই তার মেয়ে মারিয়ামকে রহস্যজনকভাবে করাচীতে নানী ইসমত সিদ্দিকীর বাসার বাইরে পাওয়া যায়।

বলা হয় অজানা লোকজন বাড়ির ঠিকানা সম্বলিত একটি কলার গলায় বেঁধে তাকে সেখানে রেখে যায়। যদি সে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায় তাই! ডিএনএ পরীক্ষা করে জানা যায় সে ড. আফিয়ারই মেয়ে। সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকা এই মেয়েটিকে কে বা কারা আফিয়ার মায়ের বাসার সামনে রেখে গিয়েছে সেটা এখনো এক রহস্য।

পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

পাকিস্তান থেকে আসা কয়েকশ সন্দেহভাজন আল-কায়েদা সদস্য রেন্ডিশনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে গোপন কারাগারে বন্দি। এতেই প্রমাণিত হয় ড. আফিয়ার দাবি সত্য। পাকিস্তান থেকে মানুষজনকে তুলে নিয়ে গোপন কারাগারে রাখা হচ্ছে। দেখা যায় যে, ২০০৩-২০০৮ এর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের কর্মকর্তারা উভয়েই ড. আফিয়ার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন।

পাকিস্তানের ইন্টারিওর মিনিস্ট্রির মুখপাত্র নিশ্চিত করেন যে, ড. আফিয়াকে মার্কিন সরকারের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। কারণ তার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব। তবে মার্কিন সরকার স্পষ্টভাবে ড. আফিয়াকে কখনো তাদের হেফাজতে আটকে রাখার বিষয়টি অস্বীকার করে। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের গোপন কারাগারে কোনো মহিলা কয়েদীকে আটক রাখার বিষয়টি সবসময় অস্বীকার করে আসছিল। এক পর্যায়ে, তারা স্বীকার করে যে, ২০০৫ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের বাগরামে 'কয়েদী ৬৫০' নামে একজন মহিলা ছিলেন। তবে তিনি ড. আফিয়া নন।

ড. ইভন রিডলি এবং ইমরান খানের সংবাদ সম্মেলন পরেই আফগানিস্তানের গজনীতে আফিয়ার আবির্ভাব সবাইকে অবাক করে দেয়। এমনকি আদালতেও যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মার্কিন সরকার ড. আফিয়াকে ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত আটক রেখেছিল কিনা। প্রসিকিউশন আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার প্রমাণ সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করে। এসব প্রমাণ ছিল ক্লাসিফাইড। ট্রায়াল কোর্ট একবার ২০০৩-২০০৮ সালে ড. আফিয়ার অবস্থান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ডাইরেক্ট এবং ক্রস পরীক্ষার সময় যখনই ড. আফিয়া গোপন কারাগারে আটক থাকার কথা উল্লেখ করেন তখনই আদালতে তার সাক্ষ্যকে অসংলগ্ন বলা হয়েছে।

দেখার বিষয় হলো, যাদের নাম উজাইর পরাচা মামলায় ছিল অর্থাৎ খালিদ শেখ মুহাম্মাদ, মজিদ খান, সাইফুল্লাহ পারাচা, আম্মার আল বালুচি তাদেরকে ড. আফিয়া নিখোঁজ হওয়ার একই মাসে পাকিস্তান থেকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল

ড. আফিয়ার দাবি ও প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বুঝা যায়, তাকে পাকিস্তানের করাচী থেকে অপহরণ করা হয়। তবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ডিক্লাসিফাই করলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলা বনাম আফিয়া সিদ্দিকীর সাক্ষ্য

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বিচারের সময় ড. আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন আদালত নিযুক্ত অ্যাটর্নি মিস ডন কার্ডি এবং তিনজন প্রাইভেট অ্যাটর্নি এ্যালেইন হুইটফিল্ড শার্প, চার্লস সুইফট এবং লিন্ডা মোরেনো। শেষোক্ত তিনজনকে পাকিস্তান সরকার নিয়োগ করে ড. আফিয়ার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।

মার্কিন আইন অনুসারে, ড. আফিয়ার সাক্ষ্য দেয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে তার আইনজীবীদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ডিফেন্স উইটনেস হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ড. আফিয়া।

ফৌজদারী মামলার আসামী হওয়ায় ড. আফিয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার, কারণ সরকারের উপর বোঝা ছিল যুক্তিসংগত সন্দেহের বাইরে আফিয়ার অপরাধ প্রমাণ করা। আদালত পরামর্শ দেয় যে, ফৌজদারী মামলায় যদি বিবাদী সিদ্ধান্ত নেয় সাক্ষ্য দেয়া তাদের স্বার্থের উপযোগী নয় এবং যদি তারা সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে জুরি এটি বিবাদীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না। ড. আফিয়া আদালতের নির্দেশনা বুঝতে পেরেছিলেন তবে তিনি উইটনেস বক্সে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

এই অধ্যায়ে, ড. আফিয়ার সাক্ষ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের করা আফিয়ার বিরুদ্ধে মামলার। বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত বর্ণনাকে ড. আফিয়ার সাক্ষ্যের আলোকে যাচাই করা হয়েছে।

আফিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ মামলা

৩১ শে জুলাই, ২০০৮। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এর বিশেষ এজেন্ট মেহতাব সাঈদ নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাজিস্ট্রেট জজ মাননীয় থিওডোর এইচ. কাটজ এর কাছে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয়, ড. আফিয়া বেআইনিভাবে এবং জেনেশুনে একটি মারাত্মক এবং বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহার করে দায়িত্বরত এফবিআই অফিসার ও সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণ করেন। প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন এবং তাদেরকে ভয় দেখান। এফবিআই অফিসার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উপর এই আক্রমণ হত্যাচেষ্টার শামিল।

মেহতাব সাঈদ ফৌজদারী অভিযোগে ব্যাখ্যা করেন, তিনি এফবিআই এর জয়েন্ট টেরোরিজম টাস্ক ফোর্সের (জেটিটিএফ) বিশেষ এজেন্ট এবং তিনি এই বিষয়টির তদন্তে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত।

তিনি জানান, এই অপরাধ মামলায় বর্ণিত ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবগত। কারণ তদন্তে তার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ আছে। তিনি রিপোর্ট এবং রেকর্ড পরীক্ষা করেছেন এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী অফিসার ও ব্যক্তিবর্গের সাথে তার কথাবার্তা হয়েছে। এফবিআই এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত রিপোর্ট, উইটনেস স্টেটমেন্ট এবং আইন প্রয়োগকারী অফিসারদের সাথে তার আলাপ-আলোচনা রিভিউ করে তিনি নিম্নোক্ত বিষয় জেনেছেন। বিবৃতি এবং আইন প্রয়োগেকারী অফিসারদের সাথে তার কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে তিনি নিম্নলিখিত জেনেছেন:

ড. আফিয়া সিদ্দিকী একজন পাকিস্তানি নাগরিক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতেন একসময়। ১৭ জুলাই ২০০৮ সালে, সন্ধ্যার দিকে বা তার আশপাশে আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশে আফগান ন্যাশনাল পুলিশ (এএনপি) অফিসাররা গজনী গভর্নরের কম্পাউন্ডে একজন পাকিস্তানী নারীর সন্ধান পায়। সেই নারীর সাথে ছিল একজন কিশোর বয়সী ছেলে। সেই নারী আফিয়া সিদ্দিকী বলে পরিচয় পাওয়া যায়। এএনপি অফিসাররা সিদ্দিকীকে স্থানীয় দারি এবং পশতু ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করে। সিদ্দিকী কোনো সাড়া দেয়নি। তিনি শুধু উর্দুতে কথা বলছিলেন। এতে বুঝা যায় তিনি ছিলেন বিদেশি। সিদ্দিকীকে সন্দেহজনক মনে করায় এএনপি অফিসার তার হ্যান্ডব্যাগ অনুসন্ধান করেন এবং অনেকগুলো ডকুমেন্ট খুঁজে পান।

সেসব ডকুমেন্টে বিস্ফোরক, রাসায়নিক অস্ত্র এবং অন্যান্য বায়োলজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল এবং রেডিওলজিক্যাল ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র তৈরীর বিবরণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ল্যান্ডমার্কের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিশেষ করে নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত ডকুমেন্ট, অ্যানারকিস্ট আর্সেনাল বই থেকে উদ্ধৃতি এবং এক গিগাবাইট ডিজিটাল মিডিয়া স্টোরেজ ডিভাইস (থাম্ব ড্রাইভ) পাওয়া যায়। আরো পাওয়া যায় বোতল ও কাঁচের জারে জেল ও তরল আকারে সিল লাগানো অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ।

১৮ জুলাই, ২০০৮ সালে দুজন এফবিআই বিশেষ এজেন্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ারেন্ট অফিসার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি ক্যাপ্টেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক দোভাষীর একটি দল সেই আফগান ফ্যাসিলিটিতে পৌছায় যেখানে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে আটক রাখা হয়েছে।

দলটি দ্বিতীয় তলার একটি মিটিং রুমে প্রবেশ করেন। সেই ঘরের একপাশের এক মাথা থেকে অন্য মাথা ছিল হলুদ পর্দা দিয়ে ঘেরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সদস্য জানতেন না পর্দার আড়ালে আছেন ভীতসন্ত্রস্ত আফিয়া সিদ্দিকী।

ওয়ারেন্ট অফিসার তার পিছনে থাকা মজবুত দেয়াল ঘেঁষে বসলেন। তার ডানদিকেই ছিল পর্দা। ওয়ারেন্ট অফিসার তার কাছে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর M4 রাইফেলটি রাখলেন তার ডান পায়ের ঠিক কাছেই পর্দার পাশে ডানদিকে মেঝেতে। মিটিং শুরুর অল্পকিছুক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন পর্দার ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পান। পর্দা এবার সামান্য পিছনে সরানো থাকায় পর্দার আড়ালে রুমের একটি অংশে ক্যাপ্টেন সিদ্দিকীকে দেখতে পান। সিদ্দিকী ওয়ারেন্ট অফিসারের রাইফেল নিয়ে এটি সরাসরি ক্যাপ্টেনের দিকে ইশারা করেন। ক্যাপ্টেন শুনতে পেলেন সিদ্দিকী ইংরেজিতে বলছেন,

"May the blood of...(অস্পষ্ট) be directly on your (অস্পষ্ট, সম্ভবত হাত বা মাথার কথা বলছিলেন)।"

ক্যাপ্টেন দেখলেন, একজন দোভাষী (দোভাষী ১) সিদ্দিকী ট্রিগার টানার চেষ্টা করতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলটি ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। তিনি সিদ্দিকীর সবচেয়ে কাছাকাছি বসে ছিলেন।

ওয়ারেন্ট অফিসার দেখেন, দোভাষী ১ সিদ্দিকীর সাথে ধ্বস্তাধস্তি করার চেষ্টা করছেন বন্দুক কেড়ে নেয়ার জন্য। এতে সিদ্দিকী তার দিকে গুলি করেন। দুটি গুলির শব্দ শুনতে পারলেন অফিসার। কেউই হতাহত হয়নি। ওয়ারেন্ট অফিসার শুনলেন সিদ্দিকী আল্লাহ আকবার বলে চিৎকার করছেন। আরেকজন দোভাষী (দোভাষী ২) শুনতে পেলেন সিদ্দিকী রাইফেল ফায়ার করার সময় ইংলিশে বলছেন "এখান থেকে চলে যাও"।

ওয়ারেন্ট অফিসার একটি 9 mm সার্ভিস পিস্তল দিয়ে পাল্টা গুলি চালান। প্রায় দুটি রাউন্ড গুলি চালানো হয় সিদ্দিকীর কাঁধ বরাবর। অন্তত একবার হলেও গুলি আফিয়াকে আঘাত করে। গুলিবিদ্ধ হবার পরেও সিদ্দিকী অফিসারদের সাথে ধ্বস্তাধস্তি করছিলেন। অফিসাররা তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল। তিনি তাদেরকে আঘাত করেন ও লাথি মারার চেষ্টা করেন। একইসাথে ইংরেজিতে চিৎকার করে বলছিলেন, তিনি আমেরিকানদের হত্যা করতে চান।

দোভাষী ২ দেখেন, সিদ্দিকী চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। এজেন্ট এবং অফিসাররা তখন সিদ্দিকীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেন।

বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মামলার সংস্করণ

২০০৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বা তার আশেপাশে আফিয়ার বিরুদ্ধে সাত দফা অভিযোগ দায়ের করা হয়।

১. ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ২৩৩২(বি)(১) ও ৩২২৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন নাগরিকদের হত্যার চেষ্টা করা।
২. ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ১১৪(৩) ও ৩২২৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হত্যার চেষ্টা করা।
৩. ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ৯২৪(সি)(১)(এ)(৩), ৯২৪(সি)(১)(বি)(২) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা।

৪. ১৮ ইউ.এস.সি ১১১ (ক)(১) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্মকর্তা ও কর্মচারী (দোভাষী ১) এর বিরুদ্ধে আক্রমণ।

৫. ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ১১১(ক)(১) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের (এফবিআই বিশেষ) এজেন্ট এর উপর আক্রমণ।

৬. ১৮ ইউ.এস.সি ধারা ১১১(ক)(১) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আক্রমণ।

প্রতিটি অপরাধের অভিযোগে যা বলা হয়েছে তা ২০০৮ সালের ১৮ জুলাই আফগানিস্তানের গজনীতে আফগান ন্যাশনাল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ঘটেছিল।

বিচার চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মী এফবিআই এর বিশেষ এজেন্ট জন জেফারসন, এরিক নেগ্রন, অ্যাঞ্জেলা সেরসর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার (সেই ওয়ারেন্ট অফিসার) ক্রস কামারম্যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি ক্যাপ্টেন রবার্ট লি স্নাইডার এবং ক্যাপ্টেন জন কালেব থ্রেডক্রাফট, একজন কমব্যাট মেডিক ডন কার্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দোভাষী আহমদ গুল ও আহমদ জাভেদ আমিন এবং আফগান কাউন্টার টেরোরিজম ডিপার্টমেন্ট কর্মচারী বশির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে আফিয়ার বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণের জন্য তাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এফবিআই এজেন্ট নেগ্রন এবং জেফারসন, ক্যাপ্টেন স্নাইডার, দোভাষী গুল এবং আমিন, চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার এবং সামরিক মেডিক্যাল ডন কার্ড ১৮ জুলাই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা ২০০৮ সালে আফগানিস্তানের গজনীর আফগান ন্যাশনাল পুলিশ কম্পাউন্ডে শ্যুটিং ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন।

১৭ জুলাই ২০০৮ সালে গজনী গভর্নর কম্পাউন্ডের বাইরে আফগান আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার পর আফিয়ার কাছে যেসব জিনিস পাওয়া যায় এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন থ্রেডক্রাফট এবং বশির সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

অ্যাঞ্জেলা সেরসর একটি ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি ড. আফিয়ার এই ইন্টারভিউ পরিচালনা করেছিলেন।

ব্রুস কামারম্যান ক্রেগ জয়েন্টে থিয়েটার হাসপাতালে থাকাকালীন ড. আফিয়ার দেয়া ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আফগানিস্তানের বাগরামের এই হাসপাতালে আফিয়া ছিলেন ১৯ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩ আগস্ট ২০০৮ পর্যন্ত।

আফিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের মামলাটি মূলত ঘুরপাক করছে এই সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে ঘিরেই। ১৭ জুলাই ২০০৮ সালে একজন নারীকে (পরে আফিয়া সিদ্দিকী হিসাবে সনাক্ত করা হয়) আফগানিস্তান ন্যাশনাল পুলিশ (এএনপি) অফিসাররা গজনীর গভর্নর কমপাউন্ডের কাছে আটক করে। তাকে গজনী ন্যাশনাল পুলিশ হেডকোয়ার্টার নিয়ে যাওয়া হয়। একটি ছোট ছেলেকেও তার সাথে গ্রেফতার করা হয়। এএনপি অফিসাররা তাকে গ্রেফতার করার সময় তার পরনে ছিল বোরখা। এএনপি তাকে সোপর্দ করে আফগান কাউন্টার টেরোরিজম ডিপার্টমেন্টের কাছে। যেহেতু ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব ছিল এই ধরনের ব্যক্তিকে তাদের হেফাজতে রাখবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কাউন্টার টেরোরিজম ডিপার্টমেন্ট জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সেই মহিলাকে তাদের অফিসে নিয়ে যায়।

বশির উর্দু বলতে পারতেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দোভাষী। বশির তার সাথে উর্দুতে কথা বললে তিনি উর্দুতে সাড়া দিলেন।

ইন্টারোগেশন টিম তাকে গজনীতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে। তিনি কোন তথ্য দেননি। তারা তাকে প্রশ্ন করে সেইসব ডকুমেন্ট এবং জিনিসপত্র সম্পর্কে যা তার কাছে থাকা ব্যাগে পাওয়া গেছে। বশির ডকুমেন্টগুলো দেখছিলেন। তিনি দুটি ডকুমেন্টের কপি পান। একটি ইংরেজি এবং অন্যটি উর্দুতে। কীভাবে বোমা তৈরি করা যায় সে সম্পর্কেই উল্লেখ ছিল তাতে।

বশির ভাবলেন এসব ডকুমেন্ট যার হাতেই পড়বে সে সহজেই বোমা তৈরি করতে পারবে। তার ব্যাগ থেকে পাওয়া অন্যান্য জিনিসপত্রের মাঝে ছিল বোতল, প্যান্ট এবং কিছু প্রসাধনী। এছাড়াও ছিল অন্যান্য উপাদান।

আরো জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সেই মহিলা প্রথমে তার নাম ড. আলী হিসাবে উল্লেখ করেন এবং জানান যে তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা

করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদকারীরা তাকে দারি ভাষায় কিছু লিখতে বললে তিনি মাত্র কয়েক লাইন লিখতে পারলেন।

বশির তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি এইসব ডকুমেন্ট কার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন?

তিনি জানান, একটি কপি দিয়েছেন কাবুল প্রদেশের পারওয়ারের কিছু লোককে। কিছু কপি গজনির কিছু লোককে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মূল কপিটি হারা প্রদেশে যাওয়ার কথা ছিল।

বশির তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেনো তিনি এই ডকুমেন্ট আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছেন?

তিনি জানান, তারা আফগান পুলিশ বা আফগানিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নন, তবে বিদেশিদের বিরুদ্ধে।

জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে বশির কাউন্টার টেরোরিজম প্রধানের সাথে তার অফিসে বসেছিলেন। তিনি তখন শুনতে পেলেন ছোট্ট ছেলেটিকে ফিসফিস করে সেই নারী বলছেন সে যেনো অবশ্যই তার মতোই কথা বলে বা আচরণ করে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি পালানোরও চেষ্টা করেছিলেন। বশিরকে হুমকি দিয়ে বললেন যে, তার হাতে একটি বোতল আছে।

যদি তিনি তাকে মুক্তি না দেন, তাহলে নিজের ক্ষতি করবেন তিনি।

বশির তাকে পেছন থেকে ধরে মাটিতে ফেলে দেন। মাটিতে ধ্বস্তাধস্তির সময় বশিরের কব্জিতে কামড় দেন তিনি। ছোট ছেলেটি এসে বশিরের হাতে কামড় দেয়। বশির কাউন্টার টেরোরিজম প্রধান ও অন্যান্যদের ফোন করেন তাকে পালাতে বাধা দেয়ার জন্য। তারা তাকে পালিয়ে যাওয়া থেকে রুখে দিতে সফল হয়। তাকে বিছানায় বসানোর চেষ্টা করায় তিনি ক্রমাগত লাথি এবং ঘুষি মারতে থাকেন। সেই মুহূর্তে, বশির তাকে দুই বা তিনবার আঘাত করেন।

বশির জানান, যেহেতু তিনি একজন নারী। তারা তাকে বোন হিসেবে দেখেন।

ইন্টারোগেশন টিমের অফিসে হাতকড়া ছিল না। তারা তার হাত পেছনে নিয়ে বাধার জন্য স্কার্ফ ব্যবহার করে। বশির ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরেকটি অফিসে নিয়ে গেলেন।

১৭ জুলাই, ২০০৮। রাত ১১টায় গজনীর গভর্নর উসমান ক্যাপ্টেন থ্রেডক্রাফটকে টেলিফোন করে। আফগানিস্তানে ক্যাপ্টেন থ্রেডক্রাফট গজনীর প্রভিন্সিয়াল কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (পিসিসি)'র আফগান ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স (এএনএসএফ) এর সাথে যোগাযোগে অফিসার হিসেবে কাজ করছিলেন।

গভর্নর উসমান থ্রেডক্রাফটকে জানালেন যে, একজন মহিলা বোমা প্রস্তুতকারক ধরা পড়েছে এবং তিনি পিসিসিতে আসছেন থ্রেডক্রাফটের সাথে দেখা করতে। গভর্নর উসমান পিসিসিতে এসে থ্রেডক্রাফটকে তার বেডরুমে নিয়ে গেলেন। সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন তিনি। গভর্নর দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটি পার্স বের করেন (প্রমাণ) তিনি। পার্সটা উল্টে ঘরের মাঝখানে মেঝেতে জিনিসপত্র ফেলে পার্স খালি করলেন। তিনি একেকবার একেকটা জিনিস তুলে থ্রেডক্রাফটের কাছে দিলেন। জিনিসপত্র একটু দেখতে বললেন থ্রেডক্রাফটকে। থ্রেডক্রাফট প্রতিটি জিনিসে চোখ বুলিয়ে তা সরিয়ে রাখলেন। দুজনেই কাগজপত্র পড়া শেষ করলে গভর্নর উসমান পার্সের অন্যান্য সামগ্রী থ্রেডক্রাফটকে দেখানো শুরু করেন।

থ্রেডক্রাফট জানান, ডকুমেন্টগুলো ছিল ভিন্ন ভাষায় লেখা। তিনি দারি পড়তে পারতেন। উল্লিখিত ডকুমেন্টস দারিতে লেখা ছিল না। গভর্নর উসমান তাকে বলেন এটি উর্দু ভাষা। তাদের চারপাশে কয়েকজন লোক ছিল যারা উর্দু বলতে পারে।

ইংরেজিতে কিছু ডকুমেন্ট লিখা ছিল। ডার্টি বোম্ব এবং ইবোলার মতো কিছু শব্দ লিখা ছিল। থ্রেডক্রাফট এসব জিনিসপত্রতে ফিউজের মতো কিছু দেখলেন। তিনি মসজিদের মতো ছবি দেখতে পেলেন ডকুমেন্টে।

গভর্নর উসমান তাকে বলেন যে, এটি আসলে গজনীর একটি মসজিদ।

থ্রেডক্রাফট ঢাকনা দেয়া একটি প্লাস্টিকের জারও দেখতে পেলেন। সাদা রঙের উপাদান ছিল এর ভিতরে। কিছু মেকআপ এবং কিছু ফ্যাসিয়াল

ক্রিম বা মেকআপ প্যাডের অনুরূপ কিছু দেখতে পেলেন। তিনি মহিলাদের কিছু পোশাক-আশাকও পেলেন।

গভর্নর উসমান থাম্ব ড্রাইভ দিয়ে থ্রেডক্রাফটকে বললেন, এই সমস্ত জিনিসপত্র সেই মহিলার পার্সে পাওয়া গেছে যাকে আজ গজনীতে তার কম্পাউন্ডের বাইরে গ্রেফতার করা হয়েছে।

থ্রেডক্রাফট বেডরুমের বাইরে বেরিয়ে এলেন। থাম্ব ড্রাইভ ট্যাকটিকাল অপারেশনস সেন্টারে (টিওসি) নিয়ে গেলেন তিনি। এটি সার্জেন্ট বিয়ার্ডের কাছে হস্তান্তর করেন তার কম্পিউটারে রাখার জন্য। ড্রাইভে কী আছে তা দেখতে বলেন। ড্রাইভে থাকা জিনিসপত্র দেখে থ্রেডক্রাফটের কাছে হুমকিস্বরুপ মনে হলো।

থ্রেডক্রাফট তার বেডরুমে ফিরে গিয়ে গভর্নর উসমানকে জিনিসপত্র পার্সের মধ্যে রেখে দেয়ার অনুরোধ জানান।

কোনো জিনিস ধরতে নিষেধ করলেন তিনি। এসব জিনিসে বিষ থাকতে পারে। তাছাড়া কোনো আঙুলের ছাপ চান না তিনি।

থ্রেডক্রাফট গভর্নর উসমানকে বিদায় জানিয়ে ফিরে গেলেন ট্যাকটিকাল অপারেশনস সেন্টারে। সেখানে তিনি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যান্টনি ডিমার্টিনোকে ডেকে সবকিছু জানালেন। লে. কর্নেল ডিমার্টিনো থ্রেডক্রাফটকে পরামর্শ দিলেন এই নারীকে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে নিতে হবে। এতে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে। তাছাড়া তাদের মহিলা গার্ড এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে। লে. কর্নেল ডিমার্টিনো তাকে যা সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয় তা-ই করতে বলেছিলেন।

থ্রেডক্রাফ্ট তারপর একটি এএনপি গাড়িতে উঠলেন। সেই সাঁজোয়া ট্রাকে মার্কিন সৈন্য বোঝাই করে নিয়ে গেলেন এএনপি সদর দফতর। থ্রেডক্রাফ্ট তার সাথে পার্সও নিয়ে গেলেন।

থ্রেডক্রাফট এএনপি সদর দফতর কম্পাউন্ডে আসার পর দেখলেন সেখানে একটি রুমের চারপাশে বেশ ভিড়। তিনি বুঝতে পারলেন সেই মহিলাকে এই ঘরেই আটক রাখা হয়েছে। তিনি দরজা দিয়ে রুমে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন পুলিশ প্রধান দুটি বাংক বেডের একটিতে বসে আছেন। থ্রেডক্রাফট দেখলেন বিছানার সাথে হাতকড়া বাঁধা এক নারী ও

তার সাথে একটি বাচ্চা ছেলে। পুলিশ চিফ থ্রেডক্রাফট ও উর্দু জানা এক ব্যক্তি ছাড়া ছাড়া সবাইকে বাইরে যেতে বলেন। থ্রেডক্র্যাফট সেই বিছানায় বসলেন যেখানে বন্দিকে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তারপর যে ব্যক্তি উর্দু বলতে পারে সে সেই নারীর সাথে কথা বলা শুরু করে। তারপর থ্রেডক্র্যাফট বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন ও পুলিশ প্রধানকে বলেন তাকে মার্কিন হেফাজতে প্রেরণ করতে। পুলিশ প্রধান এটি করতে অস্বীকার করেন।

থ্রেডক্রাফ্ট পুলিশ প্রধানকে জিজ্ঞাসা করেন গভর্নর বললে তিনি তাকে ছেড়ে দেবেন কিনা। পুলিশ প্রধান হ্যাঁ বললেন।

থ্রেডক্রাফট গজনী গভর্নরের কম্পাউন্ডে গেলেন। গভর্নরকে একটি গেস্টরুমে নিয়ে গিয়ে তাকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে মহিলাকে তাদের হেফাজতে দিতে বলেন। গভর্নর রাজি হন। তিনি থ্রেডক্রাফটের সাথে পুলিশ চিফের কাছে যাবেন বলে প্রস্তুতি নেন। দুজনই এএনপি সদর দফতরে গেলেন। এ সময় পার্স থ্রেডক্রাফ্টের সাথে ছিল।

তারা এএনপি সদর দফতর গেলেন। দুজনেই সেই মহিলার রুমে প্রবেশ করলেন। এবার গভর্নর মহিলার সাথে সংক্ষিপ্ত কথা বলেন। তারপর দুজনেই রুম থেকে বেরিয়ে আসেন। মিটিংয়ের পরে গভর্নর, থ্রেডক্রাফট এবং সেখানে উপস্থিত কিছু লোক পুলিশ প্রধানের সাথে বাইরে চেয়ারে বসে কথা বলতে শুরু করলেন।

কীভাবে মহিলাকে আটক করা হয়েছিল সেই ঘটনার বর্ণনা দিলেন গভর্নর। যে লোকটি সেই মহিলাকে পুলিশ হেফাজতে এনেছে তাকে সম্মান জানাতেই তিনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যেভাবে করে আফগান কালচারে কাউকে সম্মান জানানো হয়। থ্রেডক্রাফট সেই ব্যক্তির প্রশংসা করে বলেন যে, তিনি ভালো কাজ করেছেন। গভর্নর কথা শেষ করলে তারা আবারো সেই মহিলাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ প্রধানের অনুমতি চাইলেন। গভর্নর বললেন যে, তিনি তার অনুমতি দিচ্ছেন। পুলিশ প্রধান বললেন মিনিস্টার অফ ইন্টারিওর তাকে যদি সেই মহিলাকে আমেরিকান কাস্টডিতে দেয়ার অনুমতি না দেন তাহলে তিনি সেটা করতে পারবেন না। থ্রেডক্রাফট ইন্টারিওর মিনিস্টারের সাথে কথা বললেন। মিনিস্টার তাকে এত রাতে মুক্তি

দিতে অস্বীকার করেন। গভর্নর উসমান তখন থ্রেডক্রাফটকে বললেন যে, প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই অস্বীকৃতি না জানালে আগামীকাল এএনপি সদর দফতরে প্রেস কনফারেন্সের পর তিনি সেই মহিলাকে মার্কিন কাস্টডিতে সোপর্দ করবেন। গভর্নর থ্রেডক্রাফটকে প্রেস কনফারেন্সে আগামীকাল পার্স এবং জিনিসপত্র আনতে বললেন। জবাবে থ্রেডক্রাফট জানান তিনি এসবের কপি আনবেন।

তিনি ভাবছিলেন জিনিসপত্র আরো ১০, ২০, ৩০ জন লোক স্পর্শ করে তাতে আঙ্গুলের ছাপ না রাখাই ভালো হবে। গভর্নর উসমান রাজি হন।

থ্রেডক্রাফট রাত ২টা পর্যন্ত পুলিশ সদর দফতরে অবস্থান করেন। এরপর গজনীতে ফোর্ট অপারেটিং বেসে (এফওবি) পৌঁছে পার্স এবং এর ভিতরের জিনিসপত্র S2 শপে দিয়ে দিলেন। এটি এফওবিতে ইন্টেল এবং সিকিউরিটি শপ। S2 শপের কাজ ছিল জিনিসপত্র নথিভুক্ত করা, ছবি তুলা এবং সেগুলো রাখা। S2 শপে থ্রেডক্রাফটের দেখা হয় লেফটেন্যান্ট শেপলার, ক্যাপ্টেন স্নাইডার এবং কয়েকজন যুবকের সাথে। তারা এসব জিনিস সামাল দেয়ার জন্য ছিলেন। থ্রেডক্রাফট থাম্ব ড্রাইভ দিলেন লেফটেন্যান্ট শেপলারের হাতে। পার্সটি কনফারেন্স রুমে নিয়ে গেলেন। লম্বা টেবিলে পার্সের সব জিনিসপত্র রাখলেন তিনি। উপস্থিত সবাই কন্টেন্ট নাড়াচাড়ার করার আগে গ্লাভস পরে নেয়। থ্রেডক্রাফটের সাথে ছিলেন তার দোভাষী। তিনি পশতু, দারি, উর্দু এবং ইংরেজী বলতে পারতেন। তিনি সব উর্দু ডকুমেন্টস ইংরেজীতে অনুবাদ শুরু করেন।

এরপরে ক্যাপ্টেন স্নাইডার স্পেশাল ফোর্সেস টিম এবং চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারকে কনফারেন্স রুমে আসতে বলেন। ১৮ জুলাই সকালের দিকে কনফারেন্সে আসেন চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার।

টেবিলের উপর ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখে তিনি অন্যদের মতোই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন প্রাথমিকভাবে। তিনি বলেন যে, আফগানিস্তানে তিনি এর আগে কখনো দেখেননি এসব।

তার মনে হচ্ছিল কোনো আমেরিকান থাকতে পারে আফগানিস্তানের হেফাজতে। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার তখন ক্যাপ্টেন স্নাইডারকে জানান, তাদের এফবিআইকে অবহিত করা দরকার। তিনি বিশ্বাস করতেন যে,

এফবিআইয়ের ইনভেস্টিগেটিভ সাইড এবং ক্রাইম ল্যাব এর ব্যাপারে দক্ষতা রয়েছে। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। এফবিআইতে ক্যাপ্টেন জন ক্যান্ডালকে চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার কল করেন। এরপর জন ক্যান্ডাল এফবিআই এজেন্ট নেগ্রনের সাথে যোগাযোগ করে তাকে জানান, আফগান ন্যাশনাল পুলিশের হেফাজতে একজন মহিলা আছেন। তার কাছে কয়েকটি ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছে। তারা চান এফবিআই সেখানে গিয়ে তার ইন্টারভিউ নেবে। এজেন্ট নেগ্রন তখন ক্যাপ্টেন ক্যান্ডাল এবং মেজর রাসেলকে অবহিত করেন যে, তিনি সেখানে যেতে চান এজেন্ট জেফারসনের সাথে। মেজর রাসেল স্টাফ সার্জেন্ট উইলিয়ামকেও সাথে নেয়ার পরামর্শ দিলেন। গজনী যাওয়ার আগে গোয়েন্দারা তাদের সাথে সেন্সিটিভ সাইট এক্সপ্লয়টেশন ইকুইপমেন্ট নিলেন। এর মধ্যে ছিল ফিংগারপ্রিন্ট ইকুইপমেন্ট, ডিএনএ সংগ্রহের ইকুইপমেন্ট এবং এভিডেন্স ব্যাগ। উভয় এফবিআই এজেন্ট ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারে গজনীর এফওবি পৌঁছায়।

১৮ই জুলাই, ২০০৮, সকাল ১১ টায় তাদেরকে চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার অভ্যর্থনা জানিয়ে এফওবি হেড কোয়ার্টার নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের আগমনের পরে স্পেশাল ফোর্সেস হেড কোয়ার্টারে মিটিং করেন তারা। সেখানে তারা গজনীর গভর্নরের কাছে যাওয়ার ট্যাকটিক্যাল মিশনের পরিকল্পনা করেছিলেন।

১৮ জুলাই ২০০৮ সালে সকালে ক্যাপ্টেন স্নাইডার, কর্নেল ডিমার্টিনো, ক্যাপ্টেন স্নাইডারের ব্যাটালিয়নের কয়েকজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার সাপ্তাহিক মিটিংয়ের জন্য গজনী গভর্নর কম্পাউন্ডে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন।

তারা সিকিউরিটি এবং অপারেশন সম্পর্কে এবং এগুলো আরো ভালোভাবে সাপোর্ট করার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন স্নাইডার ওয়ারেন্ট অফিসারকে তার দলের সদস্য করতে চাচ্ছিলেন। এছাড়া এফবিআই টিম গভর্নরকে অনুরোধ করবে আটককৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অনুমতি দিতে। এফবিআই এজেন্টরা সেই মহিলাকে এনে বাগরামে তার ইন্টারভিউ নিতে চাইছিল।

তারা সেই মহিলাকে নিজেদের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এর কারণ ছিল আফগানিস্তান সরকার তাকে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে সম্ভবত তাদের কোনো প্রবেশাধিকার থাকবে না।

প্রায় দুপুরের দিকে ক্যাপ্টেন স্নাইডার এবং তার দোভাষী আমিন, কর্নেল ডিমার্টিনো সহ তার ব্যাটালিয়নের ২০জন কর্মী এবং দুজন এফবিআই এজেন্ট, চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার ও তার দোভাষী গুলসহ স্পেশাল ফোর্স থেকে থেকে দশ জন সদস্য গজনীতে গভর্নর উসমানের কম্পাউন্ডের দিকে যাত্রা করেন।

তারা তাদের বহর নিয়ে যাত্রা করে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সশস্ত্র তিনটি MRAP এবং দুটি Hummer গাড়ি। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার, দুজন এফবিআই এজেন্ট এবং দোভাষী গুল একটি গাড়িতে বসেন।

গভর্নর উসমান তাদেরকে শুভেচ্ছা জানান। তালিবানদের সাথে তার সমস্যা নিয়ে কথা বলার মাধ্যমে উসমান আলোচনা শুরু করেন। তারপর এএনপিতে আটক মহিলা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেন তারা। এফবিআই সেই মহিলাকে বাগরামে নিয়ে যেতে বলে। গভর্নর নাকচ করে দেন। কারণ প্রেসিডেন্ট কারজাই গজনীতে আসার কথা এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য। আর কারজাই তাকে আমেরিকান কাস্টডিতে দেয়ার অনুমোদন দেননি।

গভর্নর বলছিলেন যে, এফবিআই তার ইন্টারভিউ নিতে পারে, তার আঙুলের ছাপ এবং ডিএনএ নিতে পারে। কিন্তু তাকে আমেরিকার হেফাজতে দেয়া হবে না। মিটিং শেষে এফওবি'র উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য তারা গভর্নরের কম্পাউন্ড ত্যাগ করেন। কর্নেল ডিমার্টিনোকে গভর্নরের সাথে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করার জন্য রেখে যান তারা। এফওবিতে মিটিংয়ে চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার এফবিআইকে জিজ্ঞাসা করেন, তারা ঠিক কী করতে চায় এই মহিলার সাথে?

এজেন্ট নেগ্রন তার সিনিয়র অফিসারের কাছে ফোন কল করে পরামর্শ চাইলেন পুরো পরিস্থিতির ব্যাপারে। উর্ধতন কর্মকর্তা তাকে বলেন, তাদের ফিরে গিয়ে অন্তত মহিলার ইন্টারভিউ নেয়া, তার আঙুলের ছাপ নেয়া এবং ডিএনএ পরীক্ষা করা উচিত। এজেন্ট নেগ্রন চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারের সাথে

যোগাযোগ করে তাকে বিষয়টি জানান, এফবিআই এজেন্টরা এএনপি সদর দফতরে গিয়ে তার ইন্টারভিউ নিতে চায়।

চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার এফবিআই এজেন্টদের সেই মহিলার সাথে দেখা করতে এএনপি হেডকোয়ার্টার নিয়ে যেতে সম্মত হন। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার কর্নেল ডিমার্টিনোকে অবহিত করেন যে, তিনি এফবিআই এর এজেন্টদেরকে দেখা করতে নিয়ে যাচ্ছেন।

আনুমানিক রাত ১ টায় ক্যাপ্টেন স্নাইডার এবং তার দোভাষী আমিন, সার্জেন্ট ফার্স্ট ক্লাস কুক, প্যাট ম্যাকডোনাল্ড, চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার, তার দোভাষী গুল, স্পেশাল ফোর্স সদস্য, এফবিআই এজেন্ট নেগ্রন, জেফারসন, স্পেশালিষ্ট আর্মি মেডিক ডন কার্ড এবং সার্জেন্ট উইলিয়ামস আফগান ন্যাশনাল পুলিশ সদর দফতরে তাদের বহর নিয়ে যাত্রা করেন তিনটি এমআরপি এবং দুটি হামভিতে করে।

ক্যাপ্টেন স্নাইডারের কাছে ছিল একটি আর্মি কমব্যাট ইউনিফর্ম, একটি M4 রাইফেল, একটি M9 পিস্তল, হেলমেট, গুলি, পানি, নাইট ভিশন গগলস এবং সামনে—পেছনে বুলেটপ্রুফ প্লেট। এজেন্ট নেগ্রন এবং জেফারসন সামরিক পোশাক পরেছিলেন এবং একটি AR 15 রাইফেল, গ্লোক পিস্তল এবং একটি 9 mm ছিল।

স্পেশাল ফোর্সেরও ছিল আর্মি কমব্যাট ইউনিফর্ম। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারের পরনে ছিল আর্মি কমব্যাট ইউনিফর্ম, বর্ম, বুট, হেলমেট। এছাড়া তার কাছে ছিল 5.56-5.56 x 45 মিলিমিটার রাউন্ড গুলি সহ একটি M4-A1 রাইফেল এবং একটি M9 পিস্তল।

মেডিক ডন কার্ডের কাছে একটি হেলমেট, ফ্ল্যাট ভেস্ট, একটি M4 রাইফেল, একটি এইড ব্যাগ যাতে ছিল চিকিৎসা সরঞ্জাম যেমন IV এবং Kerlix বা গজ ব্যান্ডেজ। দোভাষী আমিন আর গুলের ছিল আর্মি কমব্যাট ইউনিফর্ম এবং AK-47. স্টাফ সার্জেন্ট উইলিয়ামসের ছিল বর্ম, হেলমেট, পেল্টারস, গ্লাভস, একটি M4 রাইফেল এবং M9 পিস্তল।

গজনীর এএনপি সদর দফতরে গাড়ি পৌঁছালে কম্পাউন্ডের ভেতরে গাড়ি পার্ক করা হয়। এএনপি সদর দফতরটি গজনী শহরের মাঝখানে অবস্থিত এবং এটির চারপাশে ঘিরে রয়েছে কংক্রিটের প্রাচীর। কংক্রিটের

প্রাচীরটি ছিল প্রায় ৭ ফুট লম্বা। কংক্রিট প্রাচীরের ভেতরে বাগানসহ ছিল বেশ কয়েকটি দ্বিতল ভবন। বাগান ভবনগুলোর মাঝে অবস্থিত। সার্জেন্ট কুক এবং প্যাট ম্যাকডোনাল্ড স্পেশাল ফোর্সেস ইউনিটের সাথে এএনপির দরজার বাইরে সুরক্ষা মোতায়েন করেন।

সার্জেন্ট শেরবিনকি মেশিনগান নিয়ে Humvee'র উপরে আরোহন করে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সর্বনিম্ন একশত থেকে দেড় শতাধিক আফগান কর্মী AK-47 ও এর মতো বিভিন্ন আকারের অস্ত্র সহ এএনপি কম্পাউন্ডে টহল দিচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন স্নাইডার, দোভাষী আমিন এবং গুল, সার্জেন্ট কুক, উইলিয়ামস, এফবিআই এজেন্ট নেগ্রন, জেফারসন, প্যাট ম্যাকডোনাল্ড এবং ডন কার্ড এএনপি সদর দফতরের ভিতরে গিয়ে সেখানকার কিছু প্রতিনিধির সাথে কথা বলেন।

মহিলাটিকে কোথায় রাখা হয়েছে সেটা জানার চেষ্টা করছিলেন তারা। এএনপি প্রতিনিধিরা তাদেরকে জানাল, কোনো পুলিশ বা পুলিশ প্রধান সদর দফতরে নেই। এ কারণেই তারা মহিলাকে দেখার অনুমতি দিতে পারবেন না।

তখন এফবিআই এজেন্টদের সাথে চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অফিসারের রুমে গেলেন। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার সেই অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করেন যে, গজনীর গভর্নরের সাথে মিটিং করে তাকে অনুরোধ করেছেন তারা হেফাজতে থাকা মহিলার ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য। তারা নিশ্চিত হতে চান সে মার্কিন নাগরিক কী না। এটি জানার জন্য গভর্নর উসমান তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। অফিসার কয়েকটি ফোন করলেন, তারপর তিনি চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারকে বললেন, তারা যা চায় তা করতে পারবে তবে প্রথমে তাদেরকে অবশ্যই বিল্ডিংয়ের উপর তলায় কাউন্টার টেরোরিজম অফিসে গিয়ে ইন্টারিওর মিনিস্ট্রির ভদ্রলোকদের সাথে কথা বলতে হবে।

চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারকে আরো বলা হলো যে, মহিলাটি কারাগারে ছিলেন। তাকে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে কারণ তারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

ক্যাপ্টেন স্নাইডার, প্যাট ম্যাকডোনাল্ড, সার্জেন্ট কুক, সার্জেন্ট শেরবিনকি এবং দোভাষী গুল সকলেই এএনপি সদর দফতরে ন্যাশনাল ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির (এনডিএস) প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এনডিএস হলো আফগানিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা। তারা একজন প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি সদর দফতর চিফ কর্নেল জাসিমের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন।

কিছুক্ষণ পরে এনডিএস প্রতিনিধি ফিরে এসে আলোচনা শুরু করলেন সার্জেন্ট কুক এবং প্যাট ম্যাকডোনাল্ডের সাথে। এরপরে প্যাট ম্যাকডোনাল্ড ক্যাপ্টেন স্নাইডারকে জানান তাদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে মহিলাকে আটক রাখা হয়েছে। ক্যাপ্টেন স্নাইডার সাথে সাথে সার্জেন্ট কুক এবং প্যাটকে অনুসরণ করেন।

তারা সকলেই এএনপি সদর দফতরের পিছনের পথে প্রবেশ করেন। ভবনের ভিতরে এনডিএস প্রতিনিধিকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় তলায় গেলেন তারা। সেখানে প্রবেশপথটি একটি শীট দিয়ে ঢাকা ছিল।

এই পর্যায়ে কেবল ক্যাপ্টেন স্নাইডার, দোভাষী আমিন এবং সার্জেন্ট উইলিয়ামস রুমে প্রবেশ করলেন। সার্জেন্ট কুক এবং প্যাট ম্যাকডোনাল্ড নীচে ভবনের প্রবেশপথে গেলেন সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য।

চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার, তার দোভাষী গুল এবং এফবিআই এজেন্টরা সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অফিসারকে অনুসরণ করলেন কাউন্টার টেরোরিজম অফিসে অবস্থিত ইন্টারিওর মিনিস্ট্রির দুই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলার জন্য।

তারা সকলেই একসাথে এই অফিসে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন এবং একটি রুমে প্রবেশ করলেন। তারা প্রবেশ করার পরে ক্যাপ্টেন স্নাইডার, তার দোভাষী এবং কিছু ভদ্রলোককে বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন ঘরের মাঝখানে। সেই ভদ্রলোকদের পোশাক দেখে বুঝা গেল তারা গজনী থেকে আসেনি। তারা ধরে নিলেন এরা ইন্টারিওর মন্ত্রণালয় অফিসার।

আর্মি মেডিক কার্ড দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখানে প্রচুর লোকের কারণে রুমের ভেতর যেতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। প্যাট ম্যাকডোনাল্ড তাকে ভিতরে গিয়ে বসতে বললে তিনি ভেতরে গেলেন।

স্বল্প আলোয় আলোকিত বড় আয়তক্ষেত্রাকার রুম। এর কার্পেট ছিল ডার্ক কালারের। ঘরের ডানদিকে ছিল একটি ফাইলিং কেবিনেট, কিছু চেয়ার এবং কফি টেবিল। এর পিছনে একটি জানালা। বামদিকে এক কোণে একটি ডেস্কের সাথে ছিল চেয়ার। দরজা থেকে সরাসরি সামনে দেয়ালে ছিল আরেকটি জানালা, এর সামনে ছিল চেয়ার। জানালার বাম দিকে ছিল রাষ্ট্রপতি হামিদের একটি ছবি।

ঘরের মাঝখানে ডেস্কের পিছনে দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি হলুদ পর্দা। পর্দার মাধ্যমে রুমটি দুই ভাগে বিভক্ত করা ছিল। পর্দার পেছনে ছোট জানালার কাছে ছিল একটি বিছানা। রুমটিতে সত্যিই বেশ ভিড় ছিল। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার এবং এফবিআই এজেন্টরা রুমে প্রবেশ করার পর চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারকে নিজের জন্য একটি সিট খুঁজতে হলো। তিনি রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাইয়ের ছবির নীচে হলুদ পর্দার পাশে একটি সিট পেয়ে গেলেন। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার পর্দার আড়ালে তাকান এক বা দুই সেকেন্ডের জন্য। আলো কম থাকায় পর্দার পেছনে কাউকে দেখতে পাননি তিনি। তিনি বিছানায় কম্বল দেখতে পেলেন। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার তার রাইফেল খুলে পায়ের কাছে রাখেন।

তিনি জানান, তিনি এই কাজটা করেন যখন তিনি কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকেন। তিনি কারো সাথে গলায় একটি অ্যাসল্ট রাইফেল ঝুলিয়ে কথা বলতে চান না। এটি ছিল সম্মান প্রদর্শন করার স্বার্থে। তার M4 রাইফেলটি ছিল সেমিঅটোমেটিক। স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুলিও চালাতে পারে এটি।

রাইফেলটি সেইফ মোডে ছিল তখন।

তার রাইফেল নামানোর পরে চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার মনোযোগ দেন রুমের পর্দা ও ইন্টারিওর মিনিস্ট্রির লোকদের দিকে। তিনি কেনো সেখানে ছিলেন এবং এফবিআই এজেন্টদের কী করা দরকার তা তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি কথা শুরু করার এক সেকেন্ডের মধ্যেই আল্লাহু আকবার বলে উচ্চস্বরে চিৎকার শুরু হয়। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারের দোভাষী জোরে চিৎকার দিয়ে বলল "চিফ"।

সেই সময় চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার ক্যাপ্টেন স্নাইডারকে দেখলেন চোখ বড় করে তাকাচ্ছেন তিনি। যেনো কিছু হতে চলেছে। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার দেখলেন একজন মহিলা, যার হাতে ছিল তার M4 রাইফেল। এটি চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার ও রুমের অন্যদের দিকে ইশারা করছিলেন সেই নারী।

মহিলা যখন রুমে গুলি চালান, চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার তখনই তার M9 পিস্তল দিয়ে গুলি চালান মহিলার পেটের দিকে লক্ষ্য করে। রুমে বিশৃঙ্খলা তৈরী হলো। লোকেরা রুমের ভেতর বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করছিল।

দোভাষী গুল পুরোপুরি হলুদ পর্দা সরিয়ে দিলেন। সেই মহিলার দিকে গেলেন। দেয়ালের সাথে তাকে ধাক্কা দিলেন। দোভাষী গুলের ডান হাতে ছিল সেই মহিলার হাতের M4 রাইফেলের ব্যারেল এবং তার বাম হাত ছিল রাইফেলের গানস্টককে।

তিনি বন্দুকটি সিলিংয়ের দিকে তাক করে রাখলেন। তিনি চিন্তায় ছিলেন গুলি তার উপর লাগবে। এজেন্ট নেগ্রনও তাকে সুরক্ষিত করতে এগিয়ে গেলেন। এজেন্ট নেগ্রন মহিলার দিকে অগ্রসর হতেই তিনি চিৎকার শুরু করলেন, "আমি আমেরিকানদের হত্যা করতে চাই আমি আমেরিকানদের হত্যা করতে চাই।" তিনি এজেন্ট নেগ্রনকে আঘাত করতে শুরু করেন। তাকে কামড় এবং আঁচড় দেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। এজেন্ট নেগ্রন পাল্টা লড়াই করেন এবং বেশ কয়েকবার সেই মহিলার মুখ ও বুকে ঘুষি দেন। তিনি তার কনুই ধরতে সক্ষম হন। তার হাত ধরে পর্দার পিছনে বিছানার দিকে তাকে ফেলে দিলেন। মেঝেতে পড়ে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন বা ভান করছিলেন। তার পাকস্থলীর বাম পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছিল গুলির আঘাতের কারণে। এজেন্ট নেগ্রন মেডিক কার্ডকে ডাকলেন। তিনি তার ভেস্ট থেকে তার কাঁচি নিয়ে সেই মহিলার জামাকাপড় কাটা শুরু করেন যাতে করে মহিলাকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি এজেন্ট জেফারসনকে হাতকড়ার সাথে আসতে বললেন মহিলাকে সামাল দেয়ার জন্য। তাকে হাতকড়া পড়ানো হলো।

মহিলাটি তখন চিৎকার শুরু করলেন। "আমি আমেরিকানদের হত্যা করতে চাই" এবং "আমার রক্ত স্পর্শ করবেন না নয়তো মেরে ফেলব।"

মেডিক কার্ড মহিলার দেহের উপরের অংশ তুলতে গিয়ে দেখলেন তার তলপেটে দুটি গুলির ছিদ্র। ক্ষতগুলো পরীক্ষা করার পরে তিনি বুঝতে পারলেন তিনি তা প্যাক করতে পারবেন না। তিনি সম্ভাব্য ফোলা রোধ করতে তার পেটের চারপাশে কেরলিক্স নিয়ে মোড়ে দিলেন।

কোনো গুরুতর সমস্যা হয়নি জানার জন্য তিনি দ্রুত তার পালস পরীক্ষা করলেন। ক্যাপ্টেন স্নাইডার কার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেডিভ্যাককে ফোন করতে হবে কিনা।

তিনি জানালেন, মহিলা স্থিতিশীল আছেন। তারা তাকে এফওবি নিয়ে যেতে পারেন। ক্যাপ্টেন স্নাইডার তাকে স্ট্রেচার লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কার্ড বললেন লাগবে না, কারণ স্ট্রেচার সিঁড়ি দিয়ে রোগীসহ নামানো কঠিন হবে। চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার দেখলেন জানালার বাইরে আফগান ন্যাশনাল পুলিশের অসংখ্য সদস্য তাদের অস্ত্র রুমের দিকে তাক করছেন।

তারা রুমের বাইরে এলেন। এজেন্ট নেগ্রন ছিলেন সামনে। এজেন্ট নেগ্রন দরজা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তখনই বেশ কিছু রাইফেল তার মুখের ইঞ্চি খানেকের মধ্যে ইশারা করা হয়। তিনি তার হাত মুখের উপর রাখলেন। শরীর দিয়ে সামনের রাইফেলগুলো সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলেন। ক্যাপ্টেন স্নাইডার এবং অন্যান্যরা মহিলাকে ধরে নিচে নামালেন। তিনি পায়ে লাথি মারছিলেন। ক্যাপ্টেন স্নাইডার সিঁড়ি থেকে ছিটকেই পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়।

এএনপি কম্পাউন্ডে আফগান ন্যাশনাল পুলিশ সদস্যরা আক্রমণাত্মক ভংগিতে, তাদের দিকে বন্দুকের ইশারা করে দাঁড়িয়েছিল।

স্নাইডার এবং অন্যান্যরা এএনপি ভবনের বাইরে নিয়ে এসে মহিলাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

তারা একটি হামভি থেকে স্ট্রেচার এনে মহিলাকে রাখেন। তিনি ধ্বস্তাধস্তি করছিলেন। প্যাট ম্যাকডোনাল্ড এবং ক্যাপ্টেন স্নাইডার স্ট্রেচারে তাকে রাখার চেষ্টা করেন।

প্যাট স্ট্রেচারের এক দিক ধরতে সক্ষম হন, কিন্তু ক্যাপ্টেন স্নাইডার মহিলার গোড়ালি ধরে রাখতে পারেননি। সার্জেন্ট উইলিয়ামস একটি গোড়ালি

এবং স্ট্রেচারের একপাশে ধরলেন। রাইডার তার অন্যপাশ ধরলেন। তারা তাকে একটি হামভিতে তুলে গজনীতে এফওবি ফিরে এলেন।

ক্যাপ্টেন রাইডারের কাছে কাউন্টার টেরোরিজম প্রতিনিধিরা জানতে চাইলেন তারা কী করতে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন রাইডার তাদেরকে জানালেন যে, সেই মহিলা আহত হয়েছেন এবং তারা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে এফওবি গজনীতে দেখা করতে বলেন। সেখানে তারা আটকের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

মহিলাকে সরাসরি গজনীতে এফওবি মেডিক্যাল ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। ডন কার্ড মেডিক্যাল ইউনিটে উপস্থিত হয়ে তার গিয়ারটি নিচে রেখে দিয়ে ইউনিট ট্রমা টেবিলে গেলেন। মহিলা চান না তারা তার চিকিৎসা করুক। তিনি মরে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলো। কার্ড তাকে অক্সিজেন দিলেন। তার পিউপিল এবং ঘাড় পরীক্ষা করেন।

দলের অন্যান্য সদস্যরা নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলেন কোনো হাড় ভাঙা বা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ নেই। দল কার্ডের করা ব্যান্ডেজ পুনরায় পরীক্ষা করে। এফবিআই এজেন্ট নেগ্রন এবং জেফারসন মেডিকেলে ইউনিটের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে গভর্নর উসমান এবং ইন্টারিওর মিনিস্ট্রির দুজন কর্মী আসেন।

এজেন্ট নেগ্রন এবং জেফারসনকে জানানো হয় অতিরিক্ত সার্জিকাল যত্ন প্রয়োজন সেই নারীর। তাকে আরো উন্নত সার্জিক্যাল মেডিক্যাল ইউনিটে নিতে হবে। তিনি একটু স্থিতিশীল হয়ে উঠলে এফবিআই এজেন্ট এবং সার্জেন্ট উইলিয়ামস একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার করে Orgun-E—তে নিয়ে গেলেন তাকে। তারা সেই মহিলার পার্সটিও সাথে নিলেন।

Orgun-E—তেই অস্ত্রোপচার করা হয়। এজেন্ট নেগ্রন ছবি তোলেন সেই মহিলার। তার সিনিয়রকে ইমেল করে জানতে চাইলেন তিনি সেই মহিলা কিনা এফবিআই যার ব্যাপারে আগ্রহী। তারপর সেই মহিলাকে নিয়ে গেলেন বাগরাম এয়ারফিল্ড। সেখান থেকে ক্রেগ জয়েন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। মহিলার পার্সটি হস্তান্তর করা হয় এফবিআই প্রধানদের কাছে।

১৯ জুলাই, ২০০৮ সালে মহিলাটির চিকিৎসা শুরু হয় বাগরামের মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটিতে। এফবিআই তার বেশ কয়েকজন বিশেষ এজেন্ট নিয়োগ দেয় তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।

তিনি যেনো পালাতে না পারেন বা চিকিৎসা দানকারীদের ক্ষতি করতে না পারেন। বিশেষ এজেন্টরা ১২ ঘন্টা শিফটে ডিউটি করত। প্রতি শিফটে থাকত কমপক্ষে দুজন এজেন্ট। সেখানে সামরিক পুলিশও ছিল।

মহিলার হাতে হাতকড়া ছিল না। তবে টেরি কাপড় বা অনুরূপ কিছু দিয়ে তার কব্জি এবং গোড়ালি স্ট্র্যাপের সাথে যুক্ত ছিল এবং প্রতিটি স্ট্র্যাপ যুক্ত ছিল বিছানার অংশের সাথে। তার বাঁধন যথেষ্ট ঢিলা করে বাধা হয় যাতে তিনি পড়তে, কিংবা পান করতে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারেন। তবে এমনভাবে বাধা হয় যেনো তিনি রুম ছেড়ে যেতে না পারেন বা কারো জন্য হুমকি না হন।

কেউ একবার এফবিআই হেফাজতে আসলে, বিশেষ করে কেউ যদি আহত হয়ে হাসপাতালে থাকে তাহলে এফবিআই এর কাজ সেই ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাই তাদের ২৪ ঘন্টা থাকতে হয় নিরাপত্তার জন্য।

স্পেশাল এজেন্ট অ্যাঞ্জেলা সেরসারকে মহিলার ইন্টারভিউ ও ফিংগারপ্রিন্ট নিতে বলা হয় যাতে তারা তার পুরো পরিচয় সনাক্ত করতে পারে। এরই মধ্যে জানা গেল সেই নারী ড. আফিয়া সিদ্দিকী। ইন্টারভিউয়ের উদ্দেশ্য ছিল তার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা যা আমেরিকা চাচ্ছিল আফিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০০২ সালে পাকিস্তানে ফিরে আসার আগে থেকেই।

ড. আফিয়া ৪ জুলাই ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাগরাম মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটিতে ছিলেন। এজেন্ট অ্যাঞ্জেলা সেরসার ড. আফিয়ার সাথে প্রতিদিন কথা বলতেন এবং এফডি৩০২ এ রেকর্ড করতেন সব কথা। এটি ইন্টারভিউ সম্পর্কে অফিসিয়াল রিপোর্ট।

অ্যাঞ্জেলা সেরসার জানান, ড. আফিয়ার মানসিক অবস্থা একেক সময় একেক রকম ছিল। ড. আফিয়া প্রথমদিকে অনেক বেশি বিচলিত ছিলেন। তবে পরে তিনি আরো সক্রিয়ভাবে কথা বলছিলেন এবং হাসছিলেন। তিনি অ্যাঞ্জেলা সেরসারের সাথে কখনো আগ্রহী হয়ে কথা বলেছেন, আবার কখনো

কখনো তিনি কথা বলতে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। গজনীতে তাকে গ্রেফতারের আগে চার-পাঁচ বছর তিনি কোথায় ছিলেন এ ব্যাপারে ড. আফিয়া অ্যাঞ্জেলা সেরসারের সাথে কথা বলেছেন।

আফিয়া জানান, তিনি লুকিয়ে ছিলেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতেন তিনি। তিনি বিয়ে করেন যাতে তার নাম পরিবর্তন হয় এবং একটি আলাদা নাম নিয়ে থাকতে পারেন তিনি। তিনি জানতেন, মার্কিন সরকার, বিশেষ করে এফবিআই এর ওয়ান্টেড লিস্টে ছিলেন তিনি।

ড. আফিয়া জানান, গজনীতে তাকে গ্রেফতারের সময় তার দখলে ডকুমেন্ট ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল। অ্যাঞ্জেলা সেরসার সেসব ডকুমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, কিছু সম্ভবত তার নিজের হাতে লেখা। বাকি ডকুমেন্টসমূহ তিনি চিনতে পারেননি এবং তার হাতে লিখিত নোট বলেও সনাক্ত করেননি। তিনি জানান যে, তিনি পাকিস্তানের জনগণকে প্রোটেক্ট করার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছিলেন।

ড. আফিয়া অ্যাঞ্জেলা সেরসারকে জিজ্ঞাসা করেন, কাউকে হত্যা চেষ্টা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিনা। কারো উপর গুলি করার চেষ্টা করা হলে তার সাথে কী হবে? আফিয়া জানান, তারাই নিজেদেরকে গুলি করেছে। তিনি আরো বলেন যে, মার্কিন সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো খারাপ কাজ।

২১ জুলাই, ২০০৮ সালে স্পেশাল এজেন্ট ব্রুস কামারম্যান শিফট ভিত্তিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাগরাম মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটিতে আফিয়ার রুমে ছিলেন।

২১ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই ২০০৭ সাল পর্যন্ত এজেন্ট ব্রুস ও ড. আফিয়ার মধ্যে কথাবার্তা তিনি প্রথমে নোটবুকে লিখেন। পরে সেগুলো এফডি৩০২ এ রেকর্ড করেন।

ড. আফিয়া এজেন্ট ব্রুসকে জানান, এমআইটিতে পড়ার সময় পিস্তল শ্যুটিং ক্লাস করেছিলেন তিনি। এজেন্ট ব্রুস তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কখনো রাইফেল চালিয়েছেন কিনা।

আফিয়া জানান, রাইফেল কখনো দেখেননি তিনি। এর ব্যবহার বা গুলি করা অনেক দূরের ব্যাপার। তিনি ড. আফিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কখনো কোনো সামরিক সদস্যকে M16 বা M4 নিক্ষেপ করেছেন কিনা।

এর জবাবে আফিয়া না বললেন। ড. আফিয়া ব্রুসকে স্বেচ্ছায় বলেন, শ্যুটিংয়ের দিন তিনি রাইফেল নিয়ে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। যাতে তিনি পালাতে পারেন।

ড. আফিয়া সিদ্দিকীর সাক্ষ্য

ড. আফিয়া সিদ্দিকী বলেন, তিনি সত্যি কথা বলতে ভয় পান না। ১৮ জুলাই, ২০০৮ সালে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। সেই ঘটনার কারণে তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। তিনি ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে বেশ কয়েকবার বিচার বয়কট করার কথা বলেছেন। তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে চাইতেন না। এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে তাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে বলেই ভাবতেন তিনি। তবে, তিনি সত্য বলতে চান।

ড. আফিয়ার ১৮ জুলাই, ২০০৮ সালের দিনটি অন্যান্য দিনের মতোই ছিল। নিখোঁজ বাচ্চাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। ড. আফিয়ার দিনের শুরুই হয় তার বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে।

১৭ জুলাই ২০০৮, রাতের দিকে আমেরিকানরা এএনপিতে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে তাকে দেখতে আসে। কারো গায়ে ছিল ইউনিফর্ম। কারো আবার ইউনিফর্ম ছিল না। এদের মধ্যে কয়েকজন খুব অভদ্র এবং খারাপ আচরণ করে তার সাথে। এমনকি তাকে মারধরও করে। তারপর আসে আফগানীরা। তিনি আফগানদের অনুরোধ করেন তারা যেন তাকে তাদের কাছেই রাখে। কারণ আফগানরা তাকে পর্দা রক্ষা করে থাকতে দিত। তিনি সারাটা রাত, সারাটা দিন তাদেরকে অনুরোধ করেন তাকে অন্যদের হাতে যেনো তুলে দেয়া না হয়।

আফিয়ার প্রতি নির্মমতা বা তাকে নির্যাতনের উদ্দেশ্য আফগানদের ছিল না। আফগানরা জানায়, তারা তাকে অন্যদের হাতে সোপর্দ করবে না। তবু তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না। অনেক বেশি মিথ্যাচারের শিকার হয়েছিলেন আফিয়া।

১৮ জুলাই, ২০০৮ সালে একটি সংবাদ সম্মেলন হয়। প্রচুর পরিমাণ লোক রুমে ঢুকল। তিনি মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে চাননি। তিনি তার মাথা ঢেকে নিচু হয়ে বসে থাকেন। প্রেস তার ছবি তুলুক এটা তার

পছন্দ ছিল না। প্রেস কনফারেন্সটি ছিল বড় কারাগার ভবনের একটি রুমে। যে কারাগারে তাকে আগের রাতে রাখা হয়েছিল সেখানে নয়। ১৮ জুলাই ২০০৮ সালে সেই রুমে যে অনুষ্ঠান ছিল তিনি এর অংশ হতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

বিকেলে ড. আফিয়া রুমের ভেতর বিছানায় বসেছিলেন। হাত-পা বাঁধা ছিল তার। কোনো উপায় ছিল না আফিয়ার। তার হাত-পা ফুলে নীল হয়ে আছে। তিনি আফগানদের বললেন, তারা যদি তার বাঁধন খুলে না দেয়, তবে সারা জীবন তাকে চামচে করে খাইয়ে দিতে হবে। কারণ তিনি তার হাত হারাতে পারেন। তারা তার হাতকড়া খুলে দেয়। তারা চায় না আফিয়া তার হাত হারিয়ে ফেলুন।

রুমটা একটি পর্দা দিয়ে দুই ভাগ করা হয়েছে। আফিয়া ছিলেন পর্দার পিছনে। তিনি কিছু আমেরিকান এবং আফগান কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন রুমে। কিন্তু পর্দার পিছনে থাকায় কী চলছে কিছুই দেখতে পেলেন না তিনি। তিনি বুঝতে পারলেন তারা তাকে নিয়ে যেতে চাইছে।

খুব ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তিনি অন্য কোনো গোপন কারাগারে যেতে চান না। খুব বিভ্রান্ত এবং আতংকিত হয়ে বেরিয়ে যেতে চাইলেন আফিয়া। তিনি বিছানা থেকে উঠে দেখতে চাইলেন কী চলছে। তিনি জানতেন এটি বোকামি বৈ কিছু নয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, গোপন কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে এমন একটা পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। কেউই গোপন কারাগারে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইবে না।

পর্দার দিকে অগ্রসর হলেন আফিয়া। এক প্রান্তে একটু ফাঁকা জায়গা দেখতে পান তিনি। কতটা ফাঁকা ছিল তা জানতেন না তিনি। তবে সেখানটায় একটু উঁকি মারতে চাইলেন। যদি বাইরে বেরোনো যায়।

তিনি ভাবলেন, যদি সেখানে বা পিছনে কোনো জায়গা থাকে তাহলে সবাই কথা বলতে ব্যস্ত থাকলে তিনি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে তারপর লুকিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন। তার মনে এসব চলছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি পর্দার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এরপর তার যেটা মনে পড়ে, কেউ একজন তাকে দেখে কিছু বলল। রুমের ঠিক উল্টো প্রান্তে এক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আফিয়ার দিকে গুলি চালায়। আফিয়া হতবাক হয়ে গেলেন। তারপরে আরো কিছু লোক এসে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে চাইল। তারপর আফিয়া অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

তারপর তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। কিছু আমেরিকান কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি। এরা ছিল আমেরিকান সৈন্য। তারা বলছিল, আমরা এই 'বি' কে আমাদের সাথে নিয়ে যাব।

আফিয়া 'বি' শব্দ ব্যবহার করলেন।

কারণ তিনি জঘন্য শব্দ ব্যবহার করতে পছন্দ করেন না।

তারপর আফিয়া অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

আফিয়া জানান, রক্তের ভয়েই তিনি ডাক্তার হতে পারেননি।

তারপর তারা তাকে তুলে মেঝেতে ফেলে দিল। আফিয়া প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তার পরে আফিয়ার যতদূর মনে পড়ে, তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। যে ব্যক্তি তাকে গুলি করে এবং যে তাকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছিল তারা খুব উত্তেজিতভাবে কিছু বলছিল। কথাটা অনেকটা এরকম, তিনি হয় মুক্ত নয়তো অজ্ঞাত। মাঝে মাঝে তার কানে কিছু কথা ভেসে আসত। তবে তার নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিল না।

তার মনে হচ্ছিল কেউ তার সাথে সারাটা পথ ছিল। ড. আফিয়ার হেলিকপ্টার যাত্রা এবং স্ট্রেচারের কথা মনে পড়ল। তার মনে আছে তারা একটি স্ট্রেচার করে তাকে কোনো গাড়ীতে রেখেছিল।

তার মনে আছে একজন ব্যক্তির কথা। সেই ব্যক্তি দুটি বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রথমবার যখন আফিয়া চিৎকার করছিলেন এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি মারাত্মক যন্ত্রণা অনুভব করেন। তারপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগেই অন্য একজন বলছিল, "ও মাই গড! সে মারা যাচ্ছে। আমরা চাকরি হারাতে চলেছি।" দুজনেই খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন তাদের চাকরি হারানোর কথা ভেবে।

তারা বলছিল, আর কয়েক ঘন্টা তাদের চাকরি আছে। তারা চিৎকার দিয়ে বললো, "ওহ না! শী ইজ গন।"

আফিয়ার মনে পড়ে হেলিকপ্টারে তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। কিছু বোতলের মতো দেখতে পেলেন। ব্লাড ব্যাগ দেখতে পেলেন আফিয়া। সেখানে যে লোকই ছিল, তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, রক্ত সঞ্চালন করা হচ্ছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তিনি কখনো বেরিয়ে আসলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিবেন।

সেই ব্যক্তি ও অন্য কেউ হেসে উঠলো। তারা ব্লাড ব্যাগ খুলেনি। তারপর অপারেটিং থিয়েটারে থাকার কথা মনে পড়ে আফিয়ার। তিনি চোখ খুলতে পারেননি। কিন্তু এক্স-রে সম্পর্কে কিছু শুনতে পেলেন। পরের গন্তব্য ছিল বাগরাম হাসপাতাল।

১৮ জুলাই ২০০৮ সালে তিনি কোনো M4 রাইফেল হাতে নিয়ে কাউকে গুলি করেননি। এটা এত বড় রসিকতা যে মাঝেমধ্যে স্কার্ফের নীচে হাসতে বাধ্য হতেন তিনি।

তিনি মনে করেন, আমেরিকান সৈন্যদের কেউ লোকজনে পরিপূর্ণ ঘরে একটি বন্দুক ফেলে রাখবে। আর সেটা কোনো বন্দি ব্যবহার করবে। এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন নয় তারা।

অথচ সেই বন্দি তার জীবনে কখনও M4 রাইফেল দেখতে পায়নি। তিনি কোর্টেই প্রথম M4 রাইফেল দেখেছেন। আর নয়তো M4 রাইফেল দেখতে কেমন সেটাই ভাবতেন তিনি। তিনি কারো কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটা কী পিস্তল না বড় রাইফেলগুলোর মধ্যে একটি?

তিনি বলেন, তারা তাকে গুলি করেছে এবং এখন তারা এটিকে পুরোপুরি ঢাকার চেষ্টা করছে। তিনি জানান, তিনি কখনোই কারো উপর প্রতিশোধ নিবেন না। ড. আফিয়া তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন।

১৭ জুলাই ২০০৮ সালে তিনি গজনীতে একটি ছেলের সাথে ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আমি বলতে পারি না।"

তিনি এই ব্যাপারে শপথ করতে পারেননি। তিনি বলেন, তিনি শপথ করতে না পারার কারণ ছিল তার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ। তিনি তাকে

দেখেননি। এটা তার ছেলে হতে পারে। তবে আফিয়া কখনো শপথের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিবেন না।

তিনি বলেছেন যে, তিনি শপথ দিবেন গুরুত্ব সহকারে।

ড. আফিয়া জানান, তার সাথে একটি ছেলে ছিল। তাকে এক পলক দেখেছিলেন ঐ সময়। তিনি তখন স্বাভাবিক ছিলেন না। কোনো বেহুশ ব্যক্তিকে কোনো পরিস্থিতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা তিনি বৈধ বলে মনে করেন না।

ড. আফিয়া সেদিন তার কাছে থাকা বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবেন না বলে জানান। কারণ তিনি তার ব্যাগ চেক করেননি। তিনি সেগুলো প্রস্তুত করেননি। ওসব তার জিনিসপত্র ছিল না। সেই ব্যাগ তাকে দেয়া হয়েছে। তিনি জানেন না সেই ব্যাগে কী রাখা হয়েছিল।

ড. সিদ্দিকী মিথ্যা বলতে চাননি। তাই তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে চাননি। আফিয়ার ভাষ্যমতে, কিছু ডকুমেন্ট তার হাতে লিখা হতে পারে। সেগুলো একটি ম্যাগাজিন থেকে কপি করা। তিনি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবেন না। কারণ তার কিছুই মনে নেই। 'ডার্টি বোম্ব' তৈরির কথা তিনি লিখেননি এটাও বললেন।

আফিয়া জানালেন, আমাদেরকে বুঝতে হবে কোনো ব্যক্তি যদি গোপন কারাগারে থাকে এবং তাদের বাচ্চাদেরকে তাদেরই চোখের সামনে নির্যাতন করা হয়। তাদেরকে যদি কিছু করতে বলা হয় যেটা তারা জানে না। তাহলে তারা ম্যাগাজিন থেকে কিছু কপি করার মতো সবচেয়ে খারাপ কাজ করতে পারে।

কীভাবে বোমা বানানো যায় তা জানেন না তিনি। তার কাছে কোনো ক্লু নেই। এমনকি আগ্নেয়াস্ত্রের সাথেও পরিচিত ছিলেন না তিনি। তাকে সেই ব্যাগ দেয়া হয়েছে। তিনি জানেন না সেই ব্যাগে কী ছিল। তিনি ওসব ডকুমেন্টে কোনো ছবি আঁকেননি। আফিয়া জানান, তিনি কোনো ভালো আর্টিস্ট নন। তিনি হাত আঁকতে পারেন না। ডকুমেন্টে হাত আঁকা ছিল।

এমআইটিতে তিনি সম্ভবত পিস্তল সেফটি কোর্স করেন শারীরিক শিক্ষা কোর্সের অংশ হিসেবে। সবাই করত। এমআইটিতে থাকাকালীন বোস্টনের ব্রেইন ট্রি রাইফেল অ্যান্ড পিস্তল ক্লাবে কোনো পিস্তল কোর্স করেননি তিনি।

১৮ জুলাই ২০০৮ সালে আমেরিকানরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় এটা তিনি জানতেন না। আফিয়ার চিন্তা ছিল তাকে আবারো কোনো গোপন কারাগারে স্থানান্তর করা হবে। তারা কেনো তাকে প্রশ্ন করতে চাইবে তিনি বুঝতে পারলেন না। আফিয়া জানান, তাকে ২০০২ সাল থেকে প্রশ্ন করতে চায় না আমেরিকানরা।

তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে শিফা দান করেছেন। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আমেরিকানরা তার চিকিৎসা করিয়েছে। বাগরাম হাসপাতালে এরিকা নামের এক নার্স তার সাথে ভাল আচরণ করেছে জানিয়ে তিনি তার প্রশংসা করেন। তিনি যদি কোনো বই লিখে থাকেন তবে তার নাম উল্লেখ করবেন বলে জানান। কিন্তু তিনি বই লিখতে পারবেন বলে মনে হয় না। আফিয়ার মাথায় প্রচন্ড ব্যাথা ছিল। তিনি কয়েক মাস থেকে তার মাথার একপাশ দিয়ে ঘুমাতে পারেন না।

ড. আফিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে, এতে তার মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। কারণ তাকে জোরে ফেলে দেয়ার পরে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তিনি তার পিঠ নড়াতে পারেন না। তার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ছিল আঘাতের চিহ্ন। তার হাতের কব্জি ছিল ফোলা।

বাগরামের ক্রেগ জয়েন্ট থিয়েটার হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ের কথা তার মনে আছে। চারপাশে ছিল টিউব। তিনি একেবারেই নড়াচড়া করতে পারতেন না। তারা তার বুড়ো আঙুলে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিল। তার হাতে ছিল আইভি।

গুলি অপসারণের জন্য তার তলপেটে বড় রকমের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। ড. আফিয়া নিশ্চিত ছিলেন তাকে ব্যথার ঔষধ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি জানতেন না তারা তাকে কোন ঔষধ দিয়েছিল। তাকে মরফিন দেয়ার কথা বলা হয়নি। কিন্তু আফিয়ার বিশ্বাস তারা অবশ্যই এমন কিছু তাকে দিয়েছে যার কারণে তার চিন্তাভাবনা উলটপালট হয়েছে। তিনি ড্রাগের কথা বলতে চাচ্ছিলেন।

ড. আফিয়ার মনে আছে আইবুপ্রোফেনের কথা। ফেন্টানিলের কথা মনে নেই তার। জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তারা তাকে কী দিচ্ছে তা কখনোই বলত না তারা। বিছানার সাথে তার হাত-পা বেঁধে রাখা হতো। কখনো তার পা

একসাথে মিলাতে পারতেন না তিনি। এটি ছিল খুব অস্বস্তিকর। কিছুই করতে পারতেন না তিনি। এমনকি তার মুখে নিয়ে খেতে পর্যন্ত পারতেন না।

কখনো কেউই ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর এজেন্ট হিসেবে তাকে পরিচয় দেয়নি। তবে ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে তাকে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দুই-একদিন আগে। তাদের অনেকেই তাদের গলায় কিছু একটা পরত। সবাই না। তবে তারা যা পরত সেটা অন্যদিকে ফেরানো থাকত। যে কোনো স্টাফ রুমে আসার আগে তাদের ব্যাজ সরিয়ে দিত বা ঘুরিয়ে রাখত। একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন মিস্টার হারলি। যিনি এর আগে আদালতে ছিলেন। হারলি নিজের নাম ও আইডি দেখিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, তিনি এফবিআই এর সাথে আছেন। হারলি বলতেন, আফিয়ার তার সাথে কথা বলা দরকার নেই। তিনি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

তিনি ছিলেন একজন গার্ড। তিনি বসে থাকতেন। কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। আফিয়া তার সাথে কথা বলেননি। মেহতাব আসার আগে ও আফিয়াকে নিয়ে যাওয়ার আগে কেউই তাদের পরিচয় দেয়নি। এজেন্ট ব্রুস আফিয়াকে হুমকি দিত। সে অত্যন্ত অভদ্র একটা মানুষ। তার আচরণ আফিয়ার জন্য ছিল সাইকোলজিক্যাল ও ইমোশনাল টর্চার। আফিয়া এজেন্ট অ্যাঞ্জেলা সেরসারকে বলেছিলেন এই ব্রুসের ব্যাপারে কিছু একটা করার। তাকে যেনো কখনোই প্রবেশ করতে দেয়া না হয়। নার্সরা আফিয়ার ক্ষত পরিস্কার করতে আসলে ব্রুস দাঁড়িয়ে দেখতে চাইত। আফিয়া বাথরুমে গেলে সে ওয়াশরুমে দাঁড়িয়ে থাকত। তিনি অপারেশনের কারণে হাঁটতে পারতেন না। মহিলা গার্ডরা তাকে বাথরুমে নিয়ে যেত। ব্রুস গার্ডদের বলার চেষ্টা করত সে আফিয়ার কাছ থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। সে গার্ডদের প্রহরা আরো শক্ত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিত। সে মহিলা গার্ডদেরকে বুঝাত আফিয়া খুব ভয়াবহ মহিলা। তাদের মনে আফিয়ার জন্য ঘৃণা ভরে দিত ব্রুস। সে সব ধরণের মিথ্যা বলত। কথা বলার সময়ও ব্রুস সেই ব্যক্তি হবে না যার সাথে স্বেচ্ছায় কখনো কথা বলতে রাজি হবেন আফিয়া।

"এখনো সে আদালতে মিথ্যা কথা বলছে।" আফিয়া বলেন।

এজেন্ট ব্রুস এর আগে বাগরামে তার সাথে কী করেছে সে সম্পর্কেও তিনি আরো অনেক কিছু বলতে পারবেন বলে জানালেন আফিয়া। সে তাকে বহুবার ভয় দেখিয়েছে। অনেক বার এজেন্ট সেরসার এবং ব্রুস তাকে হুমকি দিয়ে বলেছে, আফিয়া যদি তাদের সাথে কথা না বলেন তবে তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়া হবে। আফিয়ার সঠিক শব্দগুলো মনে নেই। তবে তারা বলত, আফিয়া তাদের সাথে যদি কথা না বলেন, তবে তাকে খারাপ লোকদের মাঝে স্থানান্তর করা হবে।

ড. আফিয়া খারাপ লোকদের মাঝে ছিলেন। তাদের কাছে আর যেতে চাননি। তিনি বাথরুমে যেতে পারতেন না এজেন্ট সেরসার এবং ব্রুসের অনুমতি ছাড়া। তার খাবারের উপরেও নিয়ন্ত্রণ ছিল না তার।

ব্রুস খুব বেশি সময় না থাকলেও সে আসত রাতে। যখন তার আসার কথা নয়। সে জোর করে আফিয়ার রুমে ঢুকত। পুরো রাত রুমে কাটাত। আফিয়া ঘুমাতে পারতেন না। নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা নিরাপদ মনে হতো না। তাই আফিয়া বই পড়ার ভান করে বিছানায় বসে থাকতেন। আফিয়া ঘুম থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আর সহ্য করতে না পেরে এজেন্ট সেরসারকে বললেন আফিয়া।

সেরসার জানালেন, ব্রুস তার ঘরে আর আসবে না। ব্রুসের কোনো কাজ নেই আফিয়ার সাথে। আফিয়া এতে সন্তুষ্ট হলেন। এজেন্ট সেরসার কখনো নিজেকে একজন এফবিআই এজেন্ট হিসেবে দাবি করেননি। তবে তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন।

ড. আফিয়া তার পরিবারের ফোন নম্বর ক্রেগ জয়েন্ট থিয়েটারে দিয়েছিলেন। আফিয়া কখনোই কথা বলতে পারেননি তার পরিবার সাথে। তিনি পাকিস্তানি সরকারের কারো কোনো দর্শন পাননি ক্রেগ জয়েন্ট হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে। কেউই কখনোই তার কাছে আসেনি। আফিয়া জেনেভা কনভেনশনের অধীনে তার অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করেন। এটা ছিল এমন যে তার কোনো অধিকারই ছিল না।

আগেও গোপন কারাগারে নির্যাতন করা হয়েছে তাকে। বাগরাম ক্রেগ জয়েন্ট থিয়েটার হাসপাতালে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে আবারো একই অবস্থা

হতে চলছে তার সাথে। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, তারা তাকে কারো হাতে তুলে দেবে। তবে এবার এটি গোপন কারাগারে তার অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন ছিল। তিনি তাদেরকে সবসময় তার বাচ্চাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন। এদিকে তারাও আফিয়াকে তার বাচ্চাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করত।

তিনি এজেন্ট সেরসারের সাথে তার পরিবার এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কথা বলেছেন। এমনকি তিনি তার বাড়ির ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন এজেন্ট সেরসারকে। এজেন্ট সেরসার তাকে কিছু ছবি দেখিয়েছিলেন। কিছু লোককে চিনতে পারেন তিনি। তবে তার সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন তিনি।

আফিয়া খেতে চাইতেন না। তারা তাকে খাওয়ার চেষ্টা করত। তিনি খেতে পারেননি কারণ খাবার হজম করতে সমস্যা হতো তার। এক লোকমা খাবার খেলেও প্রচন্ড ব্যাথা হতো তার। তাদের চিন্তা ছিল অনাহারে মারা যাবেন আফিয়া। তাই আফিয়াকে খাওয়াতে হবে।

মিস্টার হুডসন যত্ন নিতে চাইতেন না আফিয়ার। তিনি ভালো মানুষ নন। আফিয়া এজেন্ট হারলিকে বলেছিলেন, তাকে আমেরিকা পাঠানোর পরিবর্তে, তিনি আমেরিকাকে যুদ্ধ শেষ করতে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারেন। হারলির উচিত এটি তার বসকে জানানো।

ড. আফিয়া কখনো বলেননি যে তিনি ২০০৮ সালের ১৮ জুলাই রাইফেল হাতে তুলেছিলেন। সেরসারকে কখনোই তিনি জিজ্ঞাসা করেননি কোনো ব্যক্তির হত্যাচেষ্টায় কী চার্জ আরোপ করা হবে?

তিনি কখনোই সেরসারের সাথে কথা বলার সুযোগ পাননি। তিনি যদি জানতেন যে, সেরসার একজন এফবিআই এজেন্ট, তাহলে তিনি সেরসারকে জানাতেন, তার বাচ্চাদের আটক রাখা হয়েছে। তারা তাকে হুমকি দিত তারা যা শিখিয়ে দিয়েছে তা একশত বার না বললে বা ভুল করলে তারা হত্যা করবে, ধর্ষণ করবে তার মেয়েকে। তারা তাকে হত্যা করবে।

তার একটি বাচ্চা ইতিমধ্যেই চলে গেছে না ফেরার দেশে। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, তারা কীভাবে মানুষজনকে ফাঁসাত। এখন আদালতেও একই কাজ করছে। সেখানে একটি দল আছে যারা আমেরিকান হওয়ার ভান করে আমেরিকার নামে খারাপ কাজ করে এবং এভাবেই তারা যুদ্ধ শুরু

করে। এই কারণেই আমেরিকা বেরোতে পারেনি আফগানিস্তান থেকে। আফিয়া জানেন কী চলছে। তাই তিনি যুদ্ধ শেষ করতে সহায়তা করতে পারেন।

আফিয়া বলেন, আপনি সমস্যা সম্পর্কে জানলে সহজেই তা নির্মূল করতে পারেন। যুদ্ধের সমাপ্তি এভাবেই হবে। এজন্য ড. আফিয়া একদিন তাকে কথা বলার সুযোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু সেই লোকেরা তাকে কখনোই সে সুযোগ দেয়নি।

তারা কারা? তারা যুদ্ধবাজ।

ড. আফিয়া কী M4 রাইফেল দিয়ে গুলি করেছিলেন?

পূর্বের অধ্যায়ে আফিয়ার রাইফেল শ্যুটিংয়ের ঘটনা নিয়ে যারা প্রশ্ন করছেন, তাদের জন্য আমি বিস্তারিতভাবে শ্যুটিংয়ের ঘটনা ঘিরে প্রসিকিউশন ও আফিয়ার বক্তব্য ব্যাখা করতে যাচ্ছি। ১৮ জুলাই ২০০৮ সালে গজনীতে আফগান ন্যাশনাল পুলিশ সদর দফতরের দ্বিতীয় তলায় এই ঘটনা ঘটে।

প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের সাক্ষ্য মতে, ড. আফিয়া চিফ ওয়ারেন্ট অফিসারের M4 রাইফেল নিয়ে রুমের ভেতর গুলি চালান। অন্যদিকে, ড. আফিয়া কোনো M4 রাইফেল ছুঁয়ে দেখা এবং শ্যুটিং করার বিষয় অস্বীকার করেছেন।

এই অধ্যায়ে, এফবিআই এজেন্ট হারলি, ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্ট মিস্টার কার্লো জে. রোজাতি, মিস্টার ডি জে. ফিফ, এবং Material Science and Metallurgy এক্সপার্ট মিস্টার বিল টবিনের সাক্ষ্যের বিস্তারিত আলোচনা করছি।

এজেন্ট হারলিকে মার্কিন সরকার কর্তৃক তদন্তের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। তার দায়িত্ব ছিল ঘটনাস্থলে গুলি চালানো তদন্ত করা এবং ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা। মিস্টার কার্লো জে. রোজাতি মার্কিন সরকার কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র, গানপাউডার পরীক্ষা ও অবশিষ্ট প্রমাণ এবং ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষার জন্য চুক্তিতে কাজ করছিলেন।

মিস্টার ডি জে. ফিফ, তাকে ফিংগারপ্রিন্টের প্রমাণ সম্বলিত জিনিসপত্র পরীক্ষা করার জন্য মার্কিন সরকার কর্তৃক চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়।

মিস্টার বিল টবিনকে নিয়োগ করে আফিয়ার ডিফেন্স। ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, কিছু ফিজিক্যাল এভিডেন্স ও সাক্ষীদের ইন্টারভিউ রিভিউ করে তিনি তার বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন।

আশা করি ড. আফিয়া M4 রাইফেল দিয়ে গুলি করেছেন কিনা সে সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল মতামতে পৌছতে সক্ষম হবেন পাঠক।

গুলির ব্যাপারে সবার বক্তব্য

চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার জানান, ড. আফিয়া তার M4 রাইফেল নিয়ে তার এবং রুমে থাকা অন্যদের দিকে নিশানা ঠিক করেন এবং রুমের ভেতর গুলি চালান।

ক্যাপ্টেন স্নাইডার বলেন, তিনি ড. আফিয়াকে পর্দার পেছনে বিছানায় বসে থাকতে দেখেছেন। আফিয়া তখন M4 রাইফেল কাঁধে নেয়ার চেষ্টা করেন এবং এটি তার দিকে নিশানা করেন। তিনি কমপক্ষে তিনটি গুলি ছুঁড়েন।

এজেন্ট নেগ্রন বলেন, ড. আফিয়া এক হাত দিয়ে M4 রাইফেলের ব্যারেল ধরে ছিলেন এবং তার অন্য হাতটি ছিল ট্রিগারে। দুটি থেকে তিনটি গুলি ছুঁড়েন তিনি।

দোভাষী গুল জানান, আফিয়া রাইফেলটি ধরে তাক করেন চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার, দুজন এফবিআই এজেন্ট এবং মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রতিনিধিদের দিকে। দুইটি গুলি করেন তিনি।

ডন কার্ড জানিয়েছেন, তিনি দেখেন ড. আফিয়া M4 রাইফেলটি ধরে আছেন। তারপর আফিয়া গুলি চালিয়ে দিলেন। কার্ড দেখতে পেলেন, বুলেট দেয়ালে আঘাত করেছে এবং তার সামনেই দেয়ালের টুকরো উড়ে যায়।

দোভাষী আমিন জানান, আফিয়া M4 রাইফেল ধরে চেঁচিয়ে বলছিলেন, "এখান থেকে চলে যাও"। তিনি গুলির আওয়াজ শুনেছেন। তবে গুলি কোথায় আঘাত করেছে তা জানেন না। বন্দুকের ব্যারেল ছিল সিলিংয়ের দিকে, সুতরাং দেয়ালের উপরে কোথাও বা সিলিংয়ে আঘাত করেছে গুলি।

ড. আফিয়া বলেন যে, তিনি M4 রাইফেল কখনোই হাতে নিয়ে আমেরিকান সেনার দিকে নিশানা করেননি বা গুলি করেননি।

একজন আফগান প্রত্যক্ষদর্শী বশির বলেন, রুমের ভেতর বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনেছেন তিনি। তবে তিনি ড. আফিয়াকে কোনো গুলি চালাতে দেখেননি।

তদন্ত

১৮ জুলাই, ২০০৮ এর শেষ রাতে মার্কিন সরকার এফবিআই এজেন্ট হারলি এবং বিশেষ এজেন্ট মাইকেল মুরহেডকে গজনীতে এএনপি সদর দফতরে শ্যুটিংয়ের ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব দেয়। দুজনকেই বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই জায়গায় যা ঘটেছে তা অনুসন্ধান করতে।

১৯ জুলাই, ২০০৮ এর প্রথম প্রহরে ড. আফিয়া বাগরাম হাসপাতালে থাকাকালীন উভয় এজেন্ট হাসপাতালে গিয়ে তার আঙুলের ছাপ, রক্ত এবং চুলের নমুনা সংগ্রহ করেন। কিন্তু তারা তার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেননি। ঘটনার সময় আফিয়া যে পোশাক পরেছিলেন তারা এর টুকরোও প্রমাণ হিসেবে সংগ্রহ করেননি।

তারা হাসপাতালের একজন চিকিৎসকের ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। তারপরে ইন্টারভিউ নেন এজেন্ট জেফারসন, এজেন্ট এরিক নেগ্রন, স্টাফ সার্জেন্ট উইলিয়ামস, ক্যাপ্টেন স্নাইডার, আর্মি মেডিক কার্ড, চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার, জন ক্যান্ডাল, দোভাষী আহমেদ গুল এবং অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিলেন বা কী ঘটেছে সেই সম্পর্কে ধারণা রাখতেন।

তারা ২২শে জুলাই, ২০০৮ সালে গজনীতে পৌঁছান এবং ২৪ জুলাইতে তারা প্রথমবারের মতো ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সেই রুমে প্রবেশ করে সবাইকে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। সম্পূর্ণ রুম পর্যবেক্ষণ করে রুমের একটি ভিডিও করলেন। ছোট ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে রুমে এবং এতে থাকা জিনিসপত্রের ছবি তোলেন তারা।

তারা রুমটির পরিমাপ করে একটি স্কেচ প্রস্তুত করেন। তারা দেয়ালের ছবি নিয়ে বন্দুকের গুলি বা গুলির কারণে দেয়ালে তৈরী হওয়া ক্ষত অনুসন্ধান করেন।

দেয়ালে দুটি ছিদ্র খুঁজে পেলেন তারা। এটি ঘরের মূল দরজায় প্রবেশের সাথে সাথে ডানদিকে ছিল। তাদের কাছে বন্দুকের গুলির কারণে তৈরী হওয়া ছিদ্র বলেই মনে হলো। এই দুটি ছিদ্রের একটি আপনি যদি মেঝে থেকে উপরে পরিমাপ করেন তাহলে সাত ফিট এবং পাঁচ ইঞ্চি উপরে। অন্য ছিদ্রটি ছিল মেঝে থেকে সাত ফুট এবং সাত ইঞ্চি উপর

সিলিংয়ের কাছাকাছি। রুমের পিছনের দেয়ালে দুটি অতিরিক্ত ছিদ্র আবিষ্কার করেন।

সম্ভবত বন্দুকের গুলির কারণেই তৈরী হয়েছে এই ছিদ্র। আরো একটি ছিদ্র পাওয়া যায় সিলিংয়ে। কিন্তু যখন এজেন্ট হারলি এটি ভালো করে দেখলেন তার মনে হলো এর চারপাশে কোনো হালকা ফিক্স বা সম্ভবত কখনো কোনো ফ্যান বা লাইট বা অনুরূপ কিছু ছিল। সুতরাং, এটি বন্দুকের গুলি হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি।

রুমটি চাক্ষুষ পরিদর্শন করে, তারা দেয়ালের গায়ে মোট চারটি ছিদ্র পেলেন। যেগুলো তাদের কাছে বন্দুকের গুলির কারণেই মনে হয়েছে। দেয়ালের ড্যামেজ বন্দুকের গুলির কারণেই হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন ছিল তাদের জন্য। প্রমাণ সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।

বুলেট বা অন্য কোনো জিনিস ছিল যার কারণে এই ছিদ্রগুলো তৈরী হয়েছে। তারা একটি ছিদ্র খনন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেয়াল ক্ষয় হতে শুরু করে। শক্ত গাঁথুনি থেকে ধূলিকণা বের হচ্ছিল। তারা খনন কাজ চালিয়ে গেলেন। তাদের সাথে থাকা বিশেষ বাহিনীর লোকেরা বলল, এটি আফগান থানা হওয়ায় তাদের আর দেয়াল খনন করতে দেওয়া হবে না। মার্কিন সম্পত্তি না এটা।

আমেরিকানদের আফগান সম্পত্তি ধ্বংস করা বা ঝামেলা পাকানোর অনুমতি ছিল না। তারা ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে মেঝে পর্যবেক্ষণ করেন। বুলেট, ক্যাসিং, বুলেটের টুকরা ইত্যাদির অনুসন্ধান করলেন তারা।

তারা দ্রুত রুমের চারপাশে হাঁটাচলা করেন। পাশাপাশি আসবাবের নীচেও চেক করেন। একটি গুলি পাওয়া গেল যা M9 আগ্নেয়াস্ত্র থেকে করা হয়েছে বলে মনে হলো। তারা ঘটনাস্থলের M4 রাইফেল সংগ্রহ করেন তবে এর ফ্ল্যাশলাইট এবং লেজার সরঞ্জাম ছাড়া। আর ক্যাপ্টেন ক্যান্ডালের কাছ থেকে একটি M9 সেমিঅটোমেটিক পিস্তল সংগ্রহ করেন।

২৫ আগস্ট, ২০০৮ সালে এই দুজন এজেন্ট ক্রাইম সিনে গেলেন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে। তারা এবার মই এবং বেশ কয়েকটি ভারী

যন্ত্রপাতি এবং একটি কুড়াল নিয়ে আসলেন। দেয়ালের কিছু অংশ কাটতে গেলে এসব ব্যবহার করতে হবে।

তাদের সাথে ছুরি এবং অন্যান্য কাটিং ইন্সট্রুমেন্ট ছিল। তারা শুরুতে বন্দুকের গুলি থেকে কোনো সম্ভাব্য ক্ষতি খুঁজতে প্রথমে রুমের আসবাবপত্র পরীক্ষা করেন।

তারপর, তারা রুমের আসবাবকে একপাশে সরিয়ে মেঝে পরীক্ষা করেন। এ উদ্দেশ্যে তারা কার্পেটটি সরিয়ে দিলেন। তারা নয় মিলিমিটার কার্টিজ পেলেন ফ্লোরে। সারা দিন পর্যবেক্ষণ করে তারা রুমে আর কোনো কার্তুজ বা গুলি খুঁজে পাননি।

দেয়ালের চারটি ছিদ্রের মধ্যে, উভয় এজেন্ট দুটি ছিদ্রের দিকে বেশি মনোযোগ দিলেন। এই দুটো ছিল রুমের দরজার সাথে ডান দিকে। এই দুটি ছিদ্র বন্দুকের গুলির কারণে হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তারা ছিদ্র দুটি খনন করতে শুরু করলে দেয়াল আবার ভেঙে পড়তে শুরু করে। তবু তারা পুরো ছিদ্র খনন করেন এর বাইরের দেয়াল পর্যন্ত এবং বিল্ডিংয়ের বাইরের দিকে। এসব ছিদ্রে তারা কোনো বুলেট বা বুলেটের টুকরো খুঁজে পাননি। এজেন্ট হারলি তখন ছাদে উঠে নীচে তাকালেন। সেখানে ছিদ্র আছে কি না দেখতে চাইলেন। কিছুই পেলেন না তিনি।

তারা প্রায় ২৫ বা ৩০ পাউন্ডের আবর্জনা রাখার জন্য ব্যাগ তৈরি করেন। এই আবর্জনা দেয়ালের ছিদ্র খনন করে প্রমাণ সংগ্রহের সময় বের হয়েছে। তারপর তারা হলুদ পর্দাটি খুলে ফেললেন বন্দুকের গুলি বা গানপাউডারের অবশিষ্টাংশ প্রমাণ হিসেবে সংগ্রহের জন্য।

মিস্টার জানাঘা কাজ করতেন আফগান ন্যাশনাল পুলিশ স্টেশনে। তিনি তাদেরকে আরো নয় মিলিমিটার কার্তুজ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তিনি শ্যুটিংয়ের ঘটনার ২০ থেকে ৩০ মিনিট পরে রুমে এটি পেয়েছিলেন।

ক্রাইম সিন তদন্তের সময়, উভয় এজেন্টই কোনো M4 গুলি বা এর টুকরো খুঁজে পাননি।

পরীক্ষায় M4 রাইফেলের গুলি মিলেনি

কার্লো জে. রোজাতি ছিলেন একজন ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্ট। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, রুমের কাছ থেকে পাওয়া নয় মিলিমিটারের গুলিটি ঘটনাকালীন M9 পিস্তল থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কী না। তিনি M9 পিস্তলটি পরীক্ষা করে জানান, একটি নয় মিলিমিটার বুলেট ঘটনার সময় M9 পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়। তিনি ঘটনাস্থলে পাওয়া দুটি কার্তুজের সাথে সেই M9 পিস্তলের কার্তুজের তুলনা করেন। তিনি বলেন, কার্তুজগুলো ছিল একই M9 পিস্তলের।

এছাড়াও ঘটনাস্থলের M4 রাইফেলটি এফবিআই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাকে সেই রাইফেলের সাথে তুলনা করার জন্য কোনো বুলেট, বুলেটের টুকরা বা কার্তুজ দেয়া হয়নি।

তিনি বন্দুকের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করে এটিতে কোনো বন্দুকের গুলি বা গানপাউডারের অবশিষ্টাংশ খুঁজে পাননি। রোজাতি আর কোনো রাসায়নিক পরীক্ষা করেননি। তিনি হলুদ পর্দার উপর বন্দুকের গুলি বা গানপাউডারের অবশিষ্ট রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে কিছুই পাননি।

পর্দাতে কোনো বুলেটহোল পাননি তিনি। তিনি পর্দার ম্যাক্রোস্কোপিক পরীক্ষা করেন। পর্দাটিকে আলোর সামনে ধরে রাখেন কিন্তু গুলি, গানপাউডার বা এর অবশিষ্ট কিছুই খুঁজে পেলেন না। তিনি তার উপসংহারে জানান, তিনি M9 পিস্তল এবং M4 রাইফেলের গানপাউডারের অবশিষ্টাংশ পর্দার উপর খুঁজে পাননি।

তিনি কোনো বুলেট বা বুলেটের টুকরো অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষাগারে সেই ব্যাগ পরীক্ষা করেন। যে ব্যাগে দেয়াল খননের পর ধ্বংসাবশেষের টুকরো ছিল। মেক্রোস্কোপিকভাবে এই পরীক্ষা করেন তিনি। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলেন না। ধাতব ডিটেক্টর ব্যবহার করে পরীক্ষা করেও কোনো বুলেট বা বুলেটের টুকরো খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই ব্যাগে থাকা ধ্বংসাবশেষে।

বুলেটের প্রভাব খুঁজে পেতে মিস্টার রোজাতিকে দুটি গর্তের মানসম্পন্ন ছবিও দেখানো হয়নি। একারণে তিনি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে সক্ষম হননি। তারপর তাকে দেখানো হয় দেয়ালের ভিডিও। কিন্তু এখানেও ভিডিওর মানের কারণে তিনি কোনো বুলেটের প্রভাব খুঁজে পেলেন না।

ডি জে. ফিফ একজন ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্ট এবং ফরেনসিক এক্সামিনার ছিলেন। কাজ করতেন এফবিআই প্রিন্ট অপারেশন ইউনিটে। তিনি M4 রাইফেল পরীক্ষা করে লুক্কায়িত ফিংগারপ্রিন্ট পাননি। তিনি এই জিনিসপত্র পরীক্ষা করেছেন এক্সামিনেশন রুমে যেখানে বড় ম্যাগনিফায়ার ছিল। মিস্টার ফিফ দুটি লাইট লাগালেন জিনিসপত্র পরীক্ষার জন্য। ম্যাগনিফায়ার ব্যবহার করে প্রতিটার উপরিভাগ পরীক্ষা করেন তিনি। তারপরে তিনি লেজার লাইট ও আল্ট্রা ভায়োলেট লাইট ব্যবহার করেন। তারপরে তিনি একটি সুপার গ্লু ফিউমিং মেথড ব্যবহার করেন। তবু কোনো ফিংগারপ্রিন্ট খুঁজে পেলেন না। তিনি চেষ্টা করলেন RUVIS বা Reflected Ultraviolet Imaging System নামে এক টুকরো সরঞ্জাম ব্যবহার করে পরীক্ষা করার। কিন্তু এবারো কোনো সুপ্ত ফিংগারপ্রিন্ট খুঁজে পেলেন না। শেষমেশ তিনি চেষ্টা করলেন জিনিসপত্রতে সাদা ফিংগারপ্রিন্ট পাউডার ব্যবহার করার। এবারো সুপ্ত ফিংগারপ্রিন্টের দেখা পেতে ব্যর্থ হন তিনি।

মিস্টার বিল টবিন, ডিফেন্স টিমের material science and metallurgy এক্সপার্ট ছিলেন। তিনি এর আগে ফরেনসিক হিসেবে এফবিআই ল্যাবে কাজ করেছেন। ধাতুবিদ এবং ডি-ফ্যাক্টো চিফ ফরেনসিক ধাতুবিদ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। তিনি এফবিআই ল্যাবরেটরি রিপোর্টসহ অসংখ্য কেইস ম্যাটেরিয়াল পর্যালোচনা করলেন। মামলার সাথে জড়িত কিছু ফিজিক্যাল এভিডেন্স পরীক্ষা করেন তিনি। তাছাড়াও সাক্ষীদের ইন্টারভিউ রিভিউ করেছেন। মিস্টার টবিন তার মতামত হিসেবে জানিয়েছেন, যে দুটি ছিদ্রকে 'গানশট ড্যামেজ' হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে তা M4 রাইফেল থেকে নয়।

তিনি বলেন যে, তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বুলেটের উৎপাদন এবং নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে। তিনি বুলেটের গতি ও দেয়ালে অনুপ্রবেশের ধরনও বিবেচনা করেছেন।

তিনি জানান, M4 রাইফেলের SS109 5.56 মিলিমিটার বুলেটটিতে M9 পিস্তলের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি গানপাউডার রয়েছে। নয় মিলিমিটার বুলেটের ১৩ দানা এবং SS109 5.56 মিলিমিটার বুলেটের ২৮.৮ দানা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তিনি।

মিস্টার টবিন বলেন যে, নয় মিলিমিটারের ক্ষেত্রে বন্দুকের ব্যারেলের ভিতরে সাধারণত প্রেশার থাকে প্রতি স্কয়ার ইঞ্চিতে ৩৫,০০০ থেকে ৩৭০০০ পাউন্ড। তবে SS109 5.56 মিলিমিটারের ক্ষেত্রে প্রেশার থাকে প্রতি স্কয়ার ইঞ্চিতে ৫৬,০০০ পাউন্ড। অর্থাৎ M4 রাইফেলের ভিতরে দ্বিগুণ প্রেশার থাকে।

তিনি আশ্চর্যজনকভাবে দেখলেন ক্রাইম সিন থেকে, বিশেষ করে দেয়ালের ছিদ্র থেকে কোনো SS109 5.56 মিলিমিটার গুলি উদ্ধার করা হয়নি। তিনি এটাও বলেন, M4 রাইফেলের গুলির অবশিষ্ট M9 পিস্তলের চেয়েও বেশি দূরত্বে ভ্রমণ করে।

সুতরাং, দেয়ালের ছিদ্রগুলো M4 রাইফেলের SS109 5.56mm পিস্তলের গুলির কারণে ছিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ড. আফিয়া এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তার মানসিক উপযুক্ততা

বিচারের শুনানির আগে ড. আফিয়া বিচারের মুখোমুখি হওয়ার মানসিক উপযুক্ততা নিয়ে বিরোধ ছিল প্রসিকিউশন ও ডিফেন্স আইনজীবীদের মাঝে। প্রসিকিউশন ও ডিফেন্স অ্যাটর্নিরা তাদের নিজস্ব মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের নিয়োগ করে আফিয়ার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য।

উপযুক্ততা শুনানির আগে মেন্টাল হেলথ রিপোর্টসমূহ জমা দেন সাইকিয়াট্রিস্টরা। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত আদালতে উপযুক্ততা শুনানিতে যা বলা হয়েছে, আদালতে সংঘটিত এসব ঘটনাপ্রবাহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করছি।

ড. আফিয়াকে আফগানিস্তানে ২০০৮ সালের ২৪ জুলাই সকাল আটটায় গ্রেফতার করা হয় এবং ৫ আগস্ট নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক রোনাল্ড এল. এলিসের কোর্টে হাজির করা হয়। উদ্দেশ্য আফিয়াকে তার অধিকার সম্পর্কে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করা। বিচারক এলিস ড. আফিয়াকে জানান,

১. আফিয়ার আছে চুপ থাকার অধিকার।

২. তার কোনো বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি যদি তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে তার কোনো বক্তব্য দেন তাহলে আর বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৩. তিনি যা কিছু বলেছেন সেসব তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. তার শর্তযুক্ত বা শর্ত ছাড়া জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

৫. আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন এবং কর্তৃপক্ষের দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদের সময় কাউন্সেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আছে আফিয়ার।

৬. যদি তিনি অ্যাটর্নি নিয়োগের সামর্থ্য না রাখেন তবে আদালত তার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করবে।

আফিয়া নির্দেশনা বুঝতে পারলেন। একটি ফিনান্সিয়াল এফিডেভিড পূরণ করে স্বাক্ষর করেন তিনি। এভিডেভিড অনুসারে তার কোনো সম্পদ, আয় নেই এবং তার কোনো কর্মসংস্থান নেই। কোর্ট তখন আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অ্যাটর্নি এলিজাবেথ ফিংককে নিয়োগ করে।

এলিজাবেথ ফিংক ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দায়িত্বরত অ্যাটর্নি। কোর্টই তাকে নিয়োগ দেয়। প্রথমদিকে আফিয়া তার বিরুদ্ধে অপরাধ মামলা ও অভিযোগ বুঝতে পারেননি। বিচারক তার সামনে অভিযোগগুলো পড়ার পর তিনি বুঝতে পারেন। অ্যাটর্নি ফিংক বিচারককে জানান, আফিয়ার তলপেটে দুইবার গুলি করা হয়েছে। এই আঘাতের কারণে আফিয়া প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন।

ফিংক এটাও জানান যে, তিনি ক্ষতস্থানের ড্রেসিং দেখেছেন। সেখানে ক্ষত ছিল। সেই ক্ষত থকে রক্ত বের হচ্ছিল। তিনি আদালতকে অবগত করেন আফিয়াকে এন্টিবায়োটিক বা পেইন কিলার দেয়া হয়নি। এছাড়াও আফিয়া পানিশূন্যতায় ভুগছিলেন।

ফিংক আদালতকে আরো জানান, আফিয়া একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। সুতরাং বিচারকালে তার ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। ফিংক কোর্টকে আফিয়ার জন্য হালাল ডায়েটের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

বিচারক জানান, তিনি এটি নোট করে রাখবেন যে, আফিয়া বুলেটের ক্ষতের জন্য যন্ত্রণায় ভুগছিলেন এবং তার চিকিৎসা প্রয়োজন।

প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি মিস্টার লাভিগন জানান, আফিয়া আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার যাত্রা পর্যন্ত প্লেনে তার সাথে একজন ফিজিশিয়ান ছিলেন তাকে চিকিৎসা দেয়ার জন্য।

১১ আগস্ট ২০০৮ সালে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বিচারক হেনরি বি. পিটম্যানের সামনে উপস্থিত হন ফিংক। তিনি গিডিওন অলিভার, সারাহ কুনস্টলার ও ড্যানিয়েল মেয়ার্সের পরিচয় করিয়ে দেন। তারা ফিংকের সাথে কাজ করতেন। ফিংক অ্যাটর্নি এ্যালেইন হুইটফিল্ড শার্পের সাথেও পরিচয়

করিয়ে দেন। এ্যালেইন ২০০৩ সাল থেকে আফিয়ার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ফিংক কোর্টের কাছে আর্জি জানান আফিয়ার জন্য পেইন মেডিকেশনের ব্যবস্থা করা ও তাকে হুইলচেয়ার ব্যবহারের অধিকার দেয়ার জন্য।

বিচারপতি লাভিগনকে আফিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। জানতে চান ব্রুকলিনে এমডিসি বা মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে আফিয়া কোনো ফিজিশিয়ান দেখিয়েছেন কি না।

লাভিগন জানান, বিওপি বা ব্যুরো অব প্রিজনের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে আফিয়াকে মেডিক্যাল প্রফেশনাল দেখেছেন। তবে লাভিগনের সন্দেহ সেই ব্যক্তি কোনো মেডিক্যাল ডাক্তার নয়।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, ফিজিশিয়ান কেনো আফিয়াকে দেখতে পারবেন না? এর কারণ কী?

লাভিগন জানান, ড. আফিয়া পুরুষ মেডিক্যাল ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। আর বিওপি বা ব্যুরো অব প্রিজনে কোনো মহিলা মেডিক্যাল ডাক্তার নেই।

৮ আগস্ট ২০০৮ সালে, ফিংক কোর্টকে জানান, ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সেলর, নিউইয়র্কে পাকিস্তানের একজন উচ্চ পর্যায়ের কূটনীতিবিদ ও গিডিওন অলিভার এমডিসি ব্রুকলিনে আফিয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন।

অলিভার পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, আফিয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। আফিয়া মহিলা ডাক্তার দেখাতে চান।

ফিংক মিস কুস্টলারকেও জানিয়েছেন, আফিয়াকে কোনো ডাক্তার দেখেনি এখনো। কুস্টলার এমডিসির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন। এমডিসি অ্যাটর্নি এ্যাডাম জনসনের সাথেও কথা হয়েছে তার। ফিংক আফিয়াকে বিওপি হেফাজত থেকে বের করে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন।

আদালত লাভিগনকে জিজ্ঞেস করেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে আফিয়াকে ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না।

মিস শার্প মেডিক্যাল ইস্যুর ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কোর্টকে জানান, আফিয়ার তলপেটে গুলির ক্ষত ছিল। তিনি আফিয়ার বুক থেকে নাভী পর্যন্ত সেলাইয়ের দাগ দেখেছেন। এই সেলাই ছিল আট থেকে দশ ইঞ্চি লম্বা। আফিয়ার মতো ছোটোখাটো মানুষের শরীরের জন্য বেশ লম্বা সেলাই এটি। শার্প আরো জানান, আফিয়ার অন্ত্রের বেশ কিছু অংশ নেই। একারণে তার হজমে সমস্যা হচ্ছিল। আফিয়া ইন্টারনাল ব্লিডিংয়ের কথাও বলেছিলেন। তাই তার একজন ফিজিশিয়ান দেখানো দরকার। তাছাড়া আফিয়া কোনো ফিজিক্যাল থেরাপিও পাননি। তার নড়াচড়া ও উঠাবসার কারণে তলপেটের সেলাইও ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

শার্প বলেন, ড. আফিয়াকে একজন ইন্টারনিস্ট চেক করে তারপর একজন জেনারেল এবডমিনাল সার্জনের কাছে রেফার করা যেতে পারে। যিনি এমআরআই ও সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে ব্লিডিং সনাক্ত করতে পারেন। নয়তো গুরুতর ইনফেকশন তৈরী হতে পারে।

আদালত তখন ২৪ ঘন্টার মধ্যে একজন মেডিক্যাল ডাক্তার দিয়ে আফিয়ার শারীরিক পরীক্ষা করার আদেশ দেন।

২০০৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর আফিয়ার বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়।

- ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ২৩৩২ (বি)(১) এবং ৩২২৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন নাগরিকদের হত্যার চেষ্টা করা।
- ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ১১৪(৩) ও ৩২২৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হত্যার চেষ্টা করা।
- ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ৯২৪ (সি)(১)(এ)(৩), ৯২৪(সি)(১)(বি)(২) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা।
- ১৮ ইউ.এস.সি ১১১(ক)(১) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অফিসার ও কর্মচারীদের (দোভাষী ১) বিরুদ্ধে আক্রমণ।
- ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ১১১(ক)(১) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অফিসার এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ (এফবিআই বিশেষ এজেন্ট) এর উপর আক্রমণ।

- ১৮ ইউ.এস.সি সেকশন ১১১(ক)(১) এবং ৩২৩৮ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অফিসার এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তা ২) আক্রমণ।

প্রতিটি অভিযোগে যা বলা হয়েছে তা ঘটেছে ২০০৮ সালের ১৮ জুলাই গজনীতে আফগান ন্যাশনাল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের একটি চিঠির মাধ্যমে ফিংক কোর্টকে জানান, আফিয়া যখন ২০০৮ সালের ৮ আগস্ট পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করেন তখন তার হাত হ্যান্ডকাফ দিয়ে পেছনে বাধা ছিল। তাকে এমডিসির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হুইলচেয়ার ছাড়াই। বিবস্ত্র করে তল্লাশী করা হয় আফিয়াকে। ভিজিটর থেকে পৃথক একটি সেলে নেয়া হয় তাকে। সেটা প্লেক্সিগ্লাস দিয়ে মোড়ানো ছিল। ফিংক জানান, ৯ আগস্ট ২০০৮ সালে তিনি ও তার টিম দুই ঘন্টার জন্য আফিয়ার সাথে দেখা করেন। আশপাশে মানুষজন যাতায়াতের কারণে তারা বিরক্তবোধ করছিলেন। তাদের ভিজিটের পরেও আফিয়াকে নগ্ন তল্লাশী বা স্ট্রিপ সার্চ করা হয়। ফিংক বলেন, এই ভিজিটের পর আফিয়া সব ভিজিট অস্বীকার করেন। এই নগ্ন তল্লাশী এড়ানোর জন্যই এমনটা করেন তিনি।

তিনি এটাও জানান, এমডিসি ব্রুকলিনে সাইকোলজিক্যাল স্টাফরা আফিয়ার মানসিক অবস্থার মূল্যায়ন করেছে।

সাইকোলজিক্যাল স্টাফ রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায়, আফিয়া তার সেলে খাবার খেতে চাইতেন না। আফিয়া শুধু কাঁদতেন। অদ্ভুত সব অনুরোধ করতেন তিনি। এর মধ্যে একটি ছিল, তার খাবারে যে টার্কি দেয়া হতো সেটা রেফ্রিজারেটরে রাখতে বলতেন তিনি। যাতে তার ছেলের জন্য পাঠানো যায়।

চিফ ম্যাজিস্ট্রেট জাজ পিটম্যানের আদেশে ফিংক আফিয়ার পরীক্ষার জন্য একজন সাইকোলজিস্ট ড. এন্টোনিয়া সেড্রোনকে নিয়োগ করেন। কিন্তু এমডিসির নিয়ম অনুসারে, ড. সেড্রোনের সাথে দেখা করার আগে আফিয়ার নগ্ন তল্লাশী করা হবে। এ কারণে তিনি আফিয়ার পরীক্ষার জন্য দেখা করতে পারেননি। কিন্তু ফিংকের অনুরোধে ড. সেড্রোন এমডিসি স্টাফের করা সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট রিভিউ করে একটি এনালাইসিস রিপোর্ট করেন।

এতে তিনি বলেন, এমডিসিতে কারাবাসের পর থেকে আফিয়ার মানসিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

ফিংক সেই চিঠির মাধ্যমে জানান, ড. আফিয়াকে তার অ্যাটর্নি, কোনো প্রকার মানসিক সহায়তা ও তার পরিবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, আফিয়া মাসে একবার তার পরিবারের কাছে ও দুই সপ্তাহে একবার লিগ্যাল কল করতে পারতেন। তিনি জানান, ড. সিদ্দিকী তার সাথে ফোনে কথা বলতে চাইতেন না। শেষমেশ ফিংক পর্যবেক্ষণ করেন ড. আফিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বা বিচারে দাঁড়ানোর জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। তার প্রয়োজন ছিল মেডিক্যাল প্রফেশনালদের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা। যারা টর্চার ভিক্টিমের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে। আফিয়ার দরকার ছিল ধারাবাহিক চিকিৎসা যা তার মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক করতে পারে।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে বিচারক বারম্যান স্ট্যাটাস কনফারেন্স আয়োজন করলে আফিয়া এতে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। বিচারক বারম্যান মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। তবে আফিয়া কোর্টে উপস্থিত ছিলেন না। ফিংক চাচ্ছিলেন হয় কোর্ট এমডিসিতে যাবে নয়তো ভিডিওর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যাতে আফিয়াকে নগ্ন তল্লাশীর মধ্য দিয়ে যেতে না হয়।

আফিয়া খুব ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব একা। শুধুমাত্র জেল প্রিজন কর্মকর্তাদের সাথেই আফিয়ার কথা হয়েছে। ফিংক ভাবলেন, তাদের মধ্যে কেউ এফবিআই এজেন্ট যাদের সাথে আফিয়া কথা বলতে চাচ্ছিলেন। তিনি তার সন্তানদের ব্যাপারেও পেরেশান ছিলেন। আফিয়া জানতেন একজনকে পাওয়া গেছে।

বিচারক বারম্যান ফিংকের কথার বিরোধিতা করে বলেন এমডিসিতে আফিয়াকে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং করতে বলা হলেও আফিয়া করেননি। বিচারক আরো বলেন আফিয়ার মানসিক সহায়তার জন্য কী করতে হবে সেটা কোর্ট ইতিমধ্যে খুঁজে বের করেছে।

আফিয়া যে গাইনোকোলজিক্যাল সমস্যায় ভুগছিলেন এ ব্যাপারেও কোর্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ফিংক। এটা কোর্টে জনসম্মুখে বলা যাবে

না। তবে বিষয়টা গুরুতর। তিনি জানান আফিয়া আমেরিকা আসার পর থেকেই গাইনোকোলজিক্যাল সমস্যা শুরু হয়েছে। এ সমস্যাগুলোর ব্যাপারে বাগরামের অসম্পূর্ণ মেডিক্যাল রিপোর্টেও বলা হয়েছে। ফিংক একজন নারী ডাক্তার দিয়ে আফিয়ার গাইনোকোলজিক্যাল পরীক্ষার অনুরোধ করেন। কোর্ট একজন নারী ডাক্তার দিয়ে আফিয়ার গাইনোকোলজিক্যাল পরীক্ষাসহ সব রকম শারীরিক পরীক্ষার আদেশ দেন।

৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি লাভিগন চিঠির মাধ্যমে কোর্টকে জানান, অটিসভিলের ফেডারেল কারেকশনাল সেন্টার থেকে একজন নারী ডাক্তার আফিয়ার পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারকে জানানো হয় সেই নারী ডাক্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও আফিয়া পরীক্ষা করাতে রাজি হননি।

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে এক মেমো অনুমোদনের মাধ্যমে কোর্ট বিওপিকে আদেশ দেয় এমডিসিতে ড. আফিয়ার সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা করে কোর্টকে জানাতে এবং অতিসত্ত্বর অ্যাটর্নিদের এর ফলাফল জানাতে হবে।

৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে কোর্টের একটি আদেশের মাধ্যমে জানানো হয় সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষার সাথে ফরেনসিক পরীক্ষাও করতে হবে এমডিসিতে।

বিওপি ওয়ার্ডেন ক্যামেরুন লিন্ডসি চিঠির মাধ্যমে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে কোর্টকে জানান, এমডিসি সাইকিয়াট্রিস্ট ডিয়ানে ম্যাকলিন এমডি ড. আফিয়ার সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা করেন সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ। এটাও জানানো হয় ম্যাকলিন ২ সেপ্টেম্বর আফিয়ার উপর প্রথম পরীক্ষা করেন। তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন, উৎকণ্ঠায় ভুগছিলেন। তার ছেলেকে নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তিনি। তার মেয়েকেও সেলের মধ্যে দেখতে পেতেন। জানানো হয়, আফিয়া ম্যাকলিনকে কোনো সহায়তা করেননি পরীক্ষার ক্ষেত্রে। কোনোপ্রকার ওষুধ খেতেও চাননি তিনি। তার মতে, এতে কোনো লাভ হবে না। ৯ সেপ্টেম্বর যে দ্বিতীয় সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা ম্যাকলিন করেন, এতে আফিয়ার 'এক্সিস আই' ধরা পড়ে। এক রকম মানসিক ব্যাধি এটি।

ম্যাকলিন জানান, ইন্টারভিউয়ের সময় আফিয়া কম্বল দিয়ে তার চেহারাসহ সারা শরীর ঢেকে রেখেছিলেন। তিনি খুব ভদ্রভাবে জানান, তিনি কোনো সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলতে চান না। এটাও বলেন তিনি কোনো মেডিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে চান না। কারণ তিনি ঠিক আছেন। এখানে কারো তার ব্যাপারে কোনো চিন্তা নেই। ম্যাকলিন তাকে ঘুম, রুচি ও খাবার নিয়ে প্রশ্ন করলেও তিনি উত্তর দেননি।

লগ বুকের নির্দেশনা অনুসারে, তিনি রমাদ্বান শিডিউল অনুসারে খেতেন ও ঘুমাতেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে ফিংক কোর্টকে লিখা চিঠিতে আফিয়ার বর্তমান অবস্থা ও চিকিৎসার কথাও জানান। তিনি জানান, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সাল থেকে তিনি আফিয়ার শারীরিক অবস্থার প্রকৃতি ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানার জন্য নিউইয়র্ক সিটি এরিয়াতে গবেষণা করছিলেন। কয়েকজন সাইকিয়াট্রিক, ইউনিট ম্যানেজার ও হসপিটাল প্রশাসকের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারলেন নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশনের এলমহার্স্ট হসপিটাল এর ফরেনসিক ইউনিটে কাস্টডিয়াল সেটিংয়ে আফিয়ার চিকিৎসা করা যাবে।

ফিংক জানান, আফিয়ার সাথে তার ফোনকলে কথা হয়েছে। এই কলের আগে মিস কুনস্টলারকে এ্যাডাম জনসন জানিয়েছেন আফিয়া কোনো লিগ্যাল মেইল গ্রহণ করছেন না। যখন আফিয়া জানলেন চিঠিগুলো পাকিস্তানে তার পরিবারের হেফাজতে তার ছেলেকে দেয়া প্রসংগে তখন তিনি তা খুলে তাদের পুনর্মিলনীর ছবি দেখেন ও তার সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। ড. আফিয়ার কষ্ট ও পীড়া ফোনের মাধ্যমে বুঝা গেল যখন আফিয়া বললেন তার ছোট দুই সন্তানকে তিনি সেলে দেখতে পান। তিনি এই হ্যালুসিনেশনের সমস্যায় জর্জরিত।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে প্রসিকিউশন কোর্টকে চিঠিতে জানায়, তারা বিশ্বাস করে ড. আফিয়ার উপযুক্ততার শুনানি ও সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার জানায়, সেকশন ৪২৪১ অনুসারে কোর্ট তখনই উপযুক্ততা শুনানি করতে পারবে যখন বিশ্বাসযোগ্য কারণ পাওয়া যাবে যে ড. আফিয়া মানসিক রোগে ভুগছেন। আর তাই আফিয়া তার

বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রমকে বুঝতে পারবেন না বা নিজের পক্ষে কথা বলতে পারবেন না। সরকার জানায়, উপযুক্ততা শুনানিতে কোর্টকে ডাস্কি টেস্ট করতে হবে অর্থাৎ—

১. প্রমাণ করতে হবে আসামী কারণবশত ও প্রয়োজন মাফিক তার আইনজীবীর সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত থাকতে পারবেন।

২. আসামী নিজের বিরুদ্ধে বিচার কাজের যৌক্তিক ও বাস্তব জ্ঞান থাকতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা ও উপযুক্ততা শুনানিকে সর্বোত্তম মনে করে। কারণ এতে উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট রেকর্ড পাওয়া যাবে। কারাগারে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালরা আফিয়ার সাথে কমই কথাবার্তা বলতে পেরেছেন। আর কোর্টের দেখা ট্রিটমেন্ট রেকর্ডগুলোতে বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণ ছিল। সরকার এটাও জানায় কোর্ট আফিয়াকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়নি। আর ডিফেন্স কাউন্সেল সরাসরি তার সাথে কথা বলতে পারেনি। কিছু ফোন কন্টাক্ট হয়েছে শুধু। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা যারা ২০ ঘন্টা আফিয়ার সাথে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা সফরে ছিলেন ও কিছু কথাবার্তা বলতে পেরেছিলেন তাদের মতে আফিয়ার মাঝে মানসিক রোগ বলতে কিছু নেই। এসব কারণে সরকার কোর্টকে অনুরোধ করেছে—

- ৩০ দিনের মাঝে ড. আফিয়ার সাইকিয়াট্রিক পরীক্ষা হবে বিওপির নির্ধারিত কোনো ফ্যাসিলিটিতে।
- সাইকিয়াট্রিক রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে।
- উপযুক্ততা শুনানির তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে কোর্ট আরেকটি কনফারেন্স আয়োজন করে প্রসিকিউশন ও ডিফেন্স অ্যাটর্নির পেশকৃত অনুরোধপত্র নিয়ে আলোচনার জন্য।

আফিয়া কোর্টে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি মিস্টার রাসকিন জানান, সরকার কিছু মেডিক্যাল রিপোর্ট, এমডিসি'র সাইকিয়াট্রিস্ট ও সাইকোলজিস্টের রেকর্ড রিভিউ করার সুযোগ পেয়েছে।

রেকর্ডে দেখা যায়, আফিয়া যেকোনো পরীক্ষায় উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন। তিনি সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলেছেন তবে এগুলো পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। সরকার কোর্টকে জানায়, ফেডারেল আইন অনুসারে কোর্ট আফিয়ার ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিক পরীক্ষা করতে পারবে তার উপযুক্ততার শুনানির জন্য।

সরকার আদালতকে পরামর্শ দেয় পরীক্ষার সাথে সাইকিয়াট্রিস্ট দ্বারা করা একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার আদেশ দিতে। ড. আফিয়ার উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য কোর্টে শুনানির ব্যবস্থা করতেও বলেন তারা।

ফিংক জানান, ড. আফিয়া বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত নন। তিনি সেলে চিৎকার করেন ও বাইরে আসতে অস্বীকার করেন।

ফিংক বলেন, ড. আফিয়া মানসিকভাবে অসুস্থ, তিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত নন। তিনি তার মানসিক কষ্টের জন্য কাউকেই স্পর্শ করতে দিতেন না। তার চিকিৎসা দরকার, মানসিক অবস্থা মূল্যায়ন নয়।

চিকিৎসা কেবল এলমহার্স্ট হাসপাতালেই হতে পারে। উভয় পক্ষের কথা শুনার পর বিচারক বারম্যান অ্যাটর্নিদের মনে করিয়ে দেন ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সালে এমডিসির ওয়ার্ডেন ক্যামেরুন লিন্ডসির চিঠির কথা। যেখানে এমডিসি থেকে মানসিক ও শারীরিক উভয় সহায়তার কথাই বলা হয়েছে যা আফিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

তিনি বলেন, চিঠিতে বলা হয়েছে এমডিসি স্ক্রিনিং ও মেন্টাল স্ট্যাটাস মনিটরিং করে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত। কোর্ট প্রসিডিং ও অ্যাটর্নিদের সাবমিশনের উপর ভিত্তি করে বিচারক বারম্যান তার ফাইন্ডিং জানান।

এতে বলা হয়, কনফারেন্স শুনানিতে আফিয়ার অনুপস্থিতি ইচ্ছেকৃত। আর এরকম পরিস্থিতিতে ফেডারেল রুল অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর ১১ (এ)(৪) এর অধীনে কোর্ট ড. আফিয়ার জন্য একটি 'Not guilty plea' করতে হবে। কিন্তু তিনি কোনো plea বা কৈফিয়ত আবেদন করতে অস্বীকার করেন।

ফিংক জানান, কোর্টে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো কৈফিয়ত পেশ করতে তার আপত্তি নেই। তবে এটা তিনি মানেন না যে আফিয়া ইচ্ছে করে, জেনেশুনে নিজেকে অনুপস্থিত রেখেছেন।

ফিংক কোর্টে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। সাইকোলজিস্ট ডায়না গুইয়েরো কম্ব আফিয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন এমডিসিতে। ডায়না বলেন, রুমে কয়েক মিনিট পরেই আফিয়া কান্নাকাটি করে দরজায় গিয়ে ডায়নাকে বলেন তিনি কোর্টে যাবেন না। কারণ ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে তার মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় যে ভিডিও করা হয় সেটা হয়তো ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া হবে বা হয়েছে।

আফিয়া জানান, তার কোর্টে যেতে লজ্জা লাগবে। কারণ কোর্টে উপস্থিত লোকেরা তার বিবস্ত্র ভিডিও ইন্টারনেটে দেখে ফেলেছে।

পূর্ববর্তী প্রসিডিং, কাউন্সেলের সাবমিশন, কোর্টের আদেশ, অ্যাটর্নিদের অনুরোধ ও উপযুক্ততা নির্ণয় এবং আদালত কর্তৃক অ্যাটর্নিদের দেয়া বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করে ২০০৮ সালের অক্টোবরে আদালত এই আদেশ করেন যে, ড. আফিয়া মেডিক্যালি ফিট এবং মানসিকভাবে উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণের জন্য শুনানি হবে।

এতে তার বিরুদ্ধে মামলার প্রকৃতি এবং পরিণতি বুঝা যাবে। তার প্রতিরক্ষায় যথাযথভাবে সহায়তা করার জন্য ১৮ ইউ.এস.সি ৪২৪১(বি) এবং (সি) অনুসারে ১৭ ডিসেম্বর ২০০৮, সকাল ১০ টায় বা তার আগে শুনানি হবে।

আদালত আরো আদেশ দিয়েছেন যে, শুনানির আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব প্রিজন মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটিতে ড. আফিয়ার সম্পূর্ণ মেডিক্যাল মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পরিচালিত হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ৩০ দিনের সাইকিয়াট্রিক এবং সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা এবং উপযুক্ত মেন্টাল হেলথ ট্রিটমেন্ট। ড. আফিয়া মেডিক্যালি ফিট কিনা এবং মানসিকভাবে বিচারে দাঁড়ানোর যোগ্য কিনা তা মূল্যায়ন করা হবে।

অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে মামলার প্রকৃতি ও অগ্রসর হওয়ার পরিণতি এবং ১৮ ইউ.এস.সি ৪২৪১(বি) এবং ৪২৪৭(বি) অনুসারে বিচারের সময় তার প্রতিরক্ষায় যথাযথ সহায়তা করা হবে।

কোর্ট আরো আদেশ দেয়, যে ফ্যাসিলিটিতে আফিয়ার চিকিৎসা ও পরীক্ষা হবে সেখানে আফিয়ার অবস্থা ও মানসিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সরঞ্জামাদি থাকতে হবে।

১ অক্টোবর ২০০৮ সালে কোর্টের আদেশ মোতাবেক আফিয়াকে ২ অক্টোবর টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থ এর কার্সওয়েলে এফএমসি বা ফেডারেল মেডিক্যাল সেন্টারে পাঠানো হয়।

৬ নভেম্বর ২০০৮ সালে কোর্ট সাইকোলজিক্যাল মূল্যায়ন রিপোর্ট পায় এফএমসির ফেডারেল ব্যুরো অব প্রিজনের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের পিএইচডি ফরেন্সিক সাইকোলজিস্ট লেসলি পাওয়ার্স এর কাছ থেকে।

ড. পাওয়ার্স, ফরেন্সিক টিম এবং কারেকশনাল ও মেডিক্যাল স্টাফরা আফিয়াকে পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। ড. আফিয়া তার ভাই মুহাম্মাদ সিদ্দিকীর সাথে কথা বললে সেটাও মনিটর করা হয়।

মূল্যায়ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ড. আফিয়া এফএমসিতে পৌঁছালে তিনি ভিজ্যুয়াল সার্চ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে রাজি হননি। ব্যুরো অফ প্রিজনস নীতি অনুসারে, এতে অনাবৃত হওয়া দরকার ছিল।

তারপরে একটি ফোর্স টিম ব্যবহার করা হয়, এবং একটি ভিডিও ক্যামেরা আনা হয়েছিল।

ড. আফিয়া ভিডিও ক্যামেরা দেখেই চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন। আফিয়া বললেন, ইতিমধ্যে তাকে ক্যামেরা দিয়ে একবার হত্যা করা হয়েছে। অবশেষে, তিনি স্বেচ্ছায় এই সার্চে রাজি হন। যেহেতু মহিলা কর্মকর্তা সার্চ করতে আসেন এবং ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়নি। কার্সওয়েলে পৌঁছলে তার খাওয়ার অভ্যাস সম্পর্কে কিছু উদ্বেগ দেখা দেয়। কারণ তিনি এমডিসিতে বেশ কিছু খাবারের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তার রুচিও ছিল অত্যন্ত কম। তার খাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন যে, তিনি খেতে রাজি নন এমন নয়, বরং তার কোনো ক্ষুধা এবং রুচি নেই।

তিনি বেশিরভাগ সময় নিজের রুমে কাটান এবং নিজেকে বাকি রোগী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। তিনি আল কুরআনের কপি চেয়েছিলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি কুরআন খুব ভালভাবে পড়তে পারেন না।

তার ধর্মীয় কারণে, তিনি একটি সাধারণ ট্রে চাইলেন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে ও তার ডায়েটের প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করে এই খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা হতো। প্রথমবার খাবার ট্রে তাকে পরিবেশন করা হলে তিনি রিপোর্ট করেন, তার খাবারের স্বাদ তিক্ত। তাছাড়া এক বা দুই লোকমা খাওয়ার সাথে সাথেই তলপেটে তীব্র ব্যাথা হয় তার। তিনি তার অডিটরি হ্যালুসিনেশনের কথাও জানান। তিনি স্টাফদের বলেন, নিচে তার বাচ্চাকে দেখেছেন তিনি। বাচ্চার কাছে যাওয়ার অনুরোধ করেন আফিয়া। কখনোবা তিনি বলেছেন তার সন্তান রুমে তাকে দেখতে এসেছে। তিনি কান্না করে বললেন, সে শুকিয়ে গিয়েছে। তারা তাকে খেতে দেয় না বলে তিনি মনে করেন। তিনি এই কথা অন্যান্য রোগী, তার ভাই ও পাকিস্তান কনস্যুলেটের এক প্রতিনিধিকেও জানান। এফএমসি'তে তিনি কোনো সাইকোট্রপিক মেডিকেশন ও রুটিন মেডিক্যাল কেয়ার নিতে চাননি। তিনি জানান, কোর্ট তাকে ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। মেরে ফেলেছে তাকে। তাই তিনি আর কোনো শুনানির জন্য কোর্টে যেতে চান না। অ্যাটর্নি, মেডিক্যাল কর্মী, কোর্ট অফিসার, মানসিক অবস্থা পরীক্ষক কাউকে বিশ্বাস করতেন না তিনি।

ড. পাওয়ার জানান, ড. আফিয়া তার মানসিক অসুস্থতার জন্য সেই সময় বিচারকার্যের জন্য অনুপযুক্ত ছিলেন। তিনি জানান, ড. আফিয়ার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হয়েছে। আফিয়া কোনো কিছুতে অংশ নিতে চাইতেন না। খেতে অরুচি, ঘুম ও মনোযোগ জনিত সমস্যাও ছিল তার। পাওয়ার জানান, সঠিক সাইকোট্রপিক মেডিকেশন এই ডিপ্রেশন ও সাইকোটিক সিম্পটম দূর করতে পারে এবং তার উপযুক্ততায় প্রভাব রাখতে পারে। তবে তারা চিকিৎসা এগিয়ে নিতে পারছেন না ড. আফিয়ার মেডিকেশন নেয়ার অনিচ্ছার ফলে। এরকম চিকিৎসার অভাবে ড. আফিয়া বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনুপযুক্ত থেকে যাবেন।

এর পরে, সরকার এবং ডিফেন্স অ্যাটর্নি উভয়ই তাদের নিজস্ব মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের ড. আফিয়ার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য নিয়োজিত করে।

মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উভয় পক্ষের প্রফেশনালদের বক্তব্য অনুসারে ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশনাবলী দেন।

১. মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের এফএমসি কার্সওয়েল এবং মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টার ব্রুকলিনে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে পরীক্ষা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে।
২. মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ড. আফিয়া ইন্টারভিউ নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে।
৩. প্রফেশনালদের এফএমসিতে বা এমডিসি ব্রুকলিনে অন্য যে কোনো ব্যক্তির ইন্টারভিউ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে আফিয়ার উপযুক্ততা এবং মেন্টাল হেলথ ট্রিটমেন্ট মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে।
৪. মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের এফএমসি কার্সওয়েল এবং এমডিসি ব্রুকলিনে ড. আফিয়ার উপযুক্ততা মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো ডকুমেন্টেশন বা তথ্য পর্যালোচনা, পরিদর্শন বা কোনো ট্রান্সক্রিপ্ট কপি করার অনুমতি দেয়া হবে।
৫. মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের মূল্যায়নের ব্যাপারে সরকার, আদালত, ডিফেন্স কাউন্সেল, এবং এফএমসি কারসওয়েলের ও এমডিসি ব্রুকলিনের মেন্টাল হেলথ স্টাফ এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীর সাথে আলোচনার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

১৮ই মার্চ, ২০০৯ সালে একটি চিঠির মাধ্যমে, প্রসিকিউশন দুজন সাইকিয়াট্রিস্ট গ্রেগরি বি. সাথোফ এবং স্যালি সি. জনসনকে নিয়োগ করে। তারা বিচারে ড. আফিয়ার উপযুক্ততা বিষয়ে তাদের তাদের পৃথক মূল্যায়ন রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছেন।

দুজনই আফিয়ার মেডিক্যাল রেকর্ড ও ইন্টারভিউ রিপোর্ট রিভিউ করেন। তাছাড়াও তারা ড. আফিয়া, বিওপি মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, স্টাফ মেম্বার ও ফেডারেল এজেন্ট যারা আফিয়ার চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তারাসহ আশিজনের ইন্টারভিউ নেন।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উভয় সাইকিয়াট্রিস্টই জানান, ড. আফিয়া বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য উপযুক্ত। বিশেষত একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ড. আফিয়ার মেডিক্যাল সমস্যার চিকিৎসা হওয়ায় তিনি মেডিক্যালি ফিট ও স্থিতিশীল এবং বিচারের জন্য উপযুক্ত।

তিনি বলেন, ড. আফিয়া বর্তমানে মানসিক সমস্যায় ভুগছেন না। তাকে মানসিকভাবে অক্ষম বলা যাবে না। তিনি তার বিচার কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং পরিণতি বুঝতে সক্ষম ও তার ডিফেন্সে সঠিকভাবে সহায়তা করতে পারবেন। তিনি বলেছিলেন ড. আফিয়ার মূল্যায়নে প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার অভাব ইচ্ছাকৃত এবং এসব মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ নয়। বরং তিনি অসুস্থতার ভান করছেন।

গ্রেগরি বি. সাথোফের রিপোর্ট

গ্রেগরি বি. সাথোফকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস ড. আফিয়ার বিচারের জন্য উপযুক্ততা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি মানসিক রোগ মূল্যায়ন রিপোর্ট সরবরাহ করতে বলে।

১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারিতে তিনি টেক্সাসের কার্সওয়েলের ফোর্ট ওয়ার্থের ফেডারেল মেডিক্যাল সেন্টারে (এফএমসি) ড. আফিয়ার একটি সাইকিয়াট্রিক মূল্যায়ন পরিচালনা করেন।

এতে তিনটি পৃথক ইন্টারভিউ সেশন এবং মোট চার ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করা হয়। মূল্যায়নের জন্য ইন্টারভিউ সেশনের সময়ের ব্যাপারে ড. আফিয়ার বারবার অস্বীকৃতি জানান। এভাবেই সময় নির্ধারিত করা হয়। আফিয়া নামাযের সময় না যেতে অনুরোধ করেন। তাছাড়া এফএমসি'র ভিজিটিং শিডিউলের কথাও মাথায় রাখা হয়।

মিস্টার গ্রেগরির মূল্যায়ন এমডিসি ব্রুকলিনে ও এফএমসি কার্সওয়েলে ড. আফিয়ার ইন্টারভিউ, মেডিক্যাল, নার্সিং এবং সিকিউরিটি স্টাফদের ইন্টারভিউ এবং ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ভিত্তিক ছিল।

তিনি দেখলেন ড. আফিয়ার প্রতারণামূলক আচরণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে। তিনি দেখলেন, ড. আফিয়া হ্যালুসিনেশনের নাটক করছেন। ড. আফিয়ার মুড ডিসঅর্ডার এবং কগনিটিভ ডিসফাংশন মূল্যায়নকারীদের জন্য জটিলতা তৈরী করেছে। মিস্টার গ্রেগরির রিপোর্টে বলা হয়—

১. উদ্বেগ, মুড এবং কগনিটিভ ডিসঅর্ডার যা ড. আফিয়া দাবি করছিলেন, যেমন অনিদ্রা, ওজন হ্রাস, অ্যামনেসিয়া, পড়ার

অক্ষমতা, লেখার অক্ষমতা এবং ক্রমবর্ধমান কান্না এসব আচরণ এমডিসি ব্রুকলিন এবং এফএমসি কার্সওয়েলের সিকিউরিটি এবং মেডিক্যাল স্টাফদের ইন্টারভিউ ও মনিটরিং ডকুমেন্টেশন এর সাথে অসংগতিপূর্ণ। এমডিসি ব্রুকলিনের লগ বুক রিভিউ করে জানা যায়, তাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে তার খাবার ঘুম, ইবাদত, লেখা, পড়া, পরিচ্ছন্নতায় উন্নতি হয়েছে ও কান্না কমেছে।

২. তার হ্যালুসিনেশন ছিল অসংগতিপূর্ণ। এসব রোগের সাথে যে উপসর্গ দেখা যায় সেগুলোও ছিল। এমডিসি ব্রুকলিন ও এফএমসিতে থাকাকালীন তার সাইকোটিক বিহেভিয়ার রিপোর্ট ছিল স্টাফদের ইন্টারভিউ ও ডকুমেন্ট রিভিউয়ের সাথে অসংগতিপূর্ণ। এমডিসি ব্রুকলিনে তার ফিজিক্যাল পরীক্ষার ভিডিও রিভিউ করে জানা যায় তিনি এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য, ক্যামেরার উদ্দেশ্য, টিম সদস্যরা এমডিসি ব্রুকলিনের কর্মী এসবকিছু সম্পর্কে অবগত ছিলেন। পরীক্ষার সময় তার বক্তব্যের ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে জানা যায়, তিনি স্টাফদেরকে বলছিলেন ক্যামেরা চালিয়ে রাখার জন্য যাতে অন্যরা বুঝতে পারে সেই চিকিৎসা তার কাছে অপমানজনক।

৩. আফিয়া নিয়মিত কোর্টের জন্য এই মূল্যায়ন করতে অস্বীকার করছিলেন। শারীরিক পরীক্ষা, সাইকিয়াট্রিক ইন্টারভিউ ও সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বাছাই করে সহযোগিতা করতেন। সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা করতে অস্বীকার করা, সরকারের পাঠানো সাইকিয়াট্রিক পরীক্ষকদের অসহযোগিতা করা, তাদের কাছে উত্তর দিতে অস্বীকার করায় এটা প্রমাণিত হয় যে তিনি জানতেন এর মাধ্যমে তার উপযুক্ততার মূল্যায়ন হবে। তার অবস্থার উন্নতিকে তিনি আল্লাহর কাছে তার দুআর উত্তর হিসেবে মনে করেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন উপযুক্ততার সাথে সম্পর্কিত যেকোনো মূল্যায়ন তিনি নাকচ করবে।

৪. ড. আফিয়ার যে সাইকোটিক উপসর্গ ছিল এর জন্য সাইকোথেরাপি ও চিকিৎসা দরকার হয়। আফিয়া হ্যালুসিনেশনে শিশু, কুকুর, ডার্ক

এঞ্জেল দেখতেন তার রুমে। এসব সমস্যা সেরে যায় তাকে বিচারের জন্য অনুপযুক্ত ঘোষণার পর। এরকম সাইকোটিক সিম্পটম গায়েব হয়ে যায় কোনোরকম সাইকোথেরাপি ও চিকিৎসা ছাড়াই।

৫. মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের কাছে আফিয়ার মন্তব্যতে বুঝা গেল তিনি বিচারিক প্রক্রিয়ার সাধারণ বিষয়ও বুঝতে পারেন না। কিন্তু নন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের সাথে কথাবার্তায় বুঝা গেল তিনি তার বিরুদ্ধে চার্জ এবং প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স আইনজীবীদের ভূমিকার পাশাপাশি প্রসিকিউশন এক্সপার্ট উইটনেসের ভূমিকাও বুঝতে পারতেন।

আফিয়ার চিকিৎসায় নিয়োজিত সাইকিয়াট্রিস্ট ও সাইকোলজিস্ট ড. কেম্পকের সাথে কথা বলে সাথোফ জানান, আফিয়ার কোনো গুরুতর মানসিক রোগ ছিল না। বরং তা ছিল নাটুকেপনা। তিনি বলেন এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য হতে পারে স্বস্তি লাভ বা শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া।

ড. আফিয়ার অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে, অভিনয়ের লক্ষণগুলো দ্বৈত সমাধান সরবরাহ করে। শাস্তি রোধ করতে পারে ও একই সাথে পাকিস্তানে দ্রুত প্রত্যাবাসন সুবিধা দিতে পারে। গ্রেগরির মতে, আফিয়া বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তার আইনজীবীদের সাথে যৌক্তিক কথাবার্তা বলার ও বিচারিক কার্যক্রমের বাস্তবতা বুঝতে সমর্থ ছিলেন।

স্যালি সি. জনসন এর প্রতিবেদন

আফিয়ার মূল্যায়নের জন্য মিস জনসন অডিও ফাইল, ভিডিও টেপ, আফিয়ার কাছে থাম্ব ড্রাইভে পাওয়া ডকুমেন্ট, সরকারি সাইকিয়াট্রিস্ট মিস্টার গ্রেগরির নোট, আফিয়াকে পর্যবেক্ষণকারী এমডিসি ব্রুকলিনের স্টাফদের ইন্টারভিউ, আফিয়ার উন্নতির ব্যাপারে এফএমসির নোট, লগবুক, মেডিক্যাল রেকর্ড রিভিউ করেন।

তিনি এমআইটি ও ব্র্যান্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আফিয়ার একাডেমিক নিবন্ধ "Separating the Components of Imitation," এর কপিও

সংগ্রহ করেন। আমেরিকায় নিয়ে আসার সময় যাদের আফিয়ার সাথে কথা হয়েছে তাদের সাথেও তিনি কথা বলেন। এছাড়া এফএমসি ও এমডিসি ব্রুকলিনের দেয়া মেডিক্যাল ফাইল, সাইকোলজিক্যাল ও সেন্ট্রাল ফাইল এবং আফিয়া সহ রচয়িতা ছিলেন এমন একটি নিবন্ধ 'Reproduction of Scene Actions: Stimulus Selective Learning' (২০০৩ সালে প্রকাশিত) Volume 32, pages 138-854 রিভিউ করেন তিনি।

জনসনকে ডিফেন্স কাউন্সেল ফিংক বলেছিলেন ডিফেন্স কাউন্সেল এক্সপার্ট দের সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু কেউ মিস জনসনের সাথে যোগাযোগ করেনি। তিনি আফিয়ার জন্য নতুন নিয়োগকৃত অ্যাটর্নি মিস ডন কার্ডি ও চাড এডগারের সাথে যোগাযোগ করেন। জনসন আফিয়ার ইন্টারভিউ নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। সেই রিপোর্টে পাওয়া তথ্য তার ভাষায় নিচে বলা হলো—

ড. আফিয়া এফএমসি কার্সওয়েলে মূল্যায়নের সময় সহযোগিতা করেননি। ইন্টারভিউয়ে তার আচরণ ছিল অসংলগ্ন। নার্সিং স্টাফ তাকে মূল্যায়ন করার জন্য কনফারেন্স রুমে আসতে বললে তিনি নাকচ করেন। তারপর আমি নার্স ম্যানেজারের সাথে তার রুমে গেলাম যাতে আমাকে পরীক্ষক হিসেবে নার্স ম্যানেজার পরিচয় করাতে পারেন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জানাতে পারেন। কিন্তু ড. আফিয়া এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, তিনি উপযুক্ততা মূল্যায়ন পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। আর দিতে চান না। আমার ব্যাপারে পরিচয় করিয়ে দিলে আফিয়া জানান বিচারক বলেছেন আফিয়া মৃত ও তিনি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চান না। এতে তার মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হবে। তারপর তিনি রুম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলেন। বেরুতে না পেরে মাটিতে বসে পড়েন তিনি। এরপর নার্স সুপার ভাইজারকে দরজায় দাঁড়াতে বলেন যতক্ষণ আমি ওখানে ছিলাম। তারপর তিনি মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েন। মনে হলো তিনি কাঁদছেন। তিনি আবার তার মেয়ের কথা বলেন। তাকে স্বান্তনা দিয়ে বলা হলো তার মেয়ের ব্যাপারে সব চিন্তা শেয়ার করতে। তিনি বুঝালেন, আমার কোনো কথা শুনতে চান না ও কানে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। তার উপসর্গ দেখে মনে হয়নি কোনো সাইকিয়াট্রিক ডায়াগনোসিস ছিল। তার কান্নায়

কোনো পানি দেখা যায়নি। উদ্বেগের কোনো প্রমাণ নেই। যদিও তিনি না শোনার ভান করছিলেন তাও নার্সিং স্টাফ আমাকে যা বলছিল ওগুলোতে তিনি কমেন্ট করছিলেন। মাঝমধ্যে এক আঙুল কান থেকে সরাতেন ও কথা শুনতেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তার সন্তানদের ব্যাপারে বলা শুরু করেন। তারা ইউনিটে তার কাছে আসে বলে জানালেন। নার্সিং স্টাফ থেকে এই কথার উপর সমর্থন আশা করছিলেন তিনি। নার্স ম্যানেজার বললেন শিশু বা কেউ ইউনিটে আসার অনুমতি নেই। ভিজিটিং রুমে আসতে পারবে। আফিয়া বলেন, তুমি তাদেরকে আসতে বাধা দিতে পারবে না। আমি তাদেরকে চুপচাপ থাকতে বলেছি, ইউনিটের অন্যান্যদের সাথেও কথা বলেছি। তাদের কোনো আপত্তি নেই ওরা এখানে আসলে।

নার্স ম্যানেজার আর কথা না বাড়ালে আফিয়া নিজেই তার হ্যালুসিনেশনের বর্ণনা দেন। তার বাচ্চাদের সাইজ ও পোশাকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান তারা খুব ছোট। তার ছেলে জাম্পার বা জিম সুইট পরে ছিল। নার্স ম্যানেজার বললেন, বাচ্চারা ছোট কারণ আফিয়া ছোটখাটো মানুষ। তখন আফিয়া বলেন, এমনটা নয়। তার ছেলেটা খুবই ছোট। নার্স ম্যানেজার তার প্রতি সহমর্মীতা প্রকাশ করবে ও এই গল্পে বিশ্বাস করবে এ ব্যাপারে বেশ সচেষ্ট ছিলেন তিনি। ড. আফিয়া তার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন বা তার লিগ্যাল সিচুয়েশনের ব্যাপারে তার অ্যাটর্নিদের সাথে তার সম্পর্ক ও আইনি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তার ধারণা নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছিলেন না। মাঝেমধ্যে তিনি বলতেন তিনি অসম্মান করতে চান না কিন্তু তার মেয়ের সুরক্ষার জন্য তিনি সহযোগিতাও করতে পারবেন না। দুই ঘন্টা পর বুঝা গেল আফিয়া মাটিতে বসতে বসতে আর কানে হাত দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। বিকেলে আবার তার ইন্টারভিউ নেয়ার চেষ্টা করা হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় বিকেলে না পরদিন সকালে ইন্টারভিউ দিতে চান। তিনি বিকেলে বাছাই করলেন। তিনি একই আচরণ করেন। কিছু শুনবেন না ও সহযোগিতা করবেন না বললেন। তিনি আবারো তার কানে আঙুল রাখার কথা বলেন। তৃতীয়বার তার ইন্টারভিউ নেয়ার চেষ্টা করা হলে তার রুমমেট রুমেই ছিল। আমি আফিয়াকে কনফারেন্স রুমে যেতে বললাম। তিনি তার রুমমেটকে বলেন তিনি কিছু সময়ের জন্য টিভি

রুমে যাবেন কিনা। তার রুমমেট তেমন সাড়া না দিলে তিনি বললেন তিনি কখনো তার কাছে কিছু চাননি। তিনি আশা করেন তিনি তার সহায়তা করবেন ও কিছু প্রাইভেসি দিবেন। তার রুমমেট চলে গেলেন। আফিয়া বললেন তিনি মূল্যায়নে কোনো সহযোগিতা করবেন না ও কোনো প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। তিনি জানান, তিনি চান নার্সিং স্টাফ উপস্থিত থাকুক। তবে কনফারেন্স রুমে যাবেন না তিনি। আমি মূল্যায়নের জন্য একটি চেয়ার টেনে নিলাম। কিন্তু আফিয়া সহযোগিতা করতে চাননি। পরদিন সকালে করবেন জানান। পরদিন আফিয়া নাস্তা করছিলেন তার রুমে ও ইউনিট অফিসারের সাথে হাসছিলেন। ইন্টারভিউয়ের জন্য আমার সাথে দেখা হলে তিনি আবার জানান তিনি মূল্যায়নে সহযোগিতা করবেন না। তার টর্চার সেশনের অভিজ্ঞতা আছে। কানে হাত দিয়ে বলেন আমি আপনার কোনো কথা শুনছি না। তিনি চোখ কান বন্ধ করে অসহযোগিতা করেন। নার্স ম্যানেজার আসলে ড. আফিয়া তাকে জিজ্ঞেস করেন তার আমার সাথে কোনো কথা আছে কি না। ড. আফিয়াকে বলা হলো তার রুমে নয় কনফারেন্স রুমে মূল্যায়ন হবে। একটু জোরাজুরি করলে তিনি নার্স ম্যানেজারের রুমে আসেন। সেখানেও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে তার জ্ঞান ও তার অ্যাটর্নিদেরকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনে সহায়তার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করা হয়। তিনি তার বয়স ও জন্ম তারিখ সহ কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাননি। এক পর্যায়ে নার্স ম্যানেজার রেস্টরুমে গেলেন। আফিয়া তখন বলেন, তিনি আমার সাথে রুমে থাকবেন না। তিনি হলের বাইরে দাঁড়ান যতক্ষণ না নার্স ম্যানেজার আসেন। হলে তিনি বেশ কিছু লোকের সাথে কথা বলেন যারা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত নয়। তখন তাকে হতাশাগ্রস্ত মনে হয়নি। সারাদিন তাকে মূল্যায়নে সহযোগিতার চেষ্টা করানো হয়। কিন্তু তিনি একই আচরণ করছিলেন। এগুলো কখনোই সাইকিয়াট্রিক ডায়াগনোসিস এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। মূলত ড. আফিয়া ব্যক্তি, সময়, স্থান ভেদে স্থিতিশীল ছিলেন। যদিও তিনি তার স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইতেন না। তিনি সময় সম্পর্কে অবগত ছিলেন, খাবারের সময় প্রস্তুত হতেন। গুনতে পারতেন। এটি স্পষ্ট ছিল যে, একদিন থেকে অন্যদিন ও এক মূল্যায়ন থেকে আরেক মূল্যায়নে তিনি এর উদ্দেশ্য বুঝতেন ও পরীক্ষকের পরিচয়ও মনে করতে পারতেন।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্টাফকে করা প্রশ্ন ও ফোনালাপ সম্পর্কে বলতে পারতেন। তিনি এটাও জানতেন ড. পাওয়ারসের মূল্যায়নে তিনি বিচারে দাঁড়ানোর জন্য অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছেন।

মিস জনসন আফিয়ার ইন্টারভিউউ নেয়া ও রিভিউ করার পর নিম্নোক্ত উপসংহারে আসেন—

১. ড. আফিয়া তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছেন। তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কেও কথা বলেছেন ব্যক্তির সাথে।

২. ড. আফিয়া তার স্মৃতি নিয়ে কোনো স্পষ্ট সমস্যা প্রদর্শন করেনি। তার বয়স, জন্মস্থান সম্পর্কে সহজ প্রশ্নে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা সেরকম কারো সাথে সামঞ্জস্য ছিল না প্রকৃতপক্ষে যাদের স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা আছে। তার ইস্যুটি তথ্য প্রদান করতে ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথে সম্পর্কিত ছিল। ইন্টারভিউ সেশনের কথাবার্তা ও পর্যবেক্ষণ করে পরিষ্কার যে তার স্বল্পমেয়াদী, মধ্যবর্তী এবং দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিশক্তি ছিল অক্ষত। তাকে দেয়া তথ্য তিনি মনে করতে পারেন না বা এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

৩. ড. আফিয়া তার বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তথ্য নিয়ে তর্কবিতর্ক করার বেশ কয়েকটি চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া বুঝার ক্ষমতা আছে।

৪. ড. আফিয়া তার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অপরাধ অভিযোগ আনা হয়েছে, বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে সম্ভাব্য শাস্তি এবং নির্দিষ্ট চার্জ সম্পর্কেও জানতেন। তিনি জানতেন প্রসিকিউশন তার ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলছে।

৫. ড. আফিয়া কখনো রাগ প্রকাশ করতেন যদি তিনি কোনো কাজের সাথে একমত না হতেন। পরীক্ষকের প্রচেষ্টার কারণে তার স্বার্থে আঘাত আসছে তাতে তার মন খারাপ হতো। বুঝা যায় তিনি তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কোর্টরুমে যদি তিনি তা করা বেছে নেন।

৬. ড. আফিয়ার অ্যাটর্নিরা তার সাথে সীমিত সীমিত কথাবার্তা ও বিচ্ছিন্নতার কথা জানিয়েছেন। তারা জানান, স্ট্রিপ সার্চের সাথে সম্পর্কিত তার এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। ভাইয়ের সাথে অনেক বার ভিজিটিং রুমে দেখা করেছেন তিনি। স্ট্রিপ সার্চ তাকে এ থেকে বিরত রাখেনি। পাকিস্তানের কনস্যুলেটের সদস্যদের সাথে দেখা করেছেন তিনি। এতে বুঝা যায় তিনি এই সার্চ প্রক্রিয়াটি দ্বারা এতটা আঘাতপ্রাপ্ত হননি যে তার অ্যাটর্নিদের সাথে তিনি দেখা করতে পারবেন না। আবার, তার অ্যাটর্নিদের সাথে দেখা করা তা ইচ্ছাভিত্তিক বলে মনে হয়। কোনো মানসিক রোগ বা ত্রুটির অংশ নয়।

৭. ড. আফিয়া কোনো ধরনের উদ্বেগ বা ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন না যা আদালতে বিচার প্রক্রিয়ায় তার উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে। তিনি যথাযথ ভাবে আদালতে আবেগ নিয়ন্ত্রণ রাখার উপযুক্ত ছিলেন।

৮. ড. আফিয়াকে তখন মূল্যায়নের সময় জানাতে চেষ্টা করা হয় কোর্টরুম প্রক্রিয়া, মূল কোর্টরুম কর্মী, আবেদন, সম্ভাব্য ডিফেন্স, বিতর্ক প্রক্রিয়া, আপিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে।

৯. ড. আফিয়া বুঝতে পারছিলেন যে আইনি প্রতিনিধিত্ব ছিল আইনি প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলতে তাকে সহায়তা করার জন্য।

১০. ড. আফিয়া একজন অ্যাটর্নি রাখতে আগ্রহী ছিলেন তার পরিস্থিতিতে সহায়তা করার জন্য। তিনি কেবল সেসব অ্যাটর্নিদের সাথে কাজ করতে চান না যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

একই সাথে, প্রক্রিয়া শুরুর দিকে, তিনি তার অ্যাটর্নি পরিবর্তন করার কথাও জানান। তিনি বুঝতে পারতেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অ্যাটর্নি নিয়োগ দিতে পারবেন। তার মধ্যে প্রমাণ ছিল তার ভাইয়ের সাথে কথোপকথন। এতে তিনি বিকল্প আইনি প্রতিনিধিত্ব অন্বেষণ এবং তার আইনি প্রতিরক্ষার জন্য তহবিল গঠন করতে বলেন।

জনসন জানান, ড. আফিয়া কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন না যার ফলে তিনি বিচারিক প্রক্রিয়ার পরিণাম ও প্রকৃতি বুঝবেন না ও তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না। আরো বলেছিলেন, ড. আফিয়ার তার

বিরুদ্ধে বিচার কাজ নিয়ে যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তবিক ধারণা আছে এবং তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবে সহায়তা করতে সক্ষম অ্যাটর্নিদের যদি তিনি এটি করার সিদ্ধান্ত নেন।

লেসলি পাওয়ারসের রিপোর্ট

সাইকোলজিস্ট লেসলি পাওয়ারস ৬ নভেম্বর ২০০৮ সালে ফরেনসিক মূল্যায়ন রিপোর্টে তার মতামত জানান। তিনি আফিয়ার ইন্টারভিউ নিয়েছেন ও মানসিকভাবে অসুস্থ জানিয়ে তাকে বিচারের অনুপযুক্ত বলেন। তিনি আবার আফিয়ার ইন্টারভিউ নেন। ৪ মে ২০০৯ সালের রিপোর্টে তার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

ড. আফিয়ার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার যা নভেম্বর ২০০৮ এর রিপোর্টে বলা হয়, তার ভিত্তি ছিল তার হতাশার লক্ষণ, কোনো কাজে অংশ না নেওয়া এবং তার ক্ষুধা, ঘুম, এবং মনোযোগের অসুবিধা।

পর্যবেক্ষণ করার প্রায় ছয় মাস পরে এবং প্রাপ্ত প্রমাণের পর্যালোচনা করে বুঝতে পারলেন তিনি যে, ড. আফিয়া যখন প্রথম আসেন তখন তার প্রতিক্রিয়া ছিল ফৌজদারি মামলা এবং কারাগারের মুখোমুখি হওয়ার প্রতিক্রিয়ার অংশ। প্রথম দুইমাস আমেরিকান হেফাজতে ড. আফিয়া অল্প মানসিক সমস্যা দেখিয়েছেন। যদিও তাকে বাগরাম এয়ার ফোর্স বেস ও এমডিসি ব্রুকলিনে মনিটর করা হয় এবং একজন এফবিআই এজেন্ট কয়েক ঘন্টা তার ইন্টারভিউ নেন। কখন থেকে ড. আফিয়া কান্নাকাটি ও কষ্ট দেখানো শুরু করেন জিজ্ঞেস করলে আফিয়া জানান, এটি তার আইনি জটিলতার কারণে ছিল।

ড. পাওয়ারস আরো বলেন যে, ২০০৮ সালের নভেম্বরের রিপোর্টে একটি রোগ নির্ণয় করা হয়েছে পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি) যার সমাধান অফার করা হলেও এটি বাতিল হয়। কারণ আরো তথ্য পাওয়া যায় এবং সময়ের সাথে সাথে ড. আফিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

তিনি বলেন, এর জন্য রাজনৈতিক নির্যাতনের কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।

তিনি জানান, ড. আফিয়া তার সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন করলে এমন কোনো তথ্য সরবরাহ করতে চাইতেন না যাতে তার ট্রমার কারণ বুঝা যায়। তিনি বলেন, ড. আফিয়া এমন কোনো উপসর্গ প্রদর্শন করেননি যাতে তার পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার আছে বলা যায়। ড. আফিয়া বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত। ড. আফিয়া কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন না যার ফলে তিনি বিচারিক প্রক্রিয়ার পরিণাম ও প্রকৃতি বুঝতে পারবেন না ও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না।

টমাস কুচারস্কির রিপোর্ট

মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল ড. কুচারস্কি ২০ জুন ২০০৯ সালে তার ফরেনসিক সাইকোলজিক্যাল মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করেন।

মূল্যায়নের জন্য তিনি ডকুমেন্ট, অডিও ফাইল, ভিডিওটেপ, গ্রেগরি বি. সাথোফের ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিক মূল্যায়ন রিপোর্ট রিভিউ করেন ও আফিয়ার ভাই মুহাম্মাদ সিদ্দিকী ও বোন ফাওজিয়া সিদ্দিকী ও এফএমসি কার্সওয়েলের স্টাফদের ইন্টারভিউ নেন। এমডিসি ব্রুকলিনের মেন্টাল হেলথ স্টাফদের ইন্টারভিউ নেয়ার চেষ্টা করলেও অনুমতি পাননি। ডন কার্ডি ও চাড এডগারের সাথেও তখন আলোচনা করেন। পাকিস্তানি দূতাবাসের আসিফ হুসেইনেরও ইন্টারভিউ নেন ১৬ জুন ২০০৯ সালে। তিনি আফিয়ার সাথে কয়েকবার দেখা করেছেন।

এফএমসি কার্সওয়েলে তার রুমে আফিয়ার ইন্টারভিউ নেয়া হয়। তার উপর কড়া প্রহরা ছিল। তথ্য দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না তিনি। তাছাড়া তিনি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতেও আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ইন্টারভিউ কন্ট্রোল করতে চাইতেন। উপস্থিত নার্সের সাথে কথা বলতেন। আমার সাথে আই কন্টাক্ট করতেন না। ইন্টারভিউ যত এগিয়ে গেলো আই কন্টাক্ট উন্নত হলো। তার চিন্তাভাবনা বিচ্ছিন্ন ছিল। তার চিন্তাভাবনা ছিল কিছু উগ্রবাদী রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর কিছু ছিল না। যেমন তিনি ইহুদি, ইসরায়েল, ইন্ডিয়া ও আমেরিকার ষড়যন্ত্র নিয়ে কথা বলেন। তিনি এজেন্টদের বলেন ইন্ডিয়া বাঁধ তৈরী করছে ও পাকিস্তান একারণে পিপাসায় মরছে। এছাড়া তিনি আরো বিভিন্ন বিশ্বাসের ব্যাপারে বলেন যা ভ্রান্ত। তিনি

বলেন, তাকে বিষ দিয়ে ফ্যাসিলিটির স্টাফরা মারতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, তার সাথে বন্দিরা জানেন একজন নির্দিষ্ট স্টাফ সাইকোট্রপিক মেডিকেশন নিয়েছে। বলেন, তাকে ঘুমের মধ্যে মেরে ফেলবে ও ইনস্যানিটি ডিফেন্স নিয়ে শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে সে। তিনি বলেন, জোর করে মেডিক্যাল মূল্যায়নের জন্য রক্ত নেয়া হলে তাকে অজানা উপাদান ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে। তাছাড়া এমডিসি ব্রুকলিনে নগ্ন সার্চ করার সময় তাকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি মৃত বলেন নিজেকে।

মৃত বলাটা আসলে একটি রূপক।

কারণ তিনিও সচেতন ছিলেন যে তিনি জীবিত।

স্ট্রিপ সার্চের সময় তার নগ্ন ভিডিও মানুষ দেখার জন্য ইন্টারনেটে দেয়া হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। অপমানিত বোধ করেন তিনি। তার বিশ্বাস, জেলখানা ছেড়ে কখনো তার সন্তানদের দেখতে পাবেন না তিনি। তিনি খুব লজ্জা পেয়েছেন। মুসলিম বিশ্বে এবং তার সম্প্রদায় থেকে নির্বাসিত হওয়াকে তিনি মৃত হিসাবে উল্লেখ করছেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, আদালত দায়বদ্ধ তার এই অপমানের জন্য এবং ইতিমধ্যে তাকে হত্যা করেছে তারা। তিনি ছিলেন ইউনিটে থাকা অন্য বন্দিদের দূর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। কারণ তার জন্যে তাদের উপর শৃঙ্খলা আরোপ করা হয়েছে। মিস্টার টমাস ড. আফিয়ার মানসিক অবস্থার বিষয়েও পর্যবেক্ষণ করেছেন—

ড. আফিয়া মানসিকভাবে অসুস্থ অস্বীকার করেছেন তিনি। এবং তার মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে খুব খারাপ অন্তর্দৃষ্টি থাকা ব্যাপারেও অস্বীকার করেছেন। সময়ে সময়ে তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন কিনা তা প্রশ্ন করতেন। তবে এটি তার মানসিক চাপের সাথে সম্পর্কিত।

তিনি সেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি, তার বাচ্চাদের সংক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী দর্শন ও একটি কুকুর একটি প্লেট থেকে খাচ্ছে এমন কিছু দেখেছেন বলে জানান। এগুলো কোনো হ্যালুসিনেশন নয় বরং হিপনাগোজিক অভিজ্ঞতা। তারা স্থায়ী অভিজ্ঞতা নয়, যা সাধারণত সত্য ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অডিটরি হ্যালুসিনেশন নেই বলে মনে হয়।

তার বন্দিদশা জুড়ে উল্লেখযোগ্য হতাশা লক্ষ করা গেছে। ইন্টারভিউয়ের সময় তিনি কিছুটা হেসেছেন। হয়তো এই ইন্টারভিউয়ের সময়টি তা কিছুটা কমেছে। তাই হাসি দিয়েছেন তিনি। তার পর্যাপ্ত পরিমাণ মজবুত মনে হলো। তবে ছিল গভীর নিরাশা, অসহায়ত্ব এবং দুঃখ, বিশেষত তার সন্তানের কল্যাণকে কেন্দ্র করে। তিনি আত্মহত্যার ধারণাকে বারবার অস্বীকার করে বলেন যে, তার ভাগ্য আল্লাহর হাতে।

ঘুম এবং ক্ষুধায় সমস্যা আছে বলে মনে হলো। ড. আফিয়া মনোযোগের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। যা তার কুরআন পড়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে। যদিও তিনি আল কুরআন পড়ার চেষ্টা করেন শক্তি ব্যয় করে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ। তিনি তার বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেন তার ঘরে বিচ্ছিন্নভাবে। ড. আফিয়া ব্যক্তি, স্থান এবং সময়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যদিও তার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা তার উপলব্ধির সাথে জড়িত বলে মনে হয়।

বিশেষত তার সীমাবদ্ধতা প্রদর্শিত হয় তার আইনি প্রতিনিধিত্ব এবং সহযোগিতা নিয়ে। কোন উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ঘাটতি, কোনো গুরুতর স্মৃতিশক্তির সমস্যা নয়। যদিও কিছু মনোযোগ এবং স্বল্পমেয়াদী স্মৃতিশক্তি ঘাটতি সম্ভবত ছিল। কোন অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়নি। তার বক্তব্য ছিল স্পর্শকাতর। তবে স্বাভাবিক। এফবিআই এর সাথে তার ইন্টারভিউয়ের রেকর্ডসমূহে কিছু মহৎ ভাবনা পাওয়া গিয়েছে। যেমনটা তার কিছু লেখায় পাওয়া গেছে। ম্যানিয়ার কোনো লক্ষণ নেই। তার আচরণে বেশ বিড়ম্বনা ছিল। এটি লক্ষণীয় যে, তার ভাইয়ের সাথে ইন্টারভিউয়ে তার কিছু ব্যাপারে জানা গেছে যা ডিল্যুশনাল ডিসঅর্ডারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ট্রিটমেন্ট রেকর্ড, টেলিফোনের কথোপকথন রেকর্ড, মেন্টাল হেলথ স্টাফদের ইন্টারভিউ, এফবিআই এর ৩০২ তদন্ত রিপোর্ট, ডাক্তারদের দ্বারা জমা দেয়া ফরেনসিক মূল্যায়ন (জনসন, সাথফ এবং পাওয়ারস সহ) ও ড. আফিয়ার লেখাসমূহ, এবং যে উপকরণ পাওয়া গেছে তাকে গ্রেফতারের পরে তা রিভিউ করে মিস্টার টমাসের অভিমত ছিল যে, ড. আফিয়া মানসিক

অসুস্থতায় ভুগছেন। এটা ডিল্যুশনাল ডিসঅর্ডার। তিনি আরো বলেন, ড. আফিয়া হতাশা, অসহায়ত্ব, ঘুমের অসুবিধা এবং মনোযোগের অভাব ছিল।

এটাও মিস্টার টমাসেরও মতামত ছিল এবং এ ব্যাপারে খুব শক্ত প্রমাণও ছিল যে, ড. আফিয়া নাটক করছিলেন না। জনাব টমাসের মতামত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে তৈরি হয়—

১. প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ড. আফিয়া মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়া অস্বীকার করেছেন। আমি এ ব্যাপারে পড়াশোনা করেছি। আসামী নিজেকে মানসিকভাবে অসুস্থ এবং দুষ্কৃতিকারী হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। আর যারা ভান করে তারা মূল্যায়নকারীদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে তারা চরম মানসিক রোগে ভুগছে।

২. ড. আফিয়া মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের এড়িয়ে গেছেন। একটা সময় এমডিসি ব্রুকলিনে মনোবিজ্ঞান সার্ভিস দেখার জন্য তার নিজের অনুরোধকেই পিছু হটানোর চেষ্টা করেন তিনি। তিনি ভাবছিলেন তারা তাকে পাগল ভাববে।

যারা ভান করে তারা চায় সবাই তাদেরকে পাগল মনে করুক। যারা ভান করে তারা তাদের মিথ্যে মানসিক অসুস্থতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। ড. আফিয়া ঠিক উল্টো কাজটি করেন।

মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের এড়িয়ে চলেন এবং তার মানসিক অসুবিধা গোপন করার চেষ্টা করেন। এমডিসি ব্রুকলিন পৌঁছে তিনি সমস্ত লক্ষণ অস্বীকার করেন। তার মানসিক রোগ নিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করার বদলে তার লক্ষণসমূহ স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে গোপন করেছিলেন। এমডিসি ব্রুকলিনের মেন্টাল হেলথ স্টাফরা এমন একটি পদ্ধতির ব্যবহার করেছিলেন যেখানে তারা থাকতেন ড. আফিয়ার দৃষ্টির বাইরে। তিনি কারেকশনাল স্টাফের সাথে তার উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করেন। মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে তার অনাগ্রহ কাটিয়ে ওঠার উপায় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেন।

তিনি ধারাবাহিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা বা সেবা প্রত্যাখ্যান করছিলেন।

৩. ড. আফিয়ার এমন উপসর্গ ছিল যা নাটক হওয়া কঠিন। এমডিসি ব্রুকলিনে তার স্লিপ ডিসঅর্ডার ছিল। এক বা দুই ঘন্টা ঘুমাতেন তিনি।

৪. তার হিপনাগোজিক আচরণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অফিসার লগবুকে জানান রাত ২টা ২০ মিনিটে আফিয়া তার সেলে কুকুর দেখতে পান।

৫. তিনি তার ভাই, মিস্টার হুসেইন ও মেন্টাল হেলথ স্টাফকে তার মানসিক উপসর্গ দেখানোর ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। তারা বলেছেন, তিনি নিজেকে মৃত বলতেন, হিপনাগোজিক অভিজ্ঞতা হচ্ছিলো ও আমেরিকা, জিউস, ইন্ডিয়া নিয়ে কন্সপিরেশনাল আইডিয়া প্রকাশ করতেন। তাদেরকে তিনি তাকে হত্যার চেষ্টা, বিষ, বা কেউ তার ক্ষতি করার চেষ্টার ব্যাপারে বলেন। যারা ভান করে তাদের জন্য সুসংগত আচরণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বজায় রাখা কঠিন। তারা সাধারণত তাদের অনুভূত লক্ষণগুলো মেন্টাল হেলথ স্টাফ ছাড়া আর কাওকে বুঝানোর প্রয়োজন দেখেন না।

৬. যারা ভান করে তার বেশিরভাগই মূল্যায়নকারীদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তারা অবিরাম চলমান অডিটরি হ্যালুসিনেশনের অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। তাদের কেবল এটি রিপোর্ট করা প্রয়োজন যে তারা কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। ড. আফিয়া ক্ষণস্থায়ী ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

যারা হতাশায় আক্রান্ত এবং যারা ঘুম থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য এটা সাধারণ। এসব তার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত এবং তিনি যে উদ্বেগ এবং ভয় পেয়েছিলেন তাদের কল্যাণ নিয়ে এর সাথে জড়িত। এটি তার দৈনন্দিন আচরণকে প্রভাবিত করে না।

৭. ড. আফিয়া যদি ভান করে থাকেন তবে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়া ও অনুপযুক্ততার পরিণতি বুঝতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হবেন। এর মধ্যে অনৈচ্ছিকভাবে অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা থাকবে। এটি এমন কিছু যা গ্রহণ করা খুব কঠিন তার জন্য। ড. আফিয়া খুব বুদ্ধিমান এবং মানসিকভাবে অসুস্থ না হলে এই ঝুঁকিগুলো মূল্যায়নের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

৮. ড. আফিয়া অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং ঘরোয়া সহিংসতা এবং কোনো অতীত ট্রমা বিষয়ে কথা বলতে রাজি নন। অভিনেতারা অতিরিক্ত ট্রমা এবং এবিউস নিয়ে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যারা অত্যাচার এর শিকার তাদের জন্য অতীতের ট্রমা সম্পর্কে কথা বলা খুব কঠিন মনে হয়। অভিনেতারা প্রায়ই অতীতের ট্রমা নিয়ে কথা বলতে অতিরিক্ত মাত্রায় আগ্রহী। এমনকি জিজ্ঞাসা করা না হলেও ট্রমাজনিত অভিজ্ঞতা তুলে আনে।

উপযুক্ততা শুনানি

৬ জুলাই ২০০৯ সালে এই শুনানি হয়। আফিয়া অ্যাটর্নি ডন কার্ডির সাথে কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। সাইকিয়াট্রিস্ট স্যালি সি. জনসন এমডি, গ্রেগরি বি. সাথোফ এমডি, এল টমাস কুচারাস্কি এমডি'র ফরেনসিক রিপোর্ট পেশ করা হয় কোর্টে। শুনানিতে তিনজন সাইকিয়াট্রিস্টের ক্রস এক্সামিনেশন ও ডাইরেক্ট এক্সামিনেশন হয়। প্রসিকিউশন ও ডিফেন্স অ্যাটর্নিদের সম্মতিতে কোর্টে লেসলি পাওয়ার্সের ২৬ জুন ২০০৯ সালের ডিপোজিশন টেস্টিমনি ও এমিলি কেম্পকের ১লা জুলাই ২০০৯ সালের ডিপোজিশন টেস্টিমনি পেশ করা হয়। এছাড়া আরো কিছু প্রমাণ পায় কোর্ট। সরকার জানায়, শুনানিতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, ড. আফিয়া অসুস্থতার অভিনয় করছিলেন। আফিয়ার কোনো মানসিক রোগ নেই। প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, আফিয়ার যৌক্তিক ও বাস্তব জ্ঞান আছে বিচারিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে। অ্যাটর্নিদের সাথে বোঝাপড়া করার যোগ্যতাও আছে তার।

ডিফেন্স জানায়, ড. আফিয়ার বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ততা নেই। তার ডিল্যুশনাল ডিসঅর্ডার ও স্পর্শকাতর চিন্তাভাবনা জনিত সমস্যা

আছে। তাই তিনি তার বিরুদ্ধে বিচারিক প্রক্রিয়া বুঝতে পারবেন না ও অ্যাটর্নিদেরকেও সহায়তা করতে পারবেন না।

ক্রিমিনাল অ্যাটর্নির মূল কাজ হলো ক্লায়েন্ট থেকে তথ্য পাওয়া ও আরোপিত অভিযোগ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া। আফিয়া তার মানসিক অবস্থার কারণে অ্যাটর্নিদের সহায়তা করতে পারবেন না। শুনানিতে কোর্ট সব সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। কোর্ট ড. আফিয়াকেও পর্যবেক্ষণ করে। কোর্ট প্রমাণের আধিক্য দেখে জানায়, ড. আফিয়া বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত। কোর্ট এটাও জানায়, ড. আফিয়া তার অ্যাটর্নিদের সাথে পরামর্শ করার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার যৌক্তিক ও বাস্তবিক ধারণা আছে।

সপ্তম অধ্যায়

ড. আফিয়া ও ডিফেন্স অ্যাটর্নিগণ

সম্পূর্ণ বিচারের শুনানিতে ড. আফিয়ার অ্যাটর্নিদের সাথে ছিল তার অমিল এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি।

এই অধ্যায়ে, আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আদালতের ডকুমেন্ট ও ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে কিছু পরিস্থিতির কথা। এতে আপনারা বুঝতে পারবেন বিচারের শুনানি চলাকালীন সময়ে ড. আফিয়া এবং তার অ্যাটর্নিদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা ছিল কিনা।

৫ আগস্ট, ২০০৮ সালে ড. আফিয়া নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বিচারক রোনাল্ড এল. এলিস এর সামনে হাজির হন। বিচারক আর. এল. এলিস আফিয়াকে বলেন, আফিয়ার অধিকার আছে বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সময় কোর্টে তার প্রতিনিধিত্ব করা হবে।

ড. আফিয়া একটি আর্থিক হলফনামা পূরণ করেন। এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে, তার কোনো সম্পত্তি নেই এবং কোনো কর্মসংস্থান বা আয় নেই তার।

এলিজাবেথ ফিংক একজন সিজেএ অ্যাটর্নি। বিচারক আফিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন তাকে। ফিংক ম্যাসাচুসেটস এর অ্যাটর্নি এ্যালেইন হুইটফিল্ড শার্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাকে আফিয়ার পরিবার নিয়োগ দিয়েছেন।

১১ আগস্ট ২০০৮ সালে ফিংক ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বিচারককে অনুরোধ করেন শার্পকে মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে Pro hac vice হিসেবে নিয়োগ দিতে। অর্থাৎ কোনো আইনজীবী সেই অঞ্চলের আদালতের আইনজীবী নন, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে তাকে সেখানে আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হচ্ছে।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে ফিংক তার দুই সহযোগী সারাহ কুনস্টলার ও গিডিওন অলিভারকে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বিচারক রিচার্ড বারম্যানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

তিনি বিচারক পিটম্যানের নিয়োগকৃত এ্যালেইন শার্পকেও পরিচয় করিয়ে দেন একজন Pro hac vice হিসেবে আদালতে আফিয়ার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।

বিচারক বারম্যান শার্পকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি আফিয়ার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা। শার্প উত্তরে হ্যাঁ বলেন এবং জানান আফিয়া তাকে তার মামলার প্রতিনিধিত্ব করতে বলেছেন।

বিচারক বারম্যান জবাব দিলেন, ড. আফিয়া তার পরামর্শক বা কাউন্সেল হিসেবে শার্প বা ফিংক, যাকে ইচ্ছে তাকে বেছে নিতে পারেন। তবে আদালতের এই বিষয়টির ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার।

বিচারক বারম্যান এ্যালেইন শার্পকে অবহিত করেন, যেহেতু তিনি রেকর্ড অনুসারে পরামর্শক ছিলেন না, সুতরাং আদালতে আলোচনার উদ্দেশ্যে কোনো ডকুমেন্ট পাওয়া তার জন্য সহজ হবে না। যদি সেটা জনসম্মুখে আসে বা তিনি ফিংকের কাছে কপি দেয়ার অনুরোধ করেন তবেই পাবেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮। স্ট্যাটাস কনফারেন্সের সময়, ফিংক আদালতে জানান, ড. আফিয়া মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তিনি মানসিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। হাসপাতালের চিকিৎসা প্রয়োজন তার। এছাড়াও ফিংক বলেন, ড. আফিয়া তার কাউন্সেলের সাথে যোগাযোগ করতে বা তার লিগ্যাল মেইল দেখতে চাইছেন না। সুতরাং তিনি বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত নন।

অন্যদিকে সরকার আদালতকে সম্পূর্ণ মানসিক রোগ সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিলের আদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। এতে সাইকিয়াট্রিস্ট দ্বারা পরীক্ষা করানো হবে এবং ড. আফিয়ার বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য আদালতে শুনানি পেশ করা যাবে।

২০০৮ সালের ১লা অক্টোবর, ড. লেসলি পাওয়ার্স রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের ফরেনসিক সাইকোলজিস্ট।

রিপোর্টে বলা হয়, ড. আফিয়া বিচারের জন্য উপযুক্ত নন। তার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ছিল। এর সাথে ছিল মুড কংগ্রুয়েন্ট সাইকোটিক ফিচার। এর ফলে তার ঘুম, রুচি ও মনোযোগে সমস্যা ছিল।

এরপর, সরকার এবং ডিফেন্স কাউন্সেল উভয়েই তাদের নিজস্ব অতিরিক্ত মানসিক রোগ পরিচালনা করার জন্য মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল নিযুক্ত করে ড. আফিয়ার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার জন্য।

সাইকিয়াট্রিস্টরা আফিয়ার অ্যাটর্নি ও ব্রুকলিনের এমডিসি কার্সওয়েলে থাকার সময় কর্মীরা যারা ড. আফিয়াকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এরকম বেশ কয়েকজন ব্যক্তির ইইন্টারভিউ পরিচালনা করেন।

সাইকিয়াট্রিস্টরা ড. আফিয়া এবং তার ভাই মুহাম্মাদ সিদ্দিক্বীর মধ্যে ফোনালাপ এবং পাকিস্তান কনস্যুলেটের অফিসার জনাব আসিফ হুসেইনের সাথে ফোনালাপের খসড়া কপি পর্যালোচনা করেন।

২০০৮ সালের ২৯ আগস্ট, ড. আফিয়ার ভাইয়ের সাথে ফোনালাপের একটি খসড়া কপি থেকে জানা যায়, ড. আফিয়া তার ভাইকে টেক্সাসের পাকিস্তান লিগ্যাল ফোরামের প্রেসিডেন্টের সহায়তা নিয়ে তার মামলায় একজন অ্যাটর্নি নিয়োগের জন্য পরামর্শ দেন। তিনি তার ভাইকে অ্যাটর্নি নিয়োগের জন্য তহবিল সংগ্রহ করারও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ড. আফিয়ার অ্যাটর্নিরা পরীক্ষকদের সাথে একটি ইন্টারভিউয়ের সময় জানান, ড. আফিয়ার সাথে তাদের অল্প যোগাযোগ হয়েছে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সালে কনফারেন্স শুনানির সময়, ফিংক ব্যক্তিগত কারণে মামলা থেকে সরে যাওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন। মেডিক্যালীয় কারণ দর্শান তিনি। আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করে সিজেএ অ্যাটর্নি ডন কার্ডিকে এলিজাবেথ ফিংকের জায়গায় নিয়োগ করেন।

৬ জুলাই, ২০০৯ সালে আদালতে উপযুক্ততার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ড. আফিয়া অ্যাটর্নি ডন কার্ডির সাথে আদালতে উপস্থিত হন। ফরেনসিক ইভাল্যুয়েশন রিপোর্ট সরকার এবং ডিফেন্স সাইকিয়াট্রিস্ট উভয়েই জমা দেন।

আদালতে সরকার যুক্তি দেয়, সাক্ষ্য এবং অন্যান্য প্রমাণ যা এই শুনানিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা প্রমাণিত করে যে বিবাদী অভিনয় করছেন এবং মানসিক রোগ বা কোনোপ্রকার সমস্যায় ভুগছেন না।"

ডিফেন্স জানায়, ড. আফিয়া বিচারের জন্য উপযুক্ত নন তার ডিল্যুশনাল ডিসর্ডারের জন্য।

কোর্ট দেখতে পারল ড. আফিয়া তার অ্যাটর্নিদের সাথে পরামর্শ করার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত এবং তার নিজের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম নিয়ে তার যৌক্তিক ও বাস্তবিক ধারণা আছে।

ড. আফিয়া তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতি বুঝতে পেরেছেন এবং তার ডিফেন্স কাউন্সেলকে সহায়তা করতে পারবেন বলে জানানো হয়। বলা হয় তিনি বিচারের মুখোমুখি হতে সক্ষম।

২০০৯ সালের ১১ আগস্ট অ্যাটর্নি চার্লস সুইফট আদালতকে চিঠির মাধ্যমে অবহিত করেন আফিয়া বিচারের জন্য উপযুক্ত আদালতের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার ভিয়েনা কনভেনশন অফ কনস্যুলার রিলেশন এর অধীনে আর্টিকেল ৩৬ এর সেকশন সি অনুসারে তার অধিকার ব্যবহার করে কাউন্সেল নিয়োগ করছে।

এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ড. আফিয়ার পরিবারের সাথে বোঝাপড়ার পর। কারণ আফিয়া আদালত নিযুক্ত কাউন্সেল ডন কার্ডির প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করেন।

তিনি আরো বলেন, ১০ আগস্ট ২০০৯ সালে পাকিস্তান লিন্ডা মোরেনো, এ্যালাইন শার্প ও তার সাথে চুক্তি করেছে আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। এতে লিন্ডা মোরেনো হবেন লিড কাউন্সেল ও বাকিরা এসোসিয়েট।

চার্লস সুইফট একটি চিঠিতে আরো জানান, ড. আফিয়ার সাথে মিস শার্প কথা বলেছেন টেলিফোনে। এই কথোপকথনের সময়, মিস শার্প জানান ড. আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে পাকিস্তান একটি ডিফেন্স টিম গঠনের জন্য তহবিল সরবরাহ করেছে এবং তিনি আফিয়ার পক্ষে মামলার প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি চেয়েছিলেন। শার্প জানান, ড. আফিয়া পুনরায় নিশ্চিত করে জানান যে, তিনি নিযুক্ত কাউন্সেলের মাধ্যমে কোনো প্রতিনিধিত্ব চান না।

যখন তার পক্ষে পাকিস্তান কর্তৃক নিয়োগকৃত কাউন্সেলের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তখন ড. আফিয়া তার স্পষ্টভাবে কোনো বিরোধিতা করেননি। তবে তিনি স্পষ্ট সম্মতিও দেননি। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে মিস শার্প ফোনালাপ শেষ করেন।

সুইফট আরো লিখেছেন যে, তিনি নিজে এবং মিস মোরেনো মামলায় উপস্থিতি নোটিশ এবং Pro hac vice নিয়োগের ব্যাপারে কোনো বিলম্ব ছাড়াই প্রস্তাব দায়ের করেন।

মিসেস শার্প এরকম নোটিশ এবং প্রস্তাব দায়ের করতে চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তিনি বলেন, মিস মোরেনো নিম্নলিখিত কার্যক্রমের প্রস্তাবও দিয়েছেন আদালতে—

১. ডন কার্ডি এই মামলায় থাকবেন যতদিন পর্যন্ত আফিয়া নিশ্চিতভাবে এই কাউন্সেলের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন না করেন।
২. আমি নিজে, মোরেনো এবং সুইফট সমস্ত প্রমাণ ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছি।
৩. আদালতে সিকিউরিটি অফিসারের কাছে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণ দেয়ার পর মিস মোরেনো এবং আমাকে ক্লাসিফাইড তথ্যে অ্যাক্সেস করতে অনুমতি দেওয়া হবে। যদি এরকম তথ্যপ্রমাণ থাকে বা সরবরাহ করা হয়।
৪. কাউন্সেলের নীতিগত বা পেশাদার বাধ্যবাধকতার জন্য পৃথক ফাইলিং প্রয়োজন না হলে কোর্ট মোশন ক্যালেন্ডারের সাথে মিল রেখে সব কাউন্সেল একসাথে প্রস্তাব ফাইল করবে।

১৪ আগস্ট ২০০৯ সালে একটি চিঠির মাধ্যমে প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি কোর্টে একটি কনফারেন্স শুনানি রাখার জন্য আবেদন করেন। এতে কোর্ট বিবাদীকে জিজ্ঞেস করবে তিনি তার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কীভাবে এগিয়ে যেতে চান। এতে আরো বলা হয়, সরকার বিশ্বাস করে সিজেএ অ্যাটর্নি রেকর্ডে মূল কাউন্সেল হিসেবে থাকা উচিত যতক্ষণ না আফিয়া অন্য অ্যাটর্নিকে তার প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে মতামত দেন।

এতে আরো বলা হয়, সরকার মনে করে না যে বিবাদীর ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান ছাড়াই সিজেএ কাউন্সেল ও প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি তার প্রতিনিধিত্ব করা উচিত।

এই চিঠির উত্তরে ডন কার্ডি ১৭ আগস্ট কোর্টের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে জানান, সরকারের প্রস্তাব আফিয়ার মানসিক ইস্যু বিশেষ করে তার ডিল্যুশনাল ডিসঅর্ডার এড়িয়ে গেছে যা কোর্ট ও যেকোনো অ্যাটর্নির কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

কোর্ট আফিয়াকে বিচারে দাঁড়ানোর উপযুক্ত ভেবেছে ও তার মানসিক অসুস্থতাকে স্বীকৃতি দেয়নি। কোর্ট যদি তার মতো বিশ্বাস করে যে, আফিয়া গুরুতর মানসিক সমস্যায় ভুগছেন, তাহলে সরকারের আফিয়াকে অনুরোধ করা উচিত কোর্টে এসে তার প্রতিনিধিত্ব বাছাই করতে।

তিনি জানান, ছয় মাস থেকে আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে তিনি বুঝতে পারছেন আফিয়া তার নিজ স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। কার্ডি মনে করেন, আফিয়ার মানসিক অবস্থার জন্য তার সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা উচিত। তাই তিনি কোর্টকে অনুরোধ করেন অ্যাটর্নি লিন্ডা মোরেনো, চার্লস সুইফট, এ্যালেইন শার্প যাদেরকে পাকিস্তান সরকার নিয়োগ করেছে তাদেরকে রেকর্ডে কো-কাউন্সেল করা উচিত।

ডন কার্ডি ইউএস সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলা, ইন্ডিয়ানা/এডওয়ার্ডস 128 S.Ct. 2388 (2008) এর রেফারেন্স দেন।

এতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ডাস্কি টেস্টের অধীনে মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী উপযুক্ত প্রমাণিত হলে কোর্টের উচিত সেই বিবাদীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা। কারণ বিচারে দাঁড়ানোর উপযুক্ততার যে স্ট্যান্ডার্ড তাতে আফিয়ার মতো বিবাদীর গুরুতর মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

২রা সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে একটি কনফারেন্স শুনানি হয়। এতে আফিয়ার আইনি পরামর্শ ও প্রতিনিধি পাবার অধিকার উল্লেখ করেন বিচারক বারম্যান। আফিয়া, ডিফেন্স, প্রসিকিউশন কাউন্সেল সবাই উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

বিচারক বারম্যান নিশ্চিত করেন সিজেএ অ্যাটর্নি এলিজাবেথ ফিংক আফিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। আফিয়া নিজ খরচে প্রতিনিধির ব্যবস্থা করতে পারবেন না।

মিস ডন কার্ডিকে ফিংকের জায়গায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়া পাকিস্তান সরকার ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩৮ অনুসারে মোরেনো, সুইফট ও শার্পকে আফিয়ার ডিফেন্স কাউন্সেল হিসেবে নিয়োগ করেছে। সিজেএ অ্যাটর্নি ও তৃতীয় পক্ষের নিয়োগকৃত অ্যাটর্নিগণ টিম হয়ে কাজ করবেন। ডন কার্ডি মূল কাউন্সেল হয়ে কোর্টকে সহায়তা করবেন।

কার্ডি বলেন, আফিয়ার মজবুত ডিফেন্সের জন্য ও বিচার কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য এটি বেশ ভালো উপায়।

আফিয়া জানান, তিনি কোর্টের দেয়া টিম পছন্দ করেননি ও পাকিস্তান কনস্যুলেটের এই অধিকার নেই। তিনি কাউকে তার জন্য টিম গঠনের অধিকার দেননি এবং ডন কার্ডিকে তিনি তার প্রতিনিধিত্ব করতে নিষেধ করেছেন।

বিচারক বারম্যান কার্ডিকে বলেন, এতে ডিফেন্স অচল হয়ে যাবে ও ড. আফিয়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। আফিয়া চাইলে অন্য কাউন্সেল দেয়া যাবে।

আফিয়া বলেন, তাকে যে অবস্থায় পতিত করা হয়েছে এতে তিনি নিজের পছন্দে কোনো কাউন্সেল বাছাই করতে পারবেন না। তবে তিনি তাকে দেয়া টিমের ব্যাপারে একমত নন। তিনি কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে না দিতে অনুরোধ করেন। আরো বিভিন্ন বিষয় আছে যা তিনি আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান করতে চান।

আফিয়া বারম্যানকে বলেন, তিনি তাকে কথা বলার সুযোগ দেননি।

বারম্যান বলেন, আফিয়ার জন্য ভালো হবে তার অ্যাটর্নিদের মাধ্যমে কথা বলা। কিন্তু তিনি যদি তা না করেন সেটি মূলত তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অ্যাটর্নিরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ।

প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি মিস্টার লা ভিগন বলেন এটি অযাচিত ও জটিল পরিস্থিতি। সিক্সথ এমেন্ডমেন্ট রাইট ড. আফিয়াকে কাউন্সেল পছন্দের অধিকার দিয়েছে।

তিনি বলেন, কোর্টের উচিত আফিয়াকে তার অ্যাটর্নিদের ব্যাপারে বিরোধিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা।

বিচারক বারম্যান জানান, আফিয়া তার প্রতিনিধিত্বের জন্য অ্যাটর্নি চান না। তাকে কাউন্সেল ছাড়া রাখলে এটা হবে ভুল। তিনি জানান তিনি দুই পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করছেন।

আফিয়া বলেন, তিনি তার আইনজীবীদের সাথে একমত নন, তারা তার মতামত ছাড়াই তার পক্ষে কথা বলছেন। তাছাড়া মনে হচ্ছে বিচারক বারম্যান তার জন্য মামলা লড়ছেন।

মিস্টার লা ভিগন বলেন, ড. আফিয়াকে জানানো উচিত তার কাছে তিনটি উপায় আছে। শুধু মিস ডাউন কার্ডিকে বাছাই করতে পারেন, বা তিনজন অ্যাটর্নি যাদের পাকিস্তান নিয়োগ দিয়েছে শুধু তাদের মাধ্যমে কিংবা নিজে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

তিনি বলেন, তিনি বুঝতে পারছেন এটি বেশ কঠিন।

পাকিস্তানের মাধ্যমে নিয়োগকৃত অ্যাটর্নিদের ও ড. আফিয়ার মধ্যে কোনো স্বার্থগত দ্বন্দ্ব আছে কি না এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য শুনানির সম্ভাবনা আছে। এই তিন অ্যাটর্নিকে না চাওয়ার পেছনে আফিয়ার কারণ থাকলে তা অনুসন্ধান করা উচিত।

বারম্যান জানান, আফিয়ার সব অ্যাটর্নির সাথেই সমস্যা। এমনকি যখন ফিংক তার সিজেএ কাউন্সেল ছিলেন তখনো। আফিয়ার কাছে বিকল্প থাকলেও তিনি ব্যবহার করেননি।

আফিয়া বলেন, তাকে অ্যাটর্নি খুঁজতে দিলে কেমন হয়?

বারম্যান বলেন, এটি বেশ কঠিন হবে। আফিয়ার ডিফেন্স টিম খুব মজবুত, এর চেয়ে মজবুত পাওয়া যাবে না।

আফিয়া বলেন, তিনি তার অ্যাটর্নিদের সাথে একমত নন।

বারম্যান জিজ্ঞেস করেন আফিয়ার কাছে বিকল্প আছে কি না।

আফিয়া বলেন, কীভাবে থাকবে! তিনি তালাবদ্ধ ছিলেন, ফোনকল করা বা কারো সাথে কথা বলতে পারতেন না। তিনি মামলার জন্য কোনো আইনজীবী ঠিক করেননি। কারণ কেউ তার পক্ষে কথা বলতে চাচ্ছিল না। ডন কার্ডি বলেন, আফিয়া তার অ্যাটর্নিদের সাথে মিটিংয়ে অংশ নিতেন না। স্ট্রিপ সার্চ করা হতো তাকে।

শার্প বলেন, তিনি সরকারের সাথে কাজ করলে খুশি হবেন এবং তারা স্ট্রিপ সার্চ বিষয় নিয়ে কোনো চুক্তিতে গেলে ভালো হবে। এতে আফিয়ার সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

কোর্ট ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে স্ট্রিপ সার্চ বিষয়ে শুনানির ব্যবস্থা করে। ২৩ সেপ্টেম্বর শুনানিতে বারম্যান বলেন, আফিয়াকে এমডিসিতে তার কাউন্সেলের সাথে দেখা করতে স্ট্রিপ সার্চের ভেতর দিয়ে যেতে হবে না। তিনি সরকার, ডিফেন্স অ্যাটর্নি ও ব্যুরো অফ প্রিজনকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

শার্প বলেন, একারণে ডিফেন্স অ্যাটর্নিরা আফিয়ার সাথে বিগত সাতদিনে সাতঘন্টা মিটিং করতে পারেন এবং তারা এ ব্যাপারে বেশ খুশি। বারম্যান বলেন, curcio hearing বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব অনুসন্ধানের জন্য শুনানির কোনো দরকার নেই। কারণ তিনি আফিয়ার স্বার্থ ও পাকিস্তান সরকারের অ্যাটর্নিদের মধ্যে স্বার্থের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব পাননি।

তিনি বলেন, আফিয়া কখনোই বলেননি তিনি 'রাইট অফ সেল্ফ ডিটারমিনেশন' এর অধিকার ব্যবহার করতে চান। অ্যাটর্নি পরিবর্তন করার বিষয় নিয়ে কোনো বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক পরিকল্পনা বলেননি।

বিচারক বলেন, ডন কার্ডি ও তিনজন অ্যাটর্নি আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন বেশ ভালোভাবেই। তিনি তাদের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ পাচ্ছেন না। তারা ভবিষ্যতেও আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে থাকবেন।

২৪ অক্টোবর, ২০০৯ সালে ড. আফিয়া আদালতে চিঠি লিখে জানান মিস ডন কার্ডি এবং চার্লস সুইফটকে তার প্রতিনিধিত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, অ্যাটর্নিদের তার জন্য কিছু করতে হবে না।

২৫ অক্টোবর ২০০৯ সালে কোর্ট জানায়, নভেম্বরের ৩ তারিখ দুপুর ২টায় পরবর্তী শুনানিতে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কথা বলবে।

কোর্টে জানানো হয় এর দুটো বিষয় জানতে হবে। ১. যদি এই কাউন্সিলে না হয় তাহলে পরবর্তী বিচার কার্যক্রমে (১৯ জানুয়ারি ২০১০) সালে কে আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবে? ২. কোর্ট দুই পক্ষ থেকেই প্রতিনিধিত্ব বিষয় নিয়ে সমাধান করার পরামর্শ দেয়। কোর্ট আদেশ দেন এই দুটি বিষয়ে রিপোর্ট ২৭ অক্টোবর ২০০৯ সালে বিকেলের মাঝে পেশ করতে হবে।

৩ নভেম্বর ২০০৯ সালে বারম্যান আদালতে বলেন, আজ আফিয়ার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা হবে। তাই তিনি কোর্ট রুম বন্ধ করে দিবেন। সরকারের লোকজনকে বের হয়ে যেতে বললেন তিনি। কারণ আফিয়ার প্রতিনিধিরা অ্যাটর্নি ক্লায়েন্ট সুবিধা পাবেন। তিনি আফিয়া ও অ্যাটর্নিদের থেকে সমস্যা জানতে চান।

আফিয়া বলেন, অ্যাটর্নিদের ভিজিট তার জন্য টর্চারের মতো। বারম্যান পারলে তা যেনো বন্ধ করেন।

বারম্যান জানান, তিনি অ্যাটর্নিদের জিজ্ঞেস করেছিলেন তারা যাতে নিশ্চিত করেন আফিয়া তার বিচারে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছেন কি না।

তিনি আরো বলেন, তিনি তাদেরকে এই ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন করেছেন ও তাদের বক্তব্য পেশ করতে বলেছেন।

আফিয়া বলেন, এফবিআই এজেন্টরা, মিস্টার লা ভিগন, মিস মেয় সাঈদের সাথে কথা বলার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু অ্যাটর্নিরা তা করতে দেননি। এটা তার ভালো লাগেনি।

তিনি জানান, তারা বলেছেন বিচারক বারম্যান এসবের পেছনে দায়ী।

বারম্যান বলেন, তিনি এসব শুনে অভ্যস্ত। কারণ মানুষ সবসময় বলে সব বিচারকের দোষ। তিনি আফিয়া ও তার অ্যাটর্নি ছাড়া সবাইকে কোর্টরুম ছেড়ে চলে যেতে বলেন। তিনি বলেন, এখন কাউন্সেল ও প্রতিনিধিত্ব পরিবর্তনের সঠিক সময় বলে মনে হচ্ছে না। তিনি আজ এটা করবেন না।

আফিয়া জানান, তিনি কোর্টে থাকতে চান না।

বারম্যান বলেন, কোর্টে থাকা আফিয়ার অধিকার।

আফিয়া তাকে এ ব্যাপার জানানোর জন্য বারম্যানের প্রশংসা করেন, তবে তিনি এই অধিকার ছেড়ে দিতে আগ্রহী বলে জানান।

বারম্যান জিজ্ঞেস করেন, স্ট্রিপ সার্চের জন্য আফিয়া এই অধিকার ছেড়ে দিচ্ছেন কিনা।

এটা অন্যতম কারণ, তবে তিনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান আফিয়া। আফিয়া বলেন, এমডিসির ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা আছে। তবে আফিয়া সেটি ব্যবহার করার অনুমতি নেই।

শার্প বারম্যানকে জানান, আফিয়া কোর্টের উপর অসন্তুষ্ট।

মিস্টার লাভিগন কোর্টে কিছু প্রশ্ন পেশ করেন যা আফিয়াকে জিজ্ঞেস করা উচিত। তিনি কোর্টকে জিজ্ঞেস করলেন আফিয়াকে এই প্রশ্নগুলো করা হয়েছে কিনা।

আফিয়া বললেন লা ভিগন নিজেই কেনো তাকে সরাসরি প্রশ্ন করছেন না। তিনি এখানেই আছেন। যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করুন।

বারম্যান বলেন, একতরফা কনফারেন্সে সরকার যেসব প্রশ্ন করতে চেয়েছিল সেগুলো করা হয়েছে আফিয়াকে। এখন সেইসব প্রশ্ন আবারও ঘাটতে চান না তিনি। তার পর্যবেক্ষণ মোতাবেক তিনি প্রতিনিধিত্বতে কোনো পরিবর্তন আনবেন না।

লা ভিগন জানান, আফিয়াকে তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করা উচিত। তার সাক্ষীদের সামনে দাঁড়ানো উচিত।

আফিয়া জানান, তিনি কোর্টের দেয়া যেকোনো অধিকার ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

বারম্যান জানান, আফিয়ার কোর্টে আসার অধিকার ও বিচার কার্যক্রমের ব্যাপারে তার কাউন্সেলের সাথে পরামর্শ করার অধিকার আছে। আফিয়া এই অধিকারও নাকচ করেন। স্ট্রিপ সার্চ বা নগ্ন তল্লাশী অন্যতম কারণ, তবে একমাত্র কারণ নয়। তিনি তার অ্যাটর্নির সাথে কথা বলার মানে এই না যে কোনো অ্যাটর্নি-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক আছে তাদের। আফিয়া বারম্যানকে বলেন, তিনি তাকে অন্য অ্যাটর্নি পছন্দ করার অধিকার দিচ্ছেন না।

বারম্যান বলেন, কথাটা সত্য না। তিনি আফিয়াকে জিজ্ঞেস করেন, তার কাছে অন্য প্ল্যান ও অন্য অ্যাটর্নি আছে কিনা।

আফিয়া জানান, তাকে সময় দেয়া হলে তিনি অ্যাটর্নির সন্ধান করতে পারবেন।

বিচারক বারম্যান বললেন যে, নতুন অ্যাটর্নি নিয়োগ করতে ড. আফিয়ার কাছে বিকল্প পরিকল্পনা নেই।

৩ নভেম্বর শুনানি, রেকর্ড, উভয় পার্টির সাবমিশন, একতরফা বিচারিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে কোর্ট মনে করে না ডিফেন্স ড. আফিয়ার লিগ্যাল অপশনে বাধা দিচ্ছে।

কোর্ট জানায়, কাউন্সেল সম্পর্কে আফিয়ার লিখিত ও মৌখিক বিচার সত্ত্বেও আফিয়া ও তার কাউন্সেলের সম্পর্কে অবনতি হয়নি। আর তিনি সহযোগীতা না করলেও কাউন্সেল তার সহযোগীতা করেছে। ওই সময় কোর্ট ডিফেন্স কাউন্সেলে পরিবর্তন সঠিক মনে করেনি।

১৯ নভেম্বর ২০০৯ সালে আফিয়া শুনানিতে বলেন, তিনি অ্যাটর্নিদের ভিজিট করতে নিষেধ করেননি তারা তার দরজায় আসত ও ঘন্টার পর ঘন্টা মিটিং চলত। এটা তার উপর ছিল টর্চারের মতো।

আফিয়া বলেন, যেভাবে অ্যাটর্নিরা তার সাথে আচরণ করতেন সেটা সঠিক তরিকা নয়। তিনি অনুরোধ করেছিলেন অ্যাটর্নিরা তার কাছে না যেতে। ভিডিও কনফারেন্সিং করতেও নিষেধ করেন তিনি। কারণ তিনি বিচার বর্জন করছেন। তিনি নিজের ডিফেন্সের জন্য ব্যবহৃত বক্তব্য কাউকে ব্যবহারের অনুমতি দেননি।

বারম্যান বলেন, এজন্য তার কোর্টে থাকা জরুরি।

আফিয়া বললেন, তিনি কোর্টে থাকা না থাকায় যায় আসে না। তিনি বিচারককে অনুরোধ করেন তিনি অ্যাটর্নিদের সাথে দেখা করতে ও কথা বলতে চান না। তিনি বলেন তারা এসে তাকে যা ইচ্ছা তা বলতে পারে তবে এরকম ভিজিট অ্যাটর্নি ভিজিট হিসেবে যেনো গণ্য না হয়।

বারম্যান বলেন, এ্যাটর্নিরাও মানুষ।

আফিয়া বললেন, তিনি বুঝতে পারছেন অ্যাটর্নিরাও মানুষ, তিনিও মানুষ।

১১ই জানুয়ারি, ২০১০। কনফারেন্স শুনানিতে সরকার আফিয়াকে উপস্থিত করে। ডন কার্ডি বলেছেন, ড. আফিয়া তাকে দোষী সাব্যস্ত না করার জন্য আবেদন করেছিলেন।

ড. আফিয়া হস্তক্ষেপ করে বলেন, তারা তার আইনজীবী নন এবং তিনি তাদের অব্যাহতি দিয়েছেন অনেক বার।

বিচারক বারম্যান বললেন, আফিয়া আমি আপনার সাথে ঝামেলা করতে চাই না।

ড. আফিয়া বললেন, তাহলে আমাকে এখান থেকে বাইরে যেতে দিন।

বারম্যান জবাব দিলেন, তিনি এখন কথা বলছেন। আফিয়ার পালা আসলে তিনি কথা বলতে পারবেন।

ড. আফিয়া আবারো বলেন বারম্যান কখনো তাকে সেই সুযোগ দেননি এবং তার কোনো অ্যাটর্নি নেই। তিনি বিচার বর্জন করার কথা বলেন। এটাও বলেন যে, এই বিচারটি আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী।

বিচারক বারম্যান বলেন, আফিয়া এটিকে রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এবং রিপোর্টার এটিকে আদালতের রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

১৩ই জানুয়ারি, ২০১০। কনফারেন্স শুনানি চলাকালীন ড. আফিয়া বলেছিলেন, তিনি চুপ করে ছিলেন, কারণ যা ঘটছে তার সাথে একমত নন তিনি। এখানে সবকিছু মিথ্যাচার, ভণ্ডামি এবং অবিচার। তিনি কেবল আদালতে ছিলেন কারণ তাকে আদালতে যেতে বাধ্য করা হয়।

ড. আফিয়া বলেন যে, তিনি তার অ্যাটর্নিদের অব্যাহতি দিয়েছেন তাদের দায়িত্ব থেকে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান যখন তিনি চুপ ছিলেন, তার চুপ থাকাকে তার সম্মতি হিসেবে নেয়া হয়নি।চুপ থাকাই হচ্ছে তার প্রতি হওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে বলেন, তার জেনে রাখা উচিত যে তার বক্তব্য সর্বদা রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং ওই দিনেরটাও করা হবে।

ড. আফিয়া বললেন, তিনি মনে করেন না বারম্যান তার কথামতো কাজ করেন। তিনি দেখেননি রেকর্ডটিতে কী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিচারক বারম্যান বলেন, তার আইনজীবীরা তাকে এটি দেখাতে পারেন।

ড. আফিয়া আবার বলেন, তিনি আইনজীবীদের সংস্পর্শে ছিলেন না। কারণ তারা তার আইনজীবী নন। তিনি জানেন না তারা কী করছে। তিনি এসবের অংশ নন।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে জবাব দিলেন যে, আদালত তার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কথা বলেছে অনেকবার। তিনি মনে করেন আদালতে উপস্থিত ডিফেন্স অ্যাটর্নিরা যথোপযুক্ত।

ড. আফিয়া অসম্মতি জানান।

বিচারক বারম্যান বলেন যে, তিনি বুঝতে পারছেন আফিয়া এর সাথে একমত নন, তবে অবশ্যই তার আইনজীবী বাছাইয়ের একটি সুযোগ ছিল।

ড. আফিয়া জানান, তাকে কখনো আইনজীবী বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

বিচারক বারম্যান বলেন, ঠিক আছে, আমাদের সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে।

১৯ জানুয়ারিতে বিচার শুরুর আগে বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে বলেন তিনি তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান। তিনি প্রথমে জানতে চেয়েছিলেন আফিয়া জানেন কিনা ফৌজদারি বিচারের সব পর্যায়ে উপস্থিত থাকার অধিকার ছিল তার?

ড. আফিয়া বলেন, তিনি ভেবেছিলেন অধিকার এবং জোর করে আদালতে নিয়ে আসার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তিনি জানান, তারা তাকে নগ্ন তল্লাশী করত। তিনি এটি পছন্দ করতেন না। এটা সমগ্র বিশ্ব জানত।

বিচারক বারম্যান আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তার আদালতে উপস্থিত থাকার অধিকারের ব্যাপারে তার জানা আছে কি না।

ড. আফিয়া বলেন যে, এই অধিকার দরকার নেই তার এবং তাকে আদালতে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি বরং কারাগারে থাকতে পছন্দ করেন। তিনি এই বিচার বয়কট করছেন বলে জানান।

এরপর বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কী বুঝতে পারছেন ফৌজদারি বিচারের প্রতিটি পর্যায়ে তার আইনজীবীদের

সাথে কাজ করার অধিকার ও তাদের সাথে পরামর্শ করার অধিকার তার আছে?

ড. আফিয়া জবাব দিলেন যে, তিনি এই অ্যাটর্নিদেরকে তার অ্যাটর্নি হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং তাদেরকে বিচারক বারম্যান চাপিয়ে দিয়েছেন তার উপর।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে একটি লিখিত অধিকার ত্যাগের দলিল রয়েছে। এটা তার অ্যাটর্নিরা তার কাছে উপস্থাপিত করেছেন এবং তিনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন এটা কী সত্য?

ড. আফিয়া বললেন তার অ্যাটর্নিরা যা লিখেছে তাতে তার সমস্যা আছে।

এরপরে বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, আফিয়া স্বাক্ষর করেছেন কি না।

ড. আফিয়া জানালেন, তিনি স্বাক্ষর করেননি। তারা যা লিখেছেন সেখানে তার অর্জন করার মতো কিছুই নেই। তাকেই সব ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এটি সাইন করলে তাকে আদালতে আসতে বাধ্য করা হবে।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কী বুঝতে পারছেন নামাজের উদ্দেশ্য ছাড়াও তার কোর্টরুমের বাইরে থাকার অধিকার ছিল?

ড. আফিয়া বলেন যে, তিনি কোর্টরুম উইন্ডো থেকে বাইরে তাকিয়ে নামাজের সময় চেক করেছেন। তাকে কারো কাছে কোনো দয়া চাইতে হবে না।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, আফিয়া জানেন কি না কোর্টরুমে থাকতে না চাইলে কোর্টরুমের বাইরে টিভি মনিটরসহ হোল্ডিং সেলে বসতে পারবেন তিনি।

ড. আফিয়া বুঝতে পারলেন না যে প্রিজন সেলে কেনো থাকতে পারবেন না তিনি। এমডিসি ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে পারে। তিনি বললেন, কেনো আদালত তার বয়কট গ্রহণ করছে না? কেনো তাকে কেবল কারাগারে থাকতে দিচ্ছে না?

বিচারক বারম্যান বলেন, আফিয়ার কাছে দুটি বিকল্প আছে। হয় তিনি বিচারের সকল ধাপে আদালতে উপস্থিত হবেন অথবা তিনি টিভি মনিটরের সাথে প্রিজন সেলে থাকবেন। তার অ্যাটর্নিদের সাথে সংযোগ থাকবে তার এবং একজন অ্যাটর্নি সেখানে বসে থাকবেন আফিয়ার সাথে।

ড. আফিয়া বলেন, এটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। তারা প্রিজন সেলে বসে কথা বলবে তার সাথে। যা তিনি শুনতে চান না তাই বলবে।

বিচারক বারম্যান বলেন যে, ড. আফিয়া কী বুঝতে পারছেন যে তার কোনো অধিকার নেই বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত করার এবং তার সুযোগ আসার আগেই কথা বলার।

ড. আফিয়া বলেন, তিনি কখনোই কোনো সুযোগ পান না। যখন বলেন তখন বাধা দেয়া হয় তাকে।

বিচারক বলেন যে, তিনি জুরিকে পরামর্শ দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন তাদের উপর ড. আফিয়ার আক্রমণকে উপেক্ষা করা উচিত। তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত নয়। একইভাবে তার অনুপস্থিতি বা উপস্থিতিও তার বিরুদ্ধে ব্যবহার উচিত নয়।

ড. আফিয়া বলেন যে, তিনি সব জায়গাতেই নেতিবাচকতা দেখতে পাচ্ছেন। একটি শব্দও বলতে পারেননি তিনি। তারা তার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদবিরোধী অভিযোগ করেছে। তিনি অনুভব করেছিলেন সবকিছুই মিথ্যা। তাই তিনি বিচার বয়কট করছেন।

বিচারক বারম্যান তারপরে ড. আফিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কী সেদিন বিচারের জন্য আদালতে উপস্থিত থাকতে চান? কিংবা তিনি কী উপস্থিত থাকার অধিকার পরিত্যাগ করবেন?

তিনি বলেন, যদি তার অধিকার থাকে আদালতে না থাকার, তাহলে তার কারাগারে থাকা উচিত।

বিচারক বারম্যান আবারো একই কথা জিজ্ঞেস করলে আফিয়া বলেন, উভয় বিকল্পই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিচারক বারম্যান বলেন, তিনি এই উত্তরকে তার অধিকার ত্যাগ হিসাবে গ্রহণ করবেন না। এটা আফিয়ার উপস্থিত থাকার ইঙ্গিত হিসেবে গ্রহণ করবেন।

ড. আফিয়া তখন বলেন, মিডিয়ার সাথে কথা বলা দরকার। মিডিয়ায় কথা বলার চেষ্টা করেছেন তিনি। তিনি সাজা পাওয়ার আগে এটিই তার শেষ সুযোগ। তিনি বলেন, এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর জন্য তাকে অবশ্যই উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই সুন্দর দেশের খাতিরে তাকে উপেক্ষা করা উচিত না। তিনি তার লিখিত ডকুমেন্ট উন্মুক্ত করতে বলেন, যাতে বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকানরা আফিয়া ঠিক কী বলতে চাইছিলেন তা দেখতে পারে।

ড. আফিয়া বলেন, তিনি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নন বা কোনো জাতির বিরুদ্ধেও নন তিনি। তিনি আরো বলেন, কেউ আমেরিকানদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে তাদের যুদ্ধের জন্য।

২০শে জানুয়ারি, ২০০৯ সালে শুনানির দ্বিতীয় দিনে, বিচারক বারম্যান জানালেন ড. আফিয়ার অধিকার ছিল তবে তার বাধ্যবাধকতা ছিল না ডিফেন্সের জন্য সাক্ষ্য দেয়ার।

ড. আফিয়া বলেন যে, তিনি সাক্ষ্য দিতে চান।

বিচারক বারম্যান বললেন, অবশ্যই, তবে তার আইনজীবীদের সাথে তার কথা বলার দরকার আছে এ ব্যাপারে। কারণ ড. আফিয়া বলেছিলেন যে তারা তার আইনজীবী নন এবং তিনি কখনো তাদেরকে এক দিনের জন্যও গ্রহণ করেননি। তিনি তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বিচারক বারম্যান তাকে আদালতে আসতে বাধ্য করেছেন এবং তিনি কখনোই সুযোগ পাননি কিছু বলার।

বিচারক বারম্যান বলেন, প্রতিটি অপরাধ মামলার প্রত্যেক আসামীর অধিকার আছে সাক্ষ্য দেয়ার, তবে বাধ্যবাধকতা নেই।

ড. আফিয়া উত্তর দিলেন, বিবাদীর আদালতে উপস্থিত না হওয়ার অধিকার ও বাধ্যবাধকতা আছে।

বিচারক বারম্যান বলেন, আফিয়া যদি সাক্ষ্য দিতে চান, তবে তিনি যখন চান তখনই তা হবে না। উপযুক্ত পরিস্থিতি প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, সাধারণত আসামীপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ হলো আসামী এবং তাদের অ্যাটর্নির মধ্যে কথোপকথন।

ড. আফিয়া বললেন, তার কোনো ডিফেন্স টিম নেই এবং তারাও তার অ্যাটর্নি নন।

এরপরে বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে বলেন, তার কোনো অধিকার নেই বিচারপ্রক্রিয়া ব্যাহত করার এবং সুযোগ আসার আগে কথা বলার।

ড. আফিয়া বলেন, কারোরই তাকে তার সেল থেকে জোর করে কোর্টে আনার অধিকার নেই। অধিকার নেই তাকে গ্রহণযোগ্য নয় এমন সব বিকল্প দেয়ার। তিনি এই বিচার বয়কট করেছেন এবং তার প্রিজন সেলে থাকলেই তিনি খুশি।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেলে থাকতে পেরে তিনি কি খুশি?

তিনি বলেন, তিনি তার প্রিজন সেল বুঝাতে চেয়েছিলেন। বিচারক বারম্যান তার অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন।

বিচারক বারম্যান বললেন যে, আফিয়ার সাথে বিতর্ক করার ইচ্ছে নেই তার। তিনি এই বিচারকার্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। তার দায়িত্ব আদালতের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আফিয়াকে অবশ্যই বুঝতে হবে তিনি কার্যক্রমে বাধা দিতে পারবেন না এবং সুযোগ আসার আগে কথা বলবেন না।

ড. আফিয়া বলেন, তিনি ইংরেজী বুঝেন। তিনি বুঝতে পারছেন বিচারক বারম্যান কী বলছেন।

ড. আফিয়া তখন মিস শার্পকে বললেন, তিনি নিজের পক্ষে কথা বলতে পারবেন। তখন তিনি বললেন, অনেক ব্যাপারেই তার আপত্তি আছে। কিন্তু তিনি যেহেতু বিচার বয়কট করছেন, সে কারণেই তিনি চুপ ছিলেন। শ্যুটিংয়ের অভিযোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার পরিকল্পনাও করেননি তিনি। তিনি আরো বলেন একটি অবৈধ দেশে একজন ভিকটিম বিচারের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে তিনি একমত নন।

বিচারক বারম্যান তখন তাকে বললেন, তিনি বিঘ্ন ঘটাতে এবং রাগ করতে পারেন না। কারণ এটি সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা হবে না। এরকম করলে তাকে বাদ দেওয়া হবে কোর্টরুম থেকে। তাকে পাশের রুমে বসতে বলা হবে। রুমটা কোর্টরুমের সাথেই। সেখানে একটি টিভি মনিটর এবং তার একজন অ্যাটর্নি থাকবেন। সম্ভবত মিস শার্প উপস্থিত থাকতে পারেন।

ড. আফিয়া বলেন, তিনি এরকম ব্যবস্থা চান না। তিনি তার আইনজীবীদের দিকে তাকাননি, এমনকি কথাও বলেননি। তিনি তাদেরকে চান না। তিনি বললেন যে, তারা সম্মানিত মানুষজন। কিন্তু তারা তার প্রতিনিধিত্ব করছেন না। আদালত কেনো তাকে তাকে কারাগারে থাকতে দিচ্ছে না তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি আবার বলেন যে, আমেরিকাপন্থী প্রচুর লেখা রয়েছে তার। তিনি এই লেখাগুলোতে তার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। সেগুলির কোনোটিই আদালতে প্রকাশিত হয়নি।

বিচারক বারম্যান বলেন, তিনি ড. আফিয়াকে বুঝাতে চান চারজন আইনজীবীকে তার পক্ষে পাকিস্তান সরকার নিয়োগ করেছে।

ড. আফিয়া উত্তর দিলেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়ার পরেও তাদেরকে রাখার জন্য তাকে জোর করছেন বারম্যান।

বিচারক বারম্যন বলেন, সিজেএ অ্যাটর্নিদের আফিয়ার জন্য তিনি নিয়োগ দিয়েছেন।

ড. আফিয়া বলেন যে, তিনি তাদেরকে বহুবার অব্যাহতি দিয়েছেন। তারা শ্রদ্ধার সাথে কাজ করছেন অন্যের জন্য, তার জন্যে নয়।

বিচারক বারম্যান বলেন যে, তারা প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে অতীতে অনেক বার কথা বলেছেন।

ড. আফিয়া বললেন, তো!

বিচারক বারম্যান বললেন, প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাকে প্রতিটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ড. আফিয়া বললেন, তাকে কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। তিনি তখন কার্সওয়েলে ছিলেন যখন প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিচারক বারম্যান জানান, অন্যান্য আসামী যারা কোর্টে আসে তাদের চেয়ে তার সাথে ভিন্ন কোনো আচরণ করা হয়নি।

আদালতকে আফিয়া বলেন, তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেছেন এবং চুপচাপ আছেন এর অর্থ এই নয় যে তিনি সবকিছুর সাথে একমত।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে বলেন, তিনি কোনো বিস্ফোরক মন্তব্য সহ্য করবেন না।

ড. আফিয়া জবাব দিলেন, তিনি কাউকে আক্রমণ করছেন না। কথা বলছেন তিনি।

২৫শে জানুয়ারি, ২০১০।
বিচারের শুনানি থেকে ড. আফিয়াকে আক্রমণাত্মক বক্তব্যের জন্য আদালত থেকে সরিয়ে দেন বিচারক বারম্যান।

ডিফেন্স তারপর একটি অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা করতে আবেদন করে।

মিসেস মোরেনো বলেন, কিছু সময় আগে ইউএস মার্শালরা ড. আফিয়াকে জুরির সামনে লকআপে নিয়ে যায়। মার্শালরা ড. আফিয়ার সাথে তখন বেশ জবরদস্তিমূলক আচরণ করছিল।

বিচারক বারম্যান বলেন, মিসেস মোরেনোর আবেদন শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। তার ক্লায়েন্ট ড. আফিয়া কোর্টরুমে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। তার দায়িত্ব বিচার কার্যক্রমের অগ্রগতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা। তিনি ড. আফিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি বিঘ্ন তৈরী করতে পারবেন না। তবুও আফিয়া বাধাদানে ছিলেন অবিচল। এ রকম আচরণের জন্য তাকে আদালতের বাইরে বের করে দেয়াই উপযুক্ত। ডিফেন্সের জন্য এটি সহায়ক হবে ড. আফিয়ার সাথে বেশি সময় ব্যয় করার এবং তকে বুঝানো যে প্রোটোকল মানতে হবে তার।

মিস মোরেনো বলেন, ড. আফিয়া ডিফেন্স কাউন্সেলের সাথে যোগাযোগ করেননি। ড. আফিয়া তাদের সাথে কথা বলেননি। সেইদিনই তিনি ড. আফিয়ার সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি কিছু কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন তার সাথে দেখা করে। আফিয়া তাকে বলেছিলেন, তিনি যদি এখনই চলে না যান, তাহলে তার বিরুদ্ধে হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ দিবেন তিনি।

বিচারক বারম্যান বলেন, তিনি ড. আফিয়াকে বিচারের সময়সহ অনেকবার মিস শার্পের প্রতি সম্মান জানাতে দেখেছেন।

ড. আফিয়া তখন বাধা দিয়ে বিচারক বারম্যানকে বলেন, তিনি শ্রদ্ধার সাথে বলছেন বারম্যান যা বলছেন তা মিথ্যা।

বিচারক জানতে চাইলেন, আফিয়ার আর কিছু বলার আছে কি না?

আফিয়া বললেন, না। শুধু এই কথাটাই বলার ছিল।

অষ্টম অধ্যায়

রায়, সাজা ও ড. আফিয়া

ড. আফিয়ার রায় ও সাজা বিশ্বজুড়ে বিতর্ক জন্ম দেয়। এই রায় কীভাবে আসলো এ ব্যাপারে জানার জন্য জুরির রায়, বারম্যানের বক্তব্য ও সাজা শুনানির সময় ড. আফিয়ার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে জুরি রায় দেয়।

ডেপুটি ক্লার্ক তাদের একজন নিরপেক্ষ লোককে দাঁড়াতে বলেন। তাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন ছিল জুরি কী রায় জানিয়েছে?

ডেপুটি ক্লার্ক: আমেরিকার নাগরিকদের হত্যা চেষ্টা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: অপরাধী

ডেপুটি ক্লার্ক: দয়া করে বলুন বিবাদী পূর্বপরিকল্পনার সাথে এ কাজ করেছে কিনা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: না

ডেপুটি ক্লার্ক: আমেরিকার কর্মকর্তা ও কর্মীদের হত্যাচেষ্টা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: অপরাধী

ডেপুটি ক্লার্ক: দয়া করে বলুন, এই অপরাধ আসামী পূর্বপরিকল্পনার সাথে করেছে কিনা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: না

ডেপুটি ক্লার্ক: আমেরিকান কর্মকর্তা ও কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: অপরাধী

ডেপুটি ক্লার্ক: হামলার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও ব্যবহার?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: অপরাধী

ডেপুটি ক্লার্ক: আমেরিকান অফিসার ও কর্মীদের উপর এবং দোভাষী আহমেদ গুলের উপর হামলা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: অপরাধী

ডেপুটি ক্লার্ক: আমেরিকান অফিসার ও কর্মীদের উপর হামলা, স্পেশাল এজেন্ট ১ এরিক নেগ্রনের উপর হামলা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: অপরাধী

ডেপুটি ক্লার্ক: আমেরিকান অফিসার ও কর্মীদের উপর হামলা, মার্কিন সেনা অফিসার ২ ক্যাপ্টেন স্নাইডারের উপর হামলা?

নিরপেক্ষ ব্যক্তি: অপরাধী

ডেপুটি ক্লার্ক: জুরির সবাই সম্মত, রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

সাজার শুনানি ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ সালে করা হয়।

বিচারক বারম্যান জানান যে, এটি একটি জটিল বিচার। এই জটিলতা অভিযোগের কারণে নয় বরং বিভিন্ন ইস্যুর কারণে। এখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে যা হাই প্রোফাইল মামলার ক্ষেত্রে থাকে।

তিনি বলেন, সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও আদালতে একটি গুরুতর বিষয় ঘটে। এমন একটি ঘটনা যেখানে দর্শকের একজন ব্যক্তি দুজন বিচারকের সাথে অনুপযুক্ত ও হুমকিপূর্ণ আচরণ করেছে। এর ফলে প্রশ্নোত্তর পরে দুজন জুরি সদস্যের বদলে বিকল্প সদস্য আনতে হয় এবং শ্রোতা সেই সদস্যকে পরবর্তী কার্যক্রম থেকে বাদ দিতে হয়। তাকে বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসে উল্লেখ করতে হয় যেখানে এটি ছিল বিচারাধীন। তিনি আরো বলেন, বিচার চলাকালীন জুরির সামনে ড. আফিয়ার আক্রমণাত্মকভাবে কথার বিষয়টিও আছে। এতে সরকার আসামীকে বিচার থেকে বাদ দিতে অনুরোধ করেছে এবং তাকে ছাড়াই মামলা চালাতে বলেছে।

বিচারক বারম্যান বলেন যে, তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন এটি কোনো ভালো ধারণা নয়। তিনি তাদের এই অনুরোধ নাকচ করেছেন। একজন পাকিস্তানি নাগরিককে আটক করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে, তাকে বিচারের জন্য নিউইয়র্ক সিটিতে নিয়ে এসে তারই অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য চালিয়ে যাওয়া এটার কোনো মানে নেই। যদিও সেই আসামী বিচারকার্য বিঘ্নের কারণ ছিলেন।

বিচারক বারম্যান আরো বলেন, বিচারের প্রতিটি দিন ড. আফিয়াকে কোর্টরুমে থাকার এবং নিজেকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তিনি কার্যক্রমে বাধা দিতেন। আমরা তাকে কোর্টরুম সংলগ্ন একটি রুমে রাখার চেষ্টা করেছি। সেখানে একটি টিভি ইনস্টল করা আছে। সেখানে তিনি তার অ্যাটর্নিদের সাথে, যেমন—মিস শার্পের সাথে বিচার প্রক্রিয়া দেখতে এবং শুনতে পারেন।

তিনি বলেন, কখনো এমন হয়নি যে ড. আফিয়াকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ নাকচ করা হয়েছে বা পাবলিক ট্রায়ালে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নাকচ করা হয়েছে। আফিয়া তার অ্যাটর্নিদের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। ২৮ জানুয়ারী, ২০১০ সালে শুনানির পরে ড. আফিয়া নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়ান। আইনি ব্যবস্থায় এটা ছিল তার অধিকার নিজের প্রতিরক্ষার স্বার্থে দাঁড়ানো।

বিচারক বারম্যান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ২০০৩ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে তার অবস্থান সম্পর্কে রেকর্ডে অপর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। আফিয়া এবং তার ছেলে কেনো ২০০৮ সালে আফগানিস্তানে ছিলেন এটা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না।

তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আম্মার আল বালুচির সন্ধান করছিলেন। আম্মারের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আম্মারকে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে তার মামা খালিদ শেখ মুহাম্মাদের সাথে রাখা হয়েছিল সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত অভিযোগের কারণে।

বিচারক বলেন, অন্য একটি ধারণা হলো আফিয়া আমেরিকানদের আক্রমণ করার মিশনে ছিলেন। এছাড়া তিনি সেখানে ছিলেন বিস্ফোরক তৈরির নির্দেশনাবলী বিষয়ক ডকুমেন্টস তালিবানকে সরবরাহ করার জন্য। যাতে বিদেশিদের এবং সরকারি সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করা যায়।

তিনি বলেন, আদালত আরো উল্লেখ করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম উজাইর পারাচা মামলায় ড. আফিয়া একজন কো-কন্সপিরেটর হিসেবে অভিযুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে সাত দফা অভিযোগ ছিল। এই সাত দফার ভিত্তিতেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সেটা উজাইর পরাচা মামলার

ইস্যুতে ষড়যন্ত্রের জন্য নয়। তিনি দফা চারকে আলাদাভাবে গণ্য করেন। যার জন্য আইন অনুসারে পরবর্তীতে সাজা শুরু হবে।

তিনি বলেন, আফিয়াকে দেয়া সাজা জুরির রায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাজা আইন ১৮ ইউ.এস.সি কোড সেকশন ৩৫৫৩(এ) এর সাথে প্রাসাঙ্গিক।

বারম্যান বলেন সম্পূর্ণ সাজা ৭৬ বছরের। দফা এক ২০ বছর, দফা দুই ২০ বছর, দফা তিন ২০ বছর, পাঁচ ৮ বছর, ছয় এবং সাত প্রতিটা ৪ বছর করে। তিনি জানান দফা চারে ১০ বছর সাজা দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা। সম্পূর্ণ সাজা হবে ৮৬ বছর কারারোধ।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়াকে আবার টেক্সাসের কার্সওয়েলে এফএমসিতে থাকার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। যেখানে তাকে আগে রাখা হয়েছিল। তিনি আফিয়ার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এবং যে কোনো ফলোআপ চিকিৎসা সহায়তা, থেরাপি বা ঔষধ দেয়ার কথা জানান। তারপর ড. আফিয়াকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কিছু বলতে চান কি না।

ড. আফিয়া বলেন, তার কাছে কোনো নোট বা কিছুই নেই। তিনি জানতেন না আদালত কক্ষে কথা বলার সুযোগ পাবেন। তিনি আদালতে ঘুমানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহকে শুকরিয়া জানাতে চান। উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইলেন তিনি।

তিনি বলেন, অনেক কিছুই আছে যা সত্য নয়। এসবের সাথে একমত নন আফিয়া। তবে তিনি যে বিষয়গুলো বলতে চলেছেন তা তার মতে অনেক লোকের জীবনকে প্রভাবিত করবে।

আফিয়া বললেন, তার বাকি জীবন কোথায় কাটবে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি বিশ্বাস করেন না বিচারক বারম্যান বা অন্যরা কিংবা তিনি নিজেই কোনো কিছু ফয়সালা করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোনো কিছুর ফয়সালা করেনা।

তিনি জানালেন, এমডিসিতে কারাগারে তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে না। মুসলমানদের মধ্যে এই নির্যাতনের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি এটা মানতে পারছেন না, কারণ এটি মিথ্যা। তিনি বলেন, এই ধরনের সমস্যা বহির্বিশ্বের মানুষের জন্য আবেগের দিক দিয়ে অস্বস্তিকর। তিনি চান না তার

মামলা সম্পর্কে বহির্বিশ্বের লোকদেরকে ভুল তথ্য দেয়া হোক। তারা জানেন আফিয়া নির্দোষ। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি। তবে তিনি এসবের সাথেই চলবেন। লোকেরা তাকে কার্ড, সহানুভূতি জড়ানো চিঠি পাঠিয়েছে। তারা সবাই অপরিচিত। তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করে তার ভাই তাকে একটি কার্ড পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো চিঠির উত্তর দেননি।

তিনি জানান যে, এমডিসি থেকে তিনটি চিঠি পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তার পাঠানো একটি চিঠিতে তার রিটার্ন রিসিপ্ট পাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি কখনো রিটার্ন রিসিপ্ট পাননি। তাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন এমডিসি এটি কখনোই পাঠায়নি।

ড. আফিয়া জানান, তিনি কারো মাধ্যমে বুঝাতে পেরেছেন এমডিসির গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মিস্টার ডেসমন্ড দায়ী ছিলেন এসবের জন্য। তার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আছে যা তিনি এফবিআইকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এমডিসি সেটা করতে দেয়নি।

তিনি বলেন, মিস্টার ডেসমন্ড হলেন সেই ব্যক্তি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিকল্পনার সাথে জড়িত। তার কাছে অনেক তথ্য আছে এ ব্যাপারে।

আফিয়া বিচারক বারম্যানের প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি আফিয়ার লিখা চিঠি পড়তেন। তিনি ইসরায়েল বিরোধী ছিলেন না এবং আল্লাহর কসম তিনি কারো বিরুদ্ধেই নন। তাকে জোর করে এদেশে আনা হয়েছিল। এমন সব লোকেরা ছিল যারা মারাত্মক সব কাজ করার জন্যই নিযুক্ত হয়েছিল যাতে তারা বড়সড় যুদ্ধ করতে পারে। এটি ছিল একটি গেইমের অংশ।

তিনি সমাজকর্মী ছিলেন। তার মা ছিলেন একজন সমাজকর্মী এবং তিনিও তার সহকারী ছিলেন। সামাজিক কাজের অভিজ্ঞতা ছিল তার। ড. আফিয়া বলেন, তাকে মাঝে মাঝে কিছু বিষয় উল্লেখ করতে হয়েছে। ইসরায়েলের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন তিনি। মানুষজন এটিকে রাজনৈতিক বক্তব্য ভাবতে পারে। তবে রাজনীতির সাথে এর কোনো যোগসূত্র ছিল না। এটি ছিল একটি মানবিক সমস্যা। ইসরায়েল যদি যুদ্ধ করতে চায় তবে তাদের নিজেদেরকেই লড়াই করা উচিত। তাদের উচিত

নয় নিজেরা যুদ্ধ করবে না বলে ভুল তথ্য দিয়ে আমেরিকানদের যুদ্ধ করতে উস্কে দেয়া। আফিয়া বলেন, তাকে একটি গোপন কারাগারে রাখা হয়েছে কেউ এটি স্বীকার করতে চায়নি। তবে তিনি এসব আলোচনা করতে চাননি। তিনি জানান, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন না।

তিনি বলেন, যেসব লোকেরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করছে। অবশ্যই তাদের ডিএনএ পরীক্ষা করা উচিত। কারণ তারা তাদের পরিচয় গোপন করে। এটাই ছিল সমস্যা।

ড. আফিয়া বলেন, তার বেশিরভাগ দাঁত তার নিজস্ব নয়। আফগানিস্তানে অপহরণকারীরা অনেক মারধর করত তাকে। তারা তাকে কৃত্রিম দাঁত লাগিয়ে দেয়। মাঝেমধ্যে কথা বলার সময় সেগুলো খুলে পড়ে যায়। তবে তিনি এই দাঁত দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেন কোনোভাবে।

অপহরণকারীরা তাকে মিশনের জন্য গজনীতে পাঠায়। সেই মিশন কখনোই সফল হয়নি। তিনি কখনোই তাদের মিশন বুঝতে পারেননি। তিনি ছিলেন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। কী ঘটেছে তার কিছুই তিনি জানেন না।

তারা যেভাবে বলেছে তিনি সেভাবে করেছেন। কারণ তারা তার সন্তানদের ফিরিয়ে দিবে বলেছিল। সেই সময় তিনি কেবল তার বাচ্চাদের কথাই ভাবছিলেন।

ড. আফিয়া জানান, কিছু ইসরায়েলির সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি অবশ্যই বিশ্বাস করেন যে তারা বড় বড় যুদ্ধ তৈরী করছিল। বসনিয়াতে যুদ্ধের শিকার মানুষের সাথে কাজ করেছেন তিনি। সম্প্রতি তাকে বুরুন্ডি ও রুয়ান্ডার যুদ্ধ নিয়ে এমডিসিতে একটি বই দেয়া হয়। কীভাবে একজন সারভাইভার পালিয়েছিল এসব নিয়েই বই। দুর্দান্ত ছিল বইটি। কিন্তু গণহত্যা ছিল সত্যিই হৃদয় নাড়িয়ে দেয়ার মতো। তিনি সত্যিই যুদ্ধ পছন্দ করেন না।

ডালাস পিস সেন্টারে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তারা এমডিসিতে মেইলের মাধ্যমে তাকে একটি নিউজলেটার পাঠিয়েছে। তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে। তিনি ভেবেছিলেন সেখানে কেউ কেউ সত্যের পক্ষে কাজ করছে। যুদ্ধ চায় না তারা।

তার সাথে অনেক কিছু করার চেষ্টা করা হয় এমডিসিতে। এমডিসি'র কর্তাব্যক্তিরা তাদেরকে জানত না। তবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। তাই তিনি অভিযোগ করবেন না বলে জানান আফিয়া।

এফএমসি কার্সওয়েলে ভালো বা খারাপ থাকা নিয়ে কিছু বলবেন না তিনি। তবে এটি অবশ্যই এমডিসি থেকে ভিন্ন। তিনি অভিযোগ করেননি এবং তিনি ছিলেন সন্তুষ্ট। সমস্ত শুকরিয়া আল্লাহকে।

ড. আফিয়া বলেন যে, তিনি সহযোগিতা করছেন না বা এমডিসিতে সাইকোলজিস্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে তিনি কথা বলেননি এটা বলা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, বেশিরভাগ সাইকোলজিস্টরা মিথ্যা বলেছেন। কারণ তাদেরকে মোটা অংকের অর্থ দেওয়া হয়েছে। তারা সৎ হলে তাদের সাথে তিনি অবশ্যই কথা বলতেন।

ড. কেমকি, আদালতে যার উপস্থিতি তিনি আশা করছিলেন। কেমকি তাকে জানিয়েছেন তার পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার আছে। তিনি জানান, ড. কেমকি একজন দুর্বল কিন্তু খুব ভালো মানুষ।

কেমকি তাকে বলেছিলেন যে, তিনি প্রচন্ড চাপের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন আদালতে তার যা বলার তিনি বলবেন।

তিনি ডক্টর কেমকিকে দোষ দেননি তার পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি) আছে বলার জন্য। কারণ তার এটা ছিল।

তিনি বলেন, আপনি যদি অনেক বছর ধরে কারাগারে নির্যাতিত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পিটিএসডি হবে। কিন্তু তা কোনো ব্যক্তিকে মানসিকভাবে উন্মাদ করে না। বর্তমানে তার পিটিএসডি নেই। এর জন্য আল্লাহকে শুকরিয়া জানান তিনি।

মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন আফিয়া, ডিফেন্সের এই কথার সাথে তিনি একমত নন। তিনি মানসিকভাবে মোটেই অসুস্থ ছিলেন না। সিজোফ্রেনিয়া তো মোটেই না।

ড. আফিয়া বলেন, তার বিচারে অংশ নিয়েছে এবং তাকে সাক্ষ্য দিতে শুনেছে এমন লোকজন বুঝতে পারবে যে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ নন।

তিনি আবারো বলেন, তিনি ইসরায়েল বিরোধী নন। তবে হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন, তারা ৯/১১ মাস্টারমাইন্ড ছিল এবং এর প্রমাণ ছিল তার কাছে। আবারো আমেরিকার বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বড় যুদ্ধের পরিকল্পনা হচ্ছে। ইসরায়েলিরা এর সাথে জড়িত। তিনি তাদেরকে এসব বন্ধ করতে বলেছেন বলে জানান।

ড. আফিয়া বলেন, আমেরিকার জাগ্রত হওয়ার দরকার ছিল নিজেদের ঘরোয়া সমস্যার ব্যাপারে। তিন মাস ধরে তাকে এফবিআইয়ের সাথে কথা বলতে দেয়া হয়নি। তিনি এমডিসি'র প্রত্যেককে তাকে এফবিআইয়ের সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছেন, যদি তিনি অপরাধী হন তবে তিনি কী কখনো এফবিআই এর সাথে কথা বলার অনুরোধ করবেন?

তিনি আবার সবার সামনে বললেন, তিনি কথা বলতে চান এফবিআই এর সাথে।

ড. আফিয়া জানান অ্যাঞ্জেলা সেরসারের কথা। যিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং বাগরামে তার সাথে ছিলেন। তিনি কখনো তাকে জানাননি যে তিনি এফবিআই প্রতিনিধি।

তিনি জানান যে, তিনি যখন গোপন কারাগারে ছিলেন তখন তার অপহরণকারীরা তাকে যা খাওয়াতো তাই খেতেন। তিনি ভাবতেন এসব তার বাচ্চাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য গেইম। কিন্তু এসব ছিল চক্রান্ত। তারা তার ব্রেইন ওয়াশ করেছে। এসব বিষয় নিয়ে সাইকোলজিস্টদের সাথে আলোচনা করেছেন তিনি।

আফিয়া জানান, তিনি ৯/১১ চান না। তিনি কোনো রক্তপাত চান না।

তিনি চান শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধের অবসান। কেউ পারত রাষ্ট্রপতি ওবামার কাছে এই বিষয়টি জানাতে। কারণ তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিরিয়াস। কিন্তু কেউ তার বার্তা পৌঁছে দেয়নি।

কোর্টরুমে বসে থাকা সকল লোকের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাইলেন তিনি। জানালেন, তার কথা মুসলমানদেরকে হতবাক করে দেবে। তিনি কারো অপমান করতে চান না। তিনি জানান যে, যদি তিনি আল

কুরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলতেন তিনি একজন মুসলিম এবং তিনি আমেরিকাকে ভালবাসেন তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই।

ড. আফিয়া বললেন তিনি গাম্বিয়াকেও খুব পছন্দ করেন। কারণ এটিও তার স্বদেশ। পুরো বিশ্বকে ভালবাসেন তিনি এবং কোনো জাতি কিংবা এর লোকদের সাথে কোনো সমস্যা নেই তার।

তিনি জানালেন, আল্লাহ চান তিনি বেঁচে থাকুন এবং নিশ্চয়ই সেটা তার ভালোর জন্য।

ড. আফিয়া তার স্বপ্নের কথা জানালেন কোর্টরুমে। বললেন তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। তার বিচার শুরু হওয়ার কিছু পরের ঘটনা এটি।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি ভাবতেন কেউ যদি আফগানিস্তানের তালিবানদেরকে বলত যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য রহমতের কথা বলেছেন। বলেছেন, আফগানিস্তানের যুদ্ধ ছিল ভুল বোঝাবুঝি এবং এর অবসান হওয়া উচিত।

তাছাড়া আফিয়া ইভন রিডলির কথাও বললেন। রিডলি একজন সাংবাদিক। যিনি আফিয়ার মামলায় কাজ করে যাচ্ছেন।

আফিয়া তার স্বপ্নের কথা জানালেন, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। স্বপ্নে নবীজী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন তার রুমে প্রবেশ করেছেন। কক্ষটিতে ছিল বেশ কয়েকজন আমেরিকান সেনা। তারা মেঝেতে বসে ছিল আর পিছনে তাদের হাত বাধা ছিল যুদ্ধবন্দিদের মতো।

আফিয়া সেই ঘরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশের রুমে গেলেন। সেই রুমেও ছিল আমেরিকান সৈন্য। একইভাবে বসে ছিল তারা।

সৈন্যদের দিকে ফিরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইংরেজিতে কিছু বললেন। তিনি কেবল একটি বাক্য বলেছিলেন। আফিয়ার সঠিক শব্দগুলো মনে নেই। তবে তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তার স্বরটি ছিল বিনম্র। ক্ষমা ও করুণার কথা বলছিলেন তিনি।

আফিয়া জানালেন এই স্বপ্ন তাকে শান্তি দিয়েছে। তিনি জানেন আল্লাহ তাকে শুনেছেন এবং তার প্রচেষ্টাকে কবুল করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন তিনি মানবজাতির সবার প্রতি তার রহমত প্রেরণ করছেন।

তিনি জানালেন, মুসলমানরা ভাবতে পারে, এই লোকেরা মুসলমানদের হত্যা করেছে। কীভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারেন?

তিনি বললেন যে, আমেরিকান সৈন্যরা জানে না তারা কী করছে। আমেরিকান সৈন্যরা কার্সওয়েল এবং এমডিসির কারাগারে তার সাথে ভালো আচরণ করেছে। তিনি তাদের জন্য কেঁদেছেন। তিনি তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

ড. আফিয়া বললেন, তিনি তাদের নাম বলতে চান না। তিনি চান না কেউ তাদের ক্ষতিগ্রস্থ করুক। তিনি সত্যিই ভালবাসেন তাদেরকে। কারণ তারা জানত না কেনো আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে তাদের।

ইসরায়েলি আমেরিকানরা তার মেয়েকে বছরের পর বছর আটক করে রেখেছে। তারা তকে ধর্ষণ করেনি। যৌন নির্যাতন করেনি। তিনি দুঃখিত নন, তিনি ব্যথিত নন। কারাগারে ভাল আছেন তিনি। এজন্য আল্লাহকে শুকরিয়া জানান আফিয়া।

তিনি বললেন যে, ইভন রিডলিকে আফগানিস্তানে আটক করেছিল তালিবানরা। তারা তার সাথে ভাল আচরণ করে এবং তাকে ছেড়ে দেয়। তারপর রিডলি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মাথায় স্কার্ফ পরেন এবং এখনো তার কাজ করছেন।

তিনি বলেছিলেন, ইভন রিডলি খুব মুগ্ধ হন তালিবানদের আচরণে।

ড. আফিয়া বললেন, আপনারা কখনোই জানবেন না একজন মায়ের মনে কী তোলপাড় ঘটে যখন সন্তানদের কথা মনে পড়ে তার। এই অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউই বুঝবে না। হাজার হাজার শিশু সারা বিশ্ব জুড়ে জেলখানায় আছে। তাদের মায়েদের মনে কী হচ্ছে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

তার নিজের একটি ছয় মাসের ছেলেশিশু আছে। সে অসুস্থ ছিল। তিনি জানেন না সে বেঁচে আছে কি না। তার বড় দুই সন্তান যদি বেঁচে থাকে তাহলে সেও থাকতে পারে।

তিনি প্রত্যেক সরকারের কাছে আবেদন জানান যারা কারাবন্দিদেরকে আটক রেখেছে। আল্লাহর জন্য এসব বন্ধ করতে বলেন তাদের।

ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি শিশুদের কথা বললেন তিনি। কারণ তারা পাথর নিক্ষেপ করেছে ইসরায়েলি সৈন্যদের উপর।

ড. আফিয়া বললেন, তারা তো বাচ্চা মানুষ।

তিনি প্রত্যেককে অনুরোধ করে বলেন, তার জন্য কিছু না করে সেসব বাচ্চা ও অন্যান্য বন্দিদের জন্য কিছু করার।

তিনি মুসলমানদেরকে সহিংসতা না করার পরামর্শ দিলেন। ইমোশনাল না হয়ে কেবল আল্লাহর কাছে দুআ করতে বলেন তিনি। এছাড়াও তিনি অনুরোধ করেন, বিশ্বের যে কোনো জায়গায়, কোনো অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলমানরা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে যেন শিক্ষা দেয়।

মানুষের ইসলাম সম্পর্কে জানা দরকার। তাদের জানা দরকার যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাবিশ্বের প্রতি করুণা হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

তিনি জানালেন, জুরির লোকেরা আমেরিকান। তার একজন অ্যাটর্নি তাকে জানিয়েছিল যে জুরি তাকে নিরপরাধ হিসেবে রায় দিবে। কিন্তু তারপর রায় পরিবর্তিত হয়।

কুরআনের একটি আয়াতের কথা বলেন তিনি। এটি সূরা হুজুরাতের আয়াত নং ৬ বা ৭। এখানে বলা আছে যদি আপনি কোনো বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে সংবাদ না পান তবে এটি যাচাই করুন। এই আয়াতটি তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মামলায় অনেক গুজব ছিল এবং বেশ কয়েকটি ঘটনা ছিল মিথ্যা।

তিনি মুসলমানদের পরামর্শ দিলেন যে, যদি তারা তাকে কারাগারে নির্যাতন করা হয়েছে এমন কিছু শুনেন তাদের অবশ্যই এটি যাচাই করা উচিত।

তার নামে কোনো সহিংসতা চান না তিনি। কারাগারে লোকেরা তার কাছে এসে জানতে চেয়েছেন কীভাবে তিনি ক্ষোভ কাটিয়ে উঠেছেন এবং রায় দেওয়ার পরে তিনি কীভাবে এত স্বাভাবিক আছেন?

উত্তরে তিনি তাদের সবসময় বলেন, আল্লাহই তার অন্তরে সুকূন দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তার তাকদীরে যা রেখেছেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। সবই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাকে এমন স্বপ্ন দেখিয়েছেন যা তিনি আগে কখনোই দেখেননি।

তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেও তার স্বপ্নে দেখার কথা জানান। এই স্বপ্ন ছিল খুব দীর্ঘ। তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ বলতে চান না। তিনি জানান বহু খ্রিস্টানের সাথে পরিচয় আছে তার। ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছে তাদের সাথে। তারা খুব ভালো মানুষ। তাদের সাথে দ্বিমত ছিল খুব সামান্য। বেশিরভাগ চিন্তাভাবনাই মিলে। অনেক গঠনমূলক আলোচনার জন্য জায়গা ছিল তাদের সাথে। তিনি বললেন, যখন আল্লাহ চাইবেন তখন তিনি কারাগারের বাইরে আসবেন। তাকে একটি গোপন কারাগারে রাখা হয় বহু বছর। লোকজন ভেবেছিল তিনি মারা গেছেন। অথচ তিনি বেঁচে আছেন। কারণ আল্লাহ তার জন্য এভাবেই লিখে রেখেছেন। তিনি সন্তুষ্ট এবং শুকরিয়া জানান আল্লাহর কাছে।

ড. আফিয়া বলেছেন, যতই অন্যায় করুক না কেনো, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমস্ত ব্যক্তিগত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমরা সবাই জানি তিনি কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেননি তিনি।

ড. আফিয়া মুসলিমদের কাছে তার মামলার সাথে যুক্ত প্রত্যেককে ক্ষমা করার আবেদন করেন। যদি তিনি নিজে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে তাদেরও উচিত ক্ষমা করে দেয়া। যে দুই সৈন্য তাকে গুলি করেছে তাদেরকে তিনি মাফ করে দিয়েছেন বলে জানান।

তিনি বললেন, বিশ্বে অন্যায় ছড়িয়ে আছে। আমরা এই বিশ্বকে আরো শান্তিপূর্ণ জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে পারি আমরা। বিচারক বারম্যানকেও ক্ষমা করেছেন বলে জানান তিনি।

বিচারক বারম্যান তাকে বলেলেন, এই সাজার ক্ষেত্রে তিনি যদি আপিল করতে চান তবে তার সেই অধিকার আছে। তার যদি আপিলের জন্য ব্যয় করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে forma pauperis বা আদালতের স্বাভাবিক ফিস দেয়া ছাড়াই মামলা চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। তিনি বলেন, আফিয়া

আবেদন করলে আদালতের ক্লার্ক অবিলম্বে তার পক্ষে আপিলের নোটিশ প্রস্তুত এবং দায়ের করবেন।

ড. আফিয়া উত্তর দিলেন যে, বিচারকাজ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে আপিলের ক্ষেত্রেও সেরকমই হবে। তিনি চান না কেউ তার আপিলের জন্য সামান্য অর্থও খরচ করুক। এটি অর্থহীন এবং সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন। আল্লাহ তার কথা শোনেন।

বিচারক বারম্যান বলেন, তিনি তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কিছুটা সময় নিতে পারেন।

ড. আফিয়া আবার বললেন, তিনি আবেদন করতে চান না। তিনি বলেন যে, তিনি এমআইটিতে ছিলেন। সরকার তাকে মানসিক রোগী এবং অন্যান্য তকমা দিয়েছে। তিনি ইসরায়েলের হার্ভার্ডে ছিলেন এবং এখন তিনি আছেন ইসরায়েলের এমআইটিতে অর্থাৎ ম্যানহাটন ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস।

মিস ডন কার্ডি বলেছিলেন, "ইওর অনার, তিনি আপিলের নোটিশ দায়ের করবেন। কী করা যায় তা নিয়ে কাজ করব আমরা।"

ড. আফিয়া বাধা দিয়ে বলেন, "আমার জন্য কিছুই করা লাগবে না এবং দয়া করে আমার জীবন থেকে দূরে থাকুন।"

ডন কার্ডি জানান, ড. আফিয়ার জন্য নোটিশ দায়ের করার জন্য সিজেএ পরামর্শক হিসাবে তিনি বাধ্য। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তারা নির্ধারণ করতে পারবেন।

ড. আফিয়া আবারো না বললেন। এই কাউন্সেল বা অন্য কারো কিংবা নিজের দ্বারা নিযুক্ত করা কাউন্সেল প্রত্যাখান করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, তিনি মিস ডন কার্ডিকে একদিন আদালতের কাঠগড়ায় নিয়ে আসবেন।

বিচারক বারম্যান তখন জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কিছু বলতে চায় কিনা। প্রত্যেকে না সূচক জবাব দিলেন।

বিচারক বারম্যান ড. আফিয়ার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা ব্যক্ত করেন।

নবম অধ্যায়

আদালতের রায় প্রত্যাখ্যান ও আদালতকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ধারা ২২৫৫ প্রস্তাব

ইউ.এস.সি ২৮ এর ২২৫৫ ধারা অনুসারে দেয়া প্রস্তাব হলো আদালতের রায় প্রত্যাখান ও রায়কে চ্যালেঞ্জ বা সঠিক করার জন্য আধুনিক একটি আইন। এটি হেবিয়াস কর্পাস আইনে রিট দায়ের করার জন্য কমন লো পিটিশনের উত্তরসূরী। এই আইন তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদেরকে ফেডারেল সাজা শুনিয়েছে ও যারা কাস্টডিতে আছে। ২২৫৫ প্রস্তাব সাজা শোনার পরে ফেডারেল কারাবন্দিরা ব্যবহার করে, যখন তারা আপিল করতে চায় না।

মার্কিন বিচার ব্যবস্থায়, এটি হলো শক্তিশালী হাতিয়ার রায়কে সংশোধন করার জন্য। যা আপিলের জন্য উত্থাপন করা হয়নি বা যাবে না। এটি আদালতকে বন্দির বিরুদ্ধে সব অভিযোগ বাতিল করা, বন্দির মুক্তি, পুনর্বিচার ও পুনরায় সাজার ব্যাপারে বিবেচনা করার সুযোগ দেয়।

১২ই মে ২০১৪ সালে ড. আফিয়া দায়ের করেন "MOTION TO VACATE SENTENCE PURSUANT TO 28 U.S.C. § 2255" এবং একটি পৃথক "MOTION TO RECUSE THE COURT".

নতুন নিয়োগকৃত অ্যাটর্নি মিস টিনা ফস্টার এবং রবার্ট জে. বয়লে'র মাধ্যমে এটি দায়ের করেন তিনি। ড. আফিয়া "28 U.S.C. § 2255" দায়ের করেন। এই প্রস্তাব দায়েরের মাধ্যমে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে নিউইয়র্ক সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের দেয়া রায়কে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এই রায়ে 08-CR-826 অভিযোগের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ধারা অনুসারে আফিয়াকে সাজা শুনানো হয়।

১. 18 U.S.C. § 2332(b) ভংগ করে আমেরিকান নাগরিক হত্যা;
২. 18 U.S.C. § 1114 ভংগ করে আমেরিকান কর্মকর্তা ও কর্মীকে হামলার চেষ্টা;
৩. 18 U.S.C. § 111(b) ভংগ করে আমেরিকান কর্মকর্তা ও কর্মীকে সশস্ত্র হামলার চেষ্টা,

৪. 18 U.S.C. § 924(c) ভংগ করে গুলি চালানো;
৫. 18 U.S.C. § 111(a) ভংগ করে আমেরিকান কর্মকর্তা ও কর্মীকে আঘাত করা।

প্রস্তাবটিতে উল্লিখিত দাবি ছিল-

১. ষষ্ঠ সংশোধনী অনুসারে আফিয়ার কাউন্সেলের অধিকারকে নাকচ করা হয় যখন আদালত তৃতীয় পক্ষের নিয়োগ করা কাউন্সেল দ্বারা তার প্রতিনিধিত্ব করতে অনুমতি দেয়। আফিয়া এই কাউন্সেলকে অস্বীকার করেন।
২. আফিয়ার নিজের পছন্দের কাউন্সেল গ্রহণ এবং নিয়োগ করার সুযোগ নাকচ করা হয়। এতে করে ষষ্ঠ সংশোধনী অনুসারে তার কাউন্সেলের অধিকার নাকচ করা হয়।
৩. আফিয়া ও তার কাউন্সেলের মাঝে অ্যাটর্নি—ক্লায়েন্ট সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়ার পর ষষ্ঠ সংশোধনী অনুসারে তার কাউন্সেলের অধিকারকে নাকচ করা হয়।
৪. কাউন্সেলকে তৃতীয় পক্ষের অর্থায়ন কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে আফিয়ার কাউন্সেলের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়।
৫. ষষ্ঠ সংশোধনী অনুসারে বিচারকালে কাউন্সেলের কার্যকর সহায়তার অধিকার নাকচ করা হয়, যখন আফিয়ার অ্যাটর্নিরা—
   - ক. ২০০৩ সালে তার নিখোঁজকালীন পরিস্থিতি তদন্ত করতে ব্যর্থ হন।
   - খ. সরকারের স্বাক্ষীর ক্রস পরীক্ষার সময় একটি ভিডিও ব্যবহার করতে ব্যর্থ হন আফিয়ার অ্যাটর্নিরা। ভিডিওটিতে দেখা যায় যে, ১৮ জুলাই, ২০০৮ সালের শ্যুটিংয়ের ঘটনার আগে থেকেই দেয়ালে ছিদ্র উপস্থিত ছিল।
   - গ. প্রমাণ উপস্থাপন, বিতর্কের সময়কালে বা মামলা খারিজ করার ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরের অনুচিত মন্তব্যের আপত্তি জানাতে ব্যর্থ হন।

- ঘ. ২০০৩ সালে আফিয়ার অপহরণ এবং আটকে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পাকিস্তানের এক আইন প্রয়োগকারী অফিসারের দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক রেকর্ডিংয়ের বিষয়টি জানতে পারলেও, আফিয়ার অ্যাটর্নিরা ফেডারেল রুলস অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অনুসারে একটি নতুন বিচারের জন্য যেতে ব্যর্থ হন।

৬. ষষ্ঠ সংশোধনী অনুসারে আফিয়ার আপিল কাউন্সেলের কার্যকর সহায়তা পাবার অধিকার নাকচ করা হয় যখন প্রসিকিউটরের বিতর্কের সময় বিভিন্ন অসংগতি নিয়ে আফিয়ার অ্যাটর্নিরা তর্ক করতে ব্যর্থ হন।

৭. আফিয়ার আইনি অধিকার নাকচ করা হয় যখন প্রসিকিউশন তাদের কাছে থাকা প্রমাণ প্রদানে ব্যর্থ হয়। সেখানে প্রমাণিত হয় ২০০৩ সালে আফিয়ার অপহরণ করা হয় ও তাকে আমেরিকার কাস্টডিতে দেয়া হয়।

ড. আফিয়া বিচারক বারম্যানকে অযোগ্য দাবি করে প্রস্তাব দায়ের করেন। তিনি চান না যে, বারম্যান ২৮ ইউ.এস.সি ধারা ২২৫৫ প্রস্তাব প্রক্রিয়াতে নেতৃত্ব দিক।

মিস্টার বয়লে ইউ.এস.সি ৪৫৫(এ), (বি)(১) and (বি)(৫)(৪) অনুসারে আদালতকে চ্যালেঞ্জ করেন।

তিনি বলেন, সেকশন ২২৫৫ প্রস্তাবে উত্থাপিত ইস্যু অনুসারে বারম্যানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। কারণ ২৭ জানুয়ারি ২০১০ সালে আমেরিকায় তখনকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হুসেইন হক্কানী কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। হক্কানী আফিয়ার নিষেধ সত্ত্বেও অ্যাটর্নি নিয়োগ দেন।

বারম্যান তার সাথে প্রসিডিং শুরুর আগে দেখা করেন। কোনো পক্ষই তাদের এ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল না। বিচারক বারম্যান অনেক বিতর্কিত বিষয়ের জানতেন। তাকে বলা যায় ম্যাটেরিয়াল উইটনেস।

বয়লে বলেন, আফিয়া বিশ্বাস করতেন ২০০৩ সালে তার অপহরণের জন্য পাকিস্তান সরকার দায়ী। তিনি মনে করেন পাকিস্তান সরকার তার জন্য ডিফেন্স কাউন্সেল নিয়োগ করে তার স্বার্থে কাজ করছে না।

আদালত অ্যাটর্নি বয়লেকে লিখিত ডকুমেন্ট উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন যে তাকে ড. আফিয়া তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত করেছেন।

মিস্টার বয়লে ২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর, আফিয়ার লিখা একটি চিঠির উপর নির্ভর করলেন। এতে আফিয়া লিখেছিলেন, "আমি টিনা ফস্টারকে মার্কিন আদালতে আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অ্যাটর্নি হিসেবে নিযুক্ত করছি।"

মিস্টার বয়লে আফিয়ার সাথে ফোনে কথাবার্তার কপিটিও দিলেন। ২৭শে মে ২০১৪ সালে আদালতে দেয়া চিঠিতে তিনি এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।

এই চিঠিতে তিনি জানান যে "৫ মে, ২০১৪ সালে তিনি একটি আনমনিটরড লিগ্যাল টেলিফোন কলে কথা বলেন। এফএমসি কার্সওয়েল এই ফোনলাপের ব্যবস্থা করে। মিস টিনা ফস্টার এবং একজন ব্যক্তি, যিনি নিজেকে আফিয়া পরিচয় দিয়েছেন দুজনই ফোনালাপে অংশ নিয়েছিলেন। কথোপকথন চলে প্রায় এক ঘন্টা। তিনি এবং মিস টিনা ফস্টার ড. আফিয়াকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাকে এবং মিস টিনাকে আফিয়া তার পক্ষ থেকে ২৮ ইউ.এস.সি ২২৫৫ প্রস্তাব ফাইল করতে অনুমোদন দিবেন কিনা। তিনি সম্মত হন।"

মিস্টার বয়লে ২১ মে তারিখে টিনা ফস্টারকে লিখা ড. আফিয়ার চিঠির উপরও নির্ভর করলেন। যেখানে ড. আফিয়া বলেছিলেন, "আমি অ্যাটর্নি টিনা ফস্টার এবং রবার্ট বয়লেকে অনুমতি দিচ্ছি আমার পক্ষ থেকে রায় নাকচ করে ও অন্যান্য অভিযোগ দায়ের করে সেকশন ২২৫৫ প্রস্তাব দায়ের করতে।"

২০১৪ সালের ৮ জুলাই, আদালতের শুনানি চলাকালীন বিচারক বারম্যান বলেন, আজকের শুনানির উদ্দেশ্য হলো ড. আফিয়া কর্তৃক দায়ের করা চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তাবটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কোর্ট ডেপুটিকে ২৬ জানুয়ারি ২০১০ সালে ড. আফিয়ার কাউন্সেল জানায় যে, হুসেইন হক্কানী বিচার কার্যক্রমে অংশ নিতে চান। তিনি ২৭ জানুয়ারি, ২০১০ সালে আদালতে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বিচারক বারম্যান জানান, তিনি রাষ্ট্রদূতকে আগে জানতেন না এবং তার সাথে কখনও কথাও হয়নি। ২৭ জানুয়ারি সকালে রাষ্ট্রদূত আদালত কক্ষে উপস্থিত হন আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কিছু আগে।

বিচারক বলেন, তিনি রাষ্ট্রদূত হক্কানীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন খোলা কোর্টরুমে। রবিং রুমে বা চেম্বারে নয়। আর এক/দুই মিনিটের বেশি কথাও হয়নি তাদের। বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের মতোই কথা হয় তাদের।

বিচারক বারম্যান বলেন, তিনি এবং রাষ্ট্রদূত ইংরেজীতে মতবিনিময় করেন। "আপনার সাথে দেখা করে আনন্দিত" এরকমই কথাবার্তা হয়েছে তাদের। রাষ্ট্রদূতকে তিনি আদালত কক্ষে স্বাগত জানিয়েছেন, যার দরজা পাবলিকের জন্য সবসময়ই খোলা।

তিনি রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছেন, তার জন্য একটি আসন সংরক্ষিত আছে এবং তারা বিচারকাজ সাড়ে নয়টার দিকে শুরু করবেন। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা বিচার পর্যবেক্ষনে নির্দ্বিধায় থাকতে পারবেন এবং যদি ইচ্ছা করেন তবে আদালত ছেড়ে চলে যেতেও পারবেন। তিনি মামলার ব্যাপারে কোনো আলোচনা করেননি বা এটাও জানাননি যে, বিচার প্রক্রিয়া আইনজীবী নিয়োগের চুক্তির দিকে যাচ্ছে।

আফিয়ার মানসিক অবস্থা নিয়েও কিছু বলেননি তিনি। আফিয়ার অ্যাটর্নিরা পাকিস্তান সরকারের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন বলেই আফিয়ার বিশ্বাস, কিংবা আফিয়া অ্যাটর্নিদের অস্বীকার করছেন এসব কিছুই আলোচনা করেননি তিনি। এমনটাই জানান বারম্যান।

বিচারক বারম্যান রাষ্ট্রদূত হক্কানীর সাথে সংক্ষিপ্ত বৈঠক শেষে কোর্টরুমে ফিরে এসে বিচারের কার্যক্রম শুরু করেন। নিম্নলিখিত কথাটি উদ্ধৃত করেন তিনি—

"সবাইকে শুভ সকাল। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহন করুন। আমি বলতে চাই যে, আজ শ্রোতাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হুসেইন হক্কানী। আমি অল্প সময় তার সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছি এবং আদালত কক্ষে তাকে স্বাগত জানিয়েছি। আমরা আপনার উপস্থিতি স্বীকার করছি এবং আপনাকে আদালতে স্বাগত জানাচ্ছি।"

বিচারক বারম্যান বলেন, ডিফেন্স অ্যাটর্নি দ্বারা কোনো আপত্তি উথাপন করা হয়নি। তিনি আনুমানিক সাড়ে নয়টায় বিচারকাজ পুনরায় শুরু করেন এবং রাষ্ট্রদূত হক্কানী ১১.৩২ এর দিকে আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন। তিনি আর কখনো রাষ্ট্রদূতকে দেখেননি বা শোনেননি।

তিনজন অ্যাটর্নিকে মিস কার্ডির সহায়তার জন্য নিয়োগ করা হয়।

বিচারক জানান, ২৭শে জানুয়ারি, ২০১০ সালে রাষ্ট্রদূতকে অভিবাদন জানানোর এবং অ্যাটর্নি নিয়োগের মাঝে কোনো বাস্তব বা উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক নেই।

বিচারক বারম্যান বলেন, বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আদালতে শুভেচ্ছা জানানোর ফলে আদালতের মামলা নির্ধারণ বা বিচার প্রক্রিয়ায় কোনো প্রভাব পড়তে পারে না। আদালতের লক্ষ্য এই মামলার সমস্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে, দক্ষতার সাথে এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করা।

বিচারক বারম্যান জানান, মিস্টার বয়েলের রায় চ্যালেঞ্জ করে পুনর্বিচারের জন্য জমা দেয়া প্রস্তাবটি অস্বীকার করা হয়।

২রা জুলাই, ২০১৪ সালে, ড. আফিয়া সরাসরি আদালতের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যে, তিনি তার ২২৫৫ আবেদন এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য দায়েরকৃত প্রস্তাব প্রত্যাহার করছেন। রবার্ট জে. বয়লে আর কোনো কিছুতেই তার প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তিনি চান না এমন অন্যায় ব্যবস্থাতে অংশ নিতে, যেখানে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও বারবার নির্যাতন করা হচ্ছে তাকে।

ড. আফিয়া বলেন, ক্যাপ্টেন স্নাইডার তাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে। অথচ আফিয়াকে সাজা দেয়া হয়েছে। যিনি আফিয়াকে ৮৬ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন তিনি তাকে ন্যায়বিচার দিবেন এই বিষয় ভেবে বিভ্রান্ত হতে চান না আফিয়া।

মিস্টার বয়লে আফিয়াকে বুঝিয়েছেন, চুক্তি ছাড়াই কূটনৈতিকভাবে বের করে নিয়ে আসতে পারেন তিনি তাকে। তাই তিনি তার পরামর্শ অনুসারে ২২৫৫ প্রস্তাব দায়ের করতে রাজি হন।

পরে যখন বুঝলেন বাস্তবতা তার বিপরীত তখন প্রস্তাব ২২৫৫ এবং এর সাথে সম্পর্কিত দায়ের করা সব বিষয়ও প্রত্যাখ্যান করছেন তিনি।

৪ অক্টোবর, ২০১৪ সালে আদালতের আদেশে ড. আফিয়ার আবেদন বাতিল করে দিয়ে আদালত জানায়, ২০১৪ সালের ২রা জুলাইয়ে আফিয়ার দেয়া চিঠিটি স্পষ্টভাবে ২২৫৫ আবেদন প্রত্যাহার করে এবং মিস্টার বয়লে তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেটাও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আদালত আরো জানায়, আফিয়া ২২৫৫ আবেদনটি প্রত্যাহার না করলেও, আদালত এই আবেদনটি নাকচ করত।

দশম অধ্যায়

আফিয়ার মামলা এখন কোন দিকে মোড় নিবে?

কী ঘটবে এখন আফিয়া সিদ্দিকীর মামলার ভাগ্যে? এটি একটি প্রাসঙ্গিক চিন্তা। তিনি কী নির্দোষ? তার কী কারাগারে থাকা উচিত?

আপনারা অনেকেই ভাবছেন তিনি কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করবেন। আপনাদের উদ্দেশ্যে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যাতে ড. আফিয়ার মামলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমি আশা করি আপনারা পড়ার পরে বুঝবেন কেনো কেউ কেউ তাকে নির্দোষ বলে বিশ্বাস করেন এবং কেনো অনেকেই তাকে মনে করেন জঙ্গি।

আপনারা হয়তো কিছু বিষয় লক্ষ্য করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রচুর ক্লাসিফাইড তথ্য আছে। হতে পারে তার নিজস্ব যুক্তি আছে, তবু ভাবার বিষয় হলো বিচারক বারম্যান কেনো মামলা পরিচালনার জন্য ক্লাসিফাইড তথ্যের দিকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন ডিফেন্স, প্রসিকিউশন ও বিচারকের মধ্যে ক্লাসিফাইড তথ্য সম্পর্কে গোপন আলোচনা হয়েছিল ও তারা একটি সমাধানেও পৌঁছান যা সাধারণ মানুষ জানে না। এসব প্রকাশ হওয়া দরকার।

এই বইয়ে সেই ব্যাগের ব্যাপারে জানা যায় যেটা ড. আফিয়াকে আফগানিস্তানে কাস্টডিতে নেয়ার সময় পাওয়া যায় তার কাছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন এই ব্যাগে ডকুমেন্টস তার অপহরণকারীরাই রেখেছে তাকে জঙ্গি প্রমাণ করার জন্য।

কেউ কেউ বলছিলেন যে, ২০০৩ সালে ড. আফিয়া এবং তার বাচ্চাদের গ্রেফতারের পরপরই তাকে মানুষের ভিড়ে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ৫ বছর ধরে নিখোঁজ থাকার সময় তিনি সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসাবে গোপনে কাজ করেছেন। অবশেষে একটি ব্যাগ ও ডকুমেন্ট সহ গজনীতে আটক করা হয় তাকে।

তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হয়নি। তাই বিচারক বারম্যান এই বিষয়ে প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সীমাবদ্ধ করেছেন।

সম্ভবত আপনারা এই ব্যাপারেও ভাবতে চান?

কিছু লোকের অভিমত, ড. আফিয়া গজনীতে আসার ঠিক আগে একটি গোপন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তার ব্যাগটিতে অপরাধ কাজ সম্বলিত ডকুমেন্ট অবশ্যই তার সাথে দিয়ে দেয়া হয়েছে, যা আফিয়া তার সাক্ষ্যতে দাবি করেন। যাইহোক, এই সাক্ষ্যটি গুরুত্বহীন থেকে যায়।

অনেকের মতে, গজনীতে সংঘটিত ঘটনাগুলো অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দেয়। আফগানিস্তান সরকার কেনো ড. আফিয়াকে তুলে দিয়েছে আমেরিকার হাতে? আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই কেনো পাকিস্তানকে ড. আফিয়ার উপর অভিযোগের ব্যাপারে অবগত করেননি। আফিয়া, যিনি কিনা একজন পাকিস্তানি নাগরিক।

এই বইটিতে জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে ড. আফিয়া বাগরামে হাসপাতালে ছিলেন দুই সপ্তাহ। কেনো পাকিস্তান সরকার যোগাযোগ করেনি ঐ সময়? অনেকে বিশ্বাস করে আফিগানিস্তান অবৈধভাবে ড. আফিয়াকে আটক করেছে পাকিস্তানকে না জানিয়ে। তাকে আফগানিস্তান ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে হস্তান্তর করেছে।

এই ধরনের ঘটনায় দুটি মতামত দেখা যায়। হয় আফগানিস্তান ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে বা পাকিস্তানকে ড. আফিয়ার ব্যাপারে জানানো হয়েছিল। কিংবা পাকিস্তান আমেরিকাকে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত মামলায় আফিয়াকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

অনেকেই রাজনৈতিক চাপের কারণেও এটা হতে পারে বলে বিশ্বাস করেন। যেহেতু ফরেনসিক প্রমাণ থেকে দেখা গেছে যে, ড. আফিয়া মার্কিন সেনাদের উপর গুলি চালাননি, তাহলে পুরো বিষয়টি কী আফিয়ার হস্তান্তরকরণের জন্য একটি কূটচাল ছিল?

কারণ প্রথমবার তাকে নিয়ে যেতে চাইলে আফগান পুলিশ স্টেশন থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি? সম্ভবত, হামিদ কারজাই বিস্তারিত জানাতে চাইবেন?

আবার বিচারক বারম্যানের বক্তব্য স্পষ্টতই প্রসিকিউটরদের মন্তব্য থেকে এসেছে। ড. আফিয়া কীভাবে গোপন কারাগারে ছিলেন ও ৫ বছর

নিখোঁজ ছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদের সাথে তিনি জড়িত নন বিচারে এ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ উপেক্ষা করেছেন বিচারক বারম্যান।

বিচারক ড. আফিয়াকে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন যা হত্যাচেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া কারো জন্য সাধারণ সাজা থেকে একেবারেই ভিন্ন।

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় একটি বন্দুক থেকে গুলি করা হয়, কাউকে সেই গুলি আঘাত করেনি। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই গুলিবিদ্ধ হয় যে গুলি করেছে। ফরেনসিক প্রমাণ অনুযায়ী ড. আফিয়া মার্কিন সেনাদের উপর গুলি চালাতে পারেননি।

এছাড়াও, অনেকেই বিচারক বারম্যানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন। ২২৫৫ অ্যাপ্লিকেশনটি কীভাবে প্রত্যাহার করা হবে সে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। এমনকি যদি আফিয়া তা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ না করেন তাও। বিচারক বারম্যান ড. আফিয়ার একটি নেতিবাচক চিত্র সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করেছেন যা তাকে জনগণের চোখে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। বিচারক বুঝিয়েছেন আফিয়া আফগানিস্তানে ছিলেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য।

অনেকের বিশ্বাস, অন্য একজন বিচারকের উচিত ড. আফিয়ার মামলা পরিচালনা করা। ড. আফিয়া বলেছিলেন, তিনি এই বিচারকের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন না। মানুষজন এই বিচারের জন্য একজন পক্ষপাতহীন বিচারককে দেখতে চান। তারা দেখতে চান কোনো ভিন্ন রায় প্রদান করা হয় কিনা।

আফগানিস্তানের বাগরাম এয়ারবেস হাসপাতালে ড. আফিয়া এফবিআই এজেন্টদের কাছে বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন আল-কায়েদা ও অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে তার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে। সেই স্বীকারোক্তির কী হলো?

ধারণা করা হয়, এই স্বীকারোক্তিকে বৈধতা দেয়া হয়নি। এই বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি কখনোই আফিয়ার অ্যাটর্নিরা আদালতে ক্রস পরীক্ষা করেননি।

যেন কোনো নাটক সাজানো হয়েছে এফবিআইয়ের মোস্ট ওয়ান্টেড নারী হিসেবে আফিয়া সিদ্দিকীর মনগড়া চিত্র গড়ার জন্য। এসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ছাড়া আর কী হতে পারে?

মুদ্রার অপরপিঠও আছে।

কিছু লোক ড. আফিয়াকে প্রকৃতপক্ষেই দোষী বলে মনে করেন। তাদের গল্পে রয়েছে ভিন্নতা। এছাড়াও আছে অনেক ক্লাসিফাইড তথ্যের ব্যাপারস্যাপার। তারা মনে করেন না ড. আফিয়া তার সাক্ষ্যদানকালে সম্পূর্ণ সত্য বলেছেন। তাদের মতে, ড. আফিয়া পুরোপুরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর সাথে জড়িত না হলেও, তার ভূমিকা অল্প হলেও ছিল।

সুতরাং, আফিয়ার মামলা কী এগিয়ে যেতে পারবে? নাকি তিনি তার ৮০ বছরেরও বেশি সাজা সম্পূর্ণ করবেন?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া বেশ কঠিন। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলা সম্পর্কে কৌতূহল ও তদন্তের অভাব রয়েছে। যেন পাকিস্তান সরকার ড. আফিয়ার মামলা পুরোপুরি গ্রহণ করতে চায় না। হয় তারা মার্কিন সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তিত, অথবা কিছু লুকিয়ে রাখছে, কিংবা তারা আফিয়াকে মুক্ত করার বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তিত নয়।

২০১৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এবং পিপিপি সরকারের উপর ড. আফিয়াকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করার অভিযোগ করা হয়। পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান মনে হয় একই পথে হাঁটছেন।

ড. আফিয়ার তৃতীয় সন্তান সুলায়মানকে ঘিরেও রয়েছে হরেক প্রশ্ন। সে এখনো নিখোঁজ। অনেকেই ভাবছেন সরকার কেনো তাকে অনুসন্ধানের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কিছুই করেনি?

ড. আফিয়ার লঘু দণ্ডের আবেদনের বিষয়টি নাকচ করা হয়েছে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নিকট মুলতুবি ছিল।

ড. আফিয়া এতে স্বাক্ষর না করায় এটি প্রসিডিওরাল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আফিয়া এটিতে স্বাক্ষর করেননি এবং একইভাবে তার ২২৫৫ আবেদনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে।

আমি ড. আফিয়া এবং তার পিটিএসডি ঘিরে বিভ্রান্তি নিয়ে এই বইটিতে আলোচনা করেছি। অনেকের মতে, তাকে তার মানসিক অবস্থার জন্য সঠিক চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে না। তার এই অবস্থা মার্কিন সরকারের ট্রমাটাইজড বন্দিদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

পিটিএসডি হয়ে থাকলেও কেনো কার্সওয়েলে ফেডারেল মেডিক্যাল সেন্টারে থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ চিকিৎসা করা হচ্ছে না?

কেনো একজন পাকিস্তানি নাগরিকের পাকিস্তানের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা হতে পারে না? তার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। স্বদেশে ফিরতে চান আফিয়া। তবে তিনি পিটিএসডি জনিত ভয়ের কারণে কাগজপত্র স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করছেন। এসব কাগজপত্র তাকে তার স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারে।

যারা ভাবছেন তার মামলা কীভাবে চলবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে পাকিস্তান আরেকটি আবেদন করতে পারে।

২০১৩ সালে, পাকিস্তান ড. আফিয়ার ক্ষমার আবেদন করতে ব্যর্থ হয়। প্রেসিডেন্ট ওবামা তখন অনেক কয়েদীকে ক্ষমা করেছিলেন।

ইভন রিডলি ড. আফিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানান, ড. আফিয়ার বিনিময়ে তালিবান হেফাজতে থাকা আমেরিকান সৈনিক রবার্ট বোউই বার্গডাহল এর মুক্তি হতে যাচ্ছিল। তবে, তার এই প্রচেষ্টা পাকিস্তানের কারণে মাঠে মারা যায়।

২০১৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত তার একটি লিখা পাকিস্তান সম্পর্কে অনেকের ধারণাকে বাস্তব প্রমাণ করে। ড. সিদ্দিকীকে মুক্ত করার বিষয়ে পাকিস্তান সরকার আগ্রহী নয়।

২০১৮ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বিচারক ২২৫৫ প্রস্তাব অ্যাপ্লিকেশনে সমর্থন জানিয়ে উজাইর পারাচা মামলায় পুনর্বিচার মঞ্জুর করেছেন। ড. আফিয়া এই মামলায় ছিলেন একজন কো-কন্সপিরেটর।

বিচারকের সিদ্ধান্ত ছিল খালিদ শেখ মুহাম্মাদ, মজিদ খান, আম্মার আল বালুচির কাছ থেকে প্রাপ্ত নতুন স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে।

উজাইর পরাচা মামলার ক্ষেত্রে এরকম পরিবর্তন এসেছিল মার্কিন সরকার দ্বারা তথ্য ডিক্লাসিফাই বা উন্মুক্ত করার ফলে। ড. আফিয়াকে একটি গোপন কারাগারে আটক রাখার ব্যাপারে তার বক্তব্যকেও এটি গুরুত্ববহ করতে পারে।

অনেকে উজাইর পারাচা মামলায় নজর রাখছেন। বিশেষ করে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট যা করেছে এই কারণে। সুপ্রিম কোর্ট গুয়ান্তানামো বে তে আটক পাঁচজনকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। খালিদ শেখ মুহাম্মাদ ও মজিদ খানসহ যারা ৯/১১ হামলায় সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন তাদের ব্যাপারে একজন সামরিক কমিশনের বিচারক রায় দিয়েছেন যে একটিমাত্র মূল প্রমাণ এই লোকদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউটররা ব্যবহার করতে পারেন না।

উক্ত প্রমাণ ছিল সেসব স্বীকারোক্তি যা সিআইএ-র "ব্ল্যাক সাইট" কারাগার থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে এফবিআই জিজ্ঞাসাবাদকারীদের কাছে তারা দিয়েছেন। ডিফেন্স আইনজীবীরা সিআইএ'র তাদের ক্লায়েন্টদের উপর নির্যাতনের ব্যাপারে তদন্ত করতে আগ্রহী।

অনেকের মতে, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ক্ষেত্রে এসব স্বীকারোক্তিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়, কারণ এদের মুখোমুখি ক্রস পরীক্ষা করা হয়নি।

অসংখ্য লোক বিশেষ করে ড. আফিয়ার সমর্থকরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট পক্ষপাতিত্ব না করে একটি রায় দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট যদি এই অবস্থান না নিত তাহলে এমন স্বীকারোক্তি ব্যবহার করে কংগ্রেস আরো লোককে শাস্তি দিত সন্ত্রাসবাদের উদাহরণ হিসেবে।

ড. আফিয়া সিদ্দিকীর সমর্থকদের মনে আশা জন্মেছে তিনিও একদিন সুষ্ঠু বিচার পাবেন। গুয়ান্তানামো ইস্যুটিতে ড. আফিয়ার সমর্থকরা চোখ রাখছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপিল কোর্ট থেকে, ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্যতম গুয়ান্তানামো বিচারক এয়ার ফোর্স কর্নেল ভান্স স্পাথকে আল নাশিরি মামলা থেকে বাতিল করা হয়।

রহিম আল নাশিরি সৌদি আরবের নাগরিক। তাকে 'USS Cole' এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জাহাজে সন্ত্রাসী হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ নেয়া হয় স্পাথের দুর্ব্যবহার এবং পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে।

দেখা যায়, স্পাথ জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে ইমিগ্রেশন জাজ হিসেবে পদ চাচ্ছিলেন সেই সময়। সেটা পার্টির কাছে প্রকাশ করেননি তিনি। এর ফলে বিচারক স্পাথের সব বা বেশিরভাগ রায় অবৈধ হয়ে যায় যা তিনি গত ৫ বছরে কমবেশি পরিচালনা করেছেন। মিলিটারি কমিশনের বৈধতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠে।

অনেকের মতে, মিলিটারি কমিশন এন্টারপ্রাইজ অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। গুয়ান্তানামো মিলিটারি কমিশন ব্যর্থ হয়েছে এটা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। এই কমিশন ন্যায়বিচার অর্থাৎ মার্কিন আইনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

ড. আফিয়ার সমর্থকরা পরিস্থিতিতে নজর রাখছেন। কখন, কীভাবে এই সিদ্ধান্তটি পারাচার মামলাসহ অন্যান্য গুয়ান্তানামো মামলার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে তা দেখার অপেক্ষা করছেন তারা।

২৫ এপ্রিল ২০১৯, পাকিস্তানের ফরেন অফিসের মুখপাত্র ড. মুহাম্মদ ফয়সালকে তার বক্তব্য স্পষ্ট করতে হয়। ড. আফিয়া সিদ্দিকী পাকিস্তানে ফিরে আসতে চান না এরকম বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি।

তিনি বলেন, ড. আফিয়াকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বক্তব্যটি পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেয়া। ড. আফিয়াকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিটিংয়ে আফিয়াকে শাকিল আফ্রিদির পরিবর্তে ফিরিয়ে আনার আলোচনা করা হতে পারে।

ড. ফয়সাল নিশ্চিত করেছেন যে, ড. আফিয়া এবং শাকিল আফ্রিদির ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থান আগের মতোই আছে।

ড. আফিয়ার বোনের মতে, আফিয়া পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান। এছাড়া অন্যরা যা বলছে তাতে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে, পাকিস্তান সরকার এই মামলার বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু করতে পারেনি।

কেউ কেউ ড. আফিয়ার মুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বিচার বিভাগের সিনেট কমিটির প্রধান।

রিপোর্ট অনুসারে, সিনেটর গ্রাহাম প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের মধ্যে জুলাই ২০১৯ এর মিটিং অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন।

সিনেটর গ্রাহাম আফগান শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং পাকিস্তানকে এর অংশ হতে রাজি করান তিনি। আমেরিকা পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তার করতে চায়।

সিনেটর গ্রাহামের সাহায্যে ড. আফিয়ার মুক্তি সম্ভবত অসংখ্য ইতিবাচক ফল আনতে পারে। এটি শাকিল আফ্রিদির সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো রুটেই হোক।

তবে শাকিল আফ্রিদির মামলা পেশোয়ার হাইকোর্টে পৌঁছেছে। আফ্রিদির সম্ভাবনা আছে মুক্তি পাওয়ার। যদি তা হয়, তবে আফিয়ার মুক্তির জন্য 'অদলবদল' কীভাবে পরিচালিত হবে?

২০১৯ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তার মার্কিন সফরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে কথা বলেছেন। আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের শান্তির বিষয়টিও অগ্রাধিকার পায়।

তবে ফক্স নিউজের সাথে মিটিংয়ের সময় প্রধানমন্ত্রী ইমরানকে আফ্রিদির ভাগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রধানমন্ত্রী ডক্টর আফিয়াকে ইন্টারন্যাশনাল টিভিতে নিয়ে আসেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত দেয় ড. সিদ্দিকীর মুক্তি তাদের করণীয় তালিকায় আছে। তবে তার চারপাশের অবস্থা পরিবর্তন করা দরকার। আফিয়ার বিষয়টা শুধু একজন রাজনৈতিক বন্দি যাকে অন্য কারো বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হবে এমন পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন। আর আফিয়ার পরিস্থিতি ভিন্নভাবে দেখা দরকার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুধাবন করতে হবে যে, ড. সিদ্দিকীকে রাজনৈতিক দর কষাকষির জন্য রাখলে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো উৎসাহ

পাবে (যেমন আইএসআইএস এবং দায়েশ)। তাদের কাছে তিনি একজন আইকন। সন্ত্রাসী নেতারা তাদের মুসলিম বোনের দুর্দশা দূর করে তার স্বাধীনতার জন্য তাদের লড়াইয়ে আরো বেশি লোকবল নিয়োগ করবে।

ড. আফিয়ার মুক্তি শান্তিপূর্ণভাবে হলে, পিস এজেন্ট হিসেবে পাকিস্তানকে তা সন্ত্রাসবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করতে পারবে। ড. আফিয়াকে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো তাদের নিজস্ব লাভের জন্য ব্যবহার করতে পারবে না। এই পরামর্শ দেয়া হয়েছে ড. আফিয়ার শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ড, এডাল্ট এডুকেশনাল প্রোগ্রাম বিকাশ করার অভিজ্ঞতা এবং বাচ্চাদেরকে শেখানোর জন্য তার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে।

আমেরিকা যদি রাজি হয়, তবে উভয় দেশই পারবে আফিয়াকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভূত আইনি বিষয়সমূহের মোকাবিলা করতে।

আমেরিকা, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সাথে জড়িত শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। অনেকে চান ড. আফিয়ার স্বদেশ প্রত্যাবাসনের আঞ্চলিক, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক সুফল সিনেটর গ্রাহামকে বুঝানো হোক।

ড. আফিয়ার প্রত্যাবাসনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাস হিসেবে দেখা হবে। সেটা কেবল পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য নয়, বরং ড. আফিয়ার নামে সন্ত্রাসীরা যে গল্প সাজিয়েছে তারও শেষ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান উভয়েরই ড. আফিয়ার প্রত্যাবর্তনের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য পদক্ষেপ নেয়া দরকার। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

আফিয়ার প্রত্যাবর্তন ছাড়া পাকিস্তানিদের মনের শান্তি কী কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে??

আমি আপনাদেরকে নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারব না।

যাইহোক, রাজনৈতিক এবং আইনি ক্ষেত্রে ড. আফিয়ার মামলার বিষয়ে কথা বলা অব্যাহত থাকবে। ড. আফিয়ার পরিবার এবং বেশ কয়েকটি সংগঠন এখনও তার মুক্তির জন্য লড়াই করছে। সময়ই বলে দিবে তাদের প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে কি না।

প্রজন্ম পাবলিকেশনের বইসমূহ

নন-ফিকশন

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	কয়েদী ৩৪৫ | গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর	সামী আলহায	২৩৫৳
২	আফিয়া সিদ্দিকী | গ্রে লেডি অব বাগরাম	টিম প্রজন্ম	২২০৳
৩	দ্য কিলিং অব ওসামা	সিমর হার্শ	২১৬৳
৪	আয়না | কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি	আফজাল গুরু	৩২০৳
৫	আজাদির লড়াই | কাশ্মীর কেস ফর ফ্রিডম	অরুন্ধতী রায়	২০৪৳
৬	উইঘুরের কান্না	মহসিন আব্দুল্লাহ	২৬৪৳
৭	অ্যাম্বাসেডর	আব্দুস সালাম জাইফ	২৩৫৳
৮	পার্মানেন্ট রেকর্ড	এডওয়ার্ড স্নোডেন	৩৫০৳
৯	মুখোশের অন্তরালে	নাজমুল চোধুরী	৩০০৳
১০	মোসাদ এক্সোডাস	গ্যাড সিমরন	২৫০৳
১১	পুঁজিবাদ	অরুন্ধতী রায়	১৭৫৳
১২	জাতীয়তাবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০৳
১৩	গুজরাট ফাইলস	রানা আইয়ুব	৩০০৳
১৪	দ্য রোড টু আল-কায়েদা	মুনতাসির আল-যায়াত	৩৩০৳
১৫	মাইন্ড ওয়ারস	ম্যারি জোন্স ও ল্যারি	৩৩০৳
১৬	একটি ফাঁসির জন্য	অরুন্ধতী রায়	৩৩০৳
১৭	নয়া পাকিস্তান	তীলক দেভাশের	৩২০৳
১৮	ইলুমিনাতি এজেন্ডা ২১	ডীন ও জীল হ্যান্ডারসন	
১৯	এনিমি কমব্যাটান্ট	মোয়াজ্জেম বেগ	
২০	ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা	এস.এম. মুশরিফ	৫০০৳
২১	দিদি | মমতা ব্যানার্জীর না বলা কথা	সুতপা পাল	
২২	পেট্রোডলার ওয়ারফেয়ার	উইলিয়াম ক্লার্ক	
২৩	বাউন্ডিং দ্য গ্লোবাল ওয়ার অন টেররিজম	জেফরি রেকর্ড	
২৪	ডিরেক্টরেট এস	স্টিভ কোল	
২৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব | বিপ্লবী ভাষণ	আহমদ মুসা	৩৫০৳
২৬	শেখ মুজিবুর রহমান | নির্বাচিত বাণী	আহমদ মুসা	২০০৳

২৭	ম্যালকম এক্স। নির্বাচিত ভাষণ	ম্যালকম এক্স	৪০০৳
২৮	পলিটিক্যাল জোকস	আহমদ মুসা	২০০৳
২৯	মৌলবাদী নাস্তিক	কাজী ম্যাক	২৮০৳

আত্ম-উন্নয়ন

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	না বলতে শিখুন	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳
২	এক্স্যাক্টলি হোয়াট টু সে	ফিল এম. জোনস	২০০৳
৩	সফল উদ্যোক্তা	সুব্রত বাগচী	৪০০৳
৪	এটিচিউড ইজ এভরিথিং	জেফ কেলার	৩০০৳
৫	লাইফ উইথআউট লিমিটস	নিক ভুজিসিস	
৬	বেঁচে থাকার লাইসেন্স	ওয়াহিদ তুষার	

ফিকশন

১	ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ	ক্যারিন স্লাথার	১৮০৳
২	গুজবাম্পস	আর.এল.স্টাইন	২০০৳
৩	ইন এনিমি হ্যান্ডস	মৈনাক ধর	১০০৳
৪	দ্য আনপ্রোডিগাল	মনু ধাওয়ান	২৫০৳
৫	কালার অব প্যাশন	সৌরভ মুখার্জী	২৫০৳
৬	মার্ডার ইন এ মিনিট	সৌভিক ভট্টাচার্য	৩০০৳
৭	সবারই গল্প আছে	ওয়াহিদ তুষার	

অন্যান্য

১	লেখালেখির ১০১টি অনুশীলন	মেলিসা ডোনাভান	৩০০৳

বইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বা অর্ডার করতে ভিজিট করুন
www.projonmo.pub

গ্রে লেডি
অব বাগরাম
আফিয়া সিদ্দিকী

সংকলন ও সম্পাদনা
টিম প্রজন্ম

ভারতে
সন্ত্রাসবাদের
আসল চেহারা

এস. এম. মুশরিফ

২০০৩ সালে পাকিস্তান থেকে তিন সন্তানসহ নিখোঁজ হন এক নারী। অনেক বছর পর ২০০৮ সালে সেই নারীকে পাওয়া যায় আফগানিস্তানের গজনীতে গভর্নর কম্পাউন্ডের সামনে। উদ্ভ্রান্তের মতো সেখানে ঘুরছিলেন সেই নারী। তার সাথে ছিল এক কিশোর আর একটি ব্যাগ। সেই ব্যাগে ছিল কিছু ডকুমেন্ট, ক্যামিকেলসহ বেশ কিছু জিনিসপত্র।

এই নারীই হলেন ড. আফিয়া সিদ্দিকী। যিনি নিখোঁজ হওয়ার আগে ছিলেন মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এর মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আল-কায়েদার সাথে যোগসূত্রতা। অথচ তাকে ৮৬ বছরের লম্বা সাজা শুনানো হয় শুধুমাত্র মার্কিন কর্মকর্তাদের উপর হামলার প্রেক্ষিতে। রহস্যময় এই মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘটনার সূক্ষ্ম ও প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে এই বইয়ে। এছাড়াও ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত কোথায় আটক ছিলেন ড. আফিয়া? সেই প্রশ্নেরও উত্তর মিলবে এই বইয়ে।

BDT ৳ 300
USD $ 18

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-95187-2-3